পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 179 Sunday, 31 May, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৭৯ সংখ্যা ✱ ১৬ জৈষ্ঠ্য ১৪৩৩, রবিবার, ৩১ মে, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘ম্যান মেড বন্যা’ বিতর্ক অতীত! বর্ষার আগে ডিভিসির সঙ্গে সমন্বয়ের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৩০ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা এলেই যে বিতর্কটি প্রায় নিয়ম করে সামনে আসত, তা হল ডিভিসি বা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনকে ঘিরে রাজ্য সরকারের অভিযোগ। দক্ষিণবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলেই তৎকালীন তৃণমূল সরকার ডিভিসির বিরুদ্ধে সরব হতো। অভিযোগ উঠত, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই জল ছাড়া হচ্ছে, যার ফলে একাধিক জেলা প্লাবিত হচ্ছে। এমনকি সেই বন্যাকে ‘ম্যান-মেড বা ‘মানবসৃষ্ট বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই অবস্থানে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল। আসন্ন বর্ষাকে সামনে রেখে এবার সংঘাত নয়, বরং সমন্বয় ও যৌথ পরিকল্পনার বার্তা দিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ডিভিসিকে দায়ী করার পুরনো রাজনৈতিক অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বন্যা মোকাবিলায় রাজ্য ও ডিভিসি একসঙ্গে কাজ করবে। শনিবার নিউটাউনে ‘ অ্যাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরও। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, বর্ষা এলেই যেভাবে পূর্বতন সরকার ডিভিসিকে দায়ী করত, তা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। সময়ের সঙ্গে সেই অভিযোগের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ গত এক দশকেরও বেশি

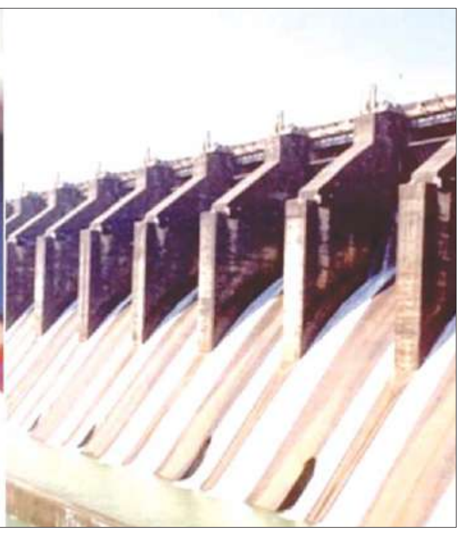

সময় ধরে ডিভিসি এবং রাজ্য সরকারের সম্পর্ক বর্ষাকালে প্রায়শই উত্তপ্ত হয়ে উঠত। জলাধার থেকে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত, বন্যা পরিস্থিতি এবং নদী সংস্কার নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রকাশ্য মতবিরোধ দেখা যেত। শুভেন্দু অধিকারী এদিন স্পষ্ট করে জানান, সেই সংঘাতের রাজনীতি এখন অতীত। তাঁর কথায়, এখন রাজ্য সরকার এবং ডিভিসি সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করছে। ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠক হয়েছে। বর্ষার সময় যাতে কোনও সমস্যা তৈরি না হয়, সেজন্য আগাম পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, শুধু ডিভিসি নয়, রাজ্যের সেচ দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকেও একসঙ্গে নিয়ে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই-বর্ষাকালে বন্যার ঝুঁকি কমানো এবং দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলের কারণে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা প্রতি বছরই বন্যার ঝুঁকিতে থাকে। বিশেষ করে দামোদর অববাহিকার অন্তর্গত অঞ্চলগুলিতে অতিবৃষ্টি এবং জলাধার থেকে জল ছাড়া-দুইয়ের প্রভাবই পড়ে। ফলে ডিভিসির ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক রয়েছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার অভিযোগ করেছিলেন যে, ডিভিসি রাজ্যকে যথাযথভাবে না জানিয়ে জল ছাড়ে। তাঁর দাবি ছিল, এর ফলে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি এবং সংলগ্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকেও একাধিকবার চিঠি লিখে বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছিলেন। এমনকি বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, এই ধরনের জলমুক্তির সিদ্ধান্তের কারণেই ‘ম্যান-মেড বন্যা’ তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণে নয়, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ফলেই সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তবে ডিভিসি বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, জলাধারের ধারণক্ষমতা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনেই জল ছাড়া হয়। কেঃদ্রীয় সরকারও বিভিন্ন সময়ে তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানিয়েছিল যে, ডিভিসির সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে শুভেন্দু অধিকারীর বর্তমান অবস্থান একটি নতুন রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, বর্তমান সরকার বিরোধ ও দায় চাপানোর রাজনীতির পরিবর্তে প্রশাসনিক সমন্বয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিবর্তনের পিছনে ‘ডবল ইঞ্জিন সরকার’-এর ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাজ্য ও কেন্দ্র একই রাজনৈতিক শিবিরের হওয়ায় সমন্বয় সহজ হয়েছে এবং উন্নয়নমূলক কাজেও তার প্রভাব পড়ছে বলে দাবি শাসকপক্ষের। তবে বিরোধীদের একাংশের মতে, অতীতে যে সমস্যাগুলির কথা বলা হয়েছিল, সেগুলি পুরোপুরি অমূলক ছিল না। তাই শুধুমাত্র রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করলেই বাস্তব পরিস্থিতি বদলে যায় না। বর্ষা শুরু হওয়ার পর বাস্তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণে কতটা সাফল্য আসে, সেটাই হবে প্রকৃত পরীক্ষার মাপকাঠি।

সোমেই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা, মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই থাকছে অর্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৩০ মে ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও পাঁচ মন্ত্রী শপথ নেওয়ার পর থেকেই বাকি মন্ত্রিসভা নিয়ে চর্চা ছিল তুঙ্গে। অবশেষে সূত্রের খবর, সেই জল্পনায় ইতি পড়তে চলেছে। আগামী সোমবার পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা শপথ নেবে। মন্ত্রীদের তালিকার পাশাপাশি দপ্তর বণ্টন নিয়েও কৌতূহল ছিল। নতুন, পুরনো এবং জেলার প্রতিনিধিদের মিশেলেই তৈরি হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর ‘ শোনা যাচ্ছে, এই ভারসাম্যের মন্ত্রিসভায় থাকবেন ৩৩ জন। দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যালকে রাজ্যে অর্থমন্ত্রী করা হতে পারে। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনেও তাঁর প্রার্থী হওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। সূত্রের খবর, অর্থ দপ্তর নিজের হাতেই রাখতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অর্থর পাশাপাশি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরও নিজের হাতে রাখতে পারেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে বিনিয়োগ এবং রাজস্ব বৃদ্ধি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অন্যতম লক্ষ্য। নিজের হাতে অর্থ দপ্তর রেখে বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রকল্প ও বিভিন্ন দপ্তরে অর্থনৈতিক গতি আনতে চান তিনি। তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের ঘাড়ে একদিকে যেমন বিপুল দেনার দায়, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ না করার ফলে রাজস্বে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যের মানুষের অর্থনীতির মান নিম্নগামী মূলত এজন্যই। রাজ্যকে ঘুরে দাঁড় করানোকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন শুভেন্দু। আর সেই কারণেই অর্থ দপ্তর নিজের হাতে রেখে উন্নয়নের রোডম্যাপ নির্ধারণ করবেন। শুভেন্দুর মূল লক্ষ্য, একদিকে যেমন রাজ্যের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, অন্যদিকে শিল্পায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে উন্নয়নকে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া। কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করা। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বিজেপি এই বিকল্প অর্থনীতির কথাই তুলে ধরেছিল।শুভেন্দুর মূল লক্ষ্য, একদিকে যেমন রাজ্যের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, অন্যদিকে শিল্পায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করে উন্নয়নকে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া। কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করা। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বিজেপি এই বিকল্প অর্থনীতির কথাই তুলে ধরেছিল। মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন শুভেন্দু। একটি গতিশীল মন্ত্রিসভা সঙ্গে নিয়ে তিনি দলের লক্ষ্যপূরণে আরও এগোতে চান। আর এইসব কারণেই অর্থদপ্তর নিজের হাতে রেখে এগিয়ে যেতে চান তিনি।

সম্পূর্ণ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৩০ মে ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো রাজ্য সরকার এবার সম্পূর্ণ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে উদ্যোগী হল । প্রথম ধাপে সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বকেয়া থাকা মহার্ঘ ভাতা দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে প্রশাসন। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অর্থ ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। এবার ২০০৮ থেকে ২০১৫ র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দিতে শুরু করবে রাজ্য সরকার। তবে কলকাতা পুরসভা এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা এই

সুবিধা এক্ষুনি পাবেন না। কারণ হিসেবে নবান্নের খবর ব্যাংক মারফত যাদের পেনশন হয় তাদের তাদের বিস্তারিত তথ্য এজি বেঙ্গলের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের পাওয়ার কথা। কিছু জটিলতার কারণে সেই কাজ শুরু হলেও তার সম্পূর্ণ করা যায়নি। কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য অংশ যেখানে ট্রেজারির মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পেনশন পান। সেখানে এই তথ্য সংগ্রহের কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে না। ট্রেজারি নিয়মিত পেনশন দেওয়ার কারণে তাদের কাছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। সেই অনুযায়ী কোন কর্মীর কত বকেয়া পাবে সেই হিসাবে ট্রেজারি ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলতে পেরেছে। পরীক্ষা স্বরূপ নদীয়া জেলায় দিতে শুরু করেছে ট্রেজারি। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পূর্বতন সরকার ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৯ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছে। সরকারি কর্মীদেরও জিপিএফে এই টাকা ঢুকে গিয়েছে। তবে যাদের বেতন এইচ আর এম এস এর মাধ্যমে হয .না তাদের ক্ষেত্রে এখনো কিছুটা সমস্যা রয়ে গেছে। কলকাতা পুরসভা এলাকার ক্ষেত্রে একই সমস্যা। এই সমস্যা দূর করতে ইতিমধ্যে নতুন সরকার ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। কিভাবে কাজ হচ্ছে , সে সম্পর্কে আগামী সোমবার সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে তা তুলে ধরবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলে নবান্ন সূত্রে খবর। তবে সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলির কর্মীদের ক্ষেত্রে ডাটা সংগ্রহের কাজ চলছে । তাদের কর্মীদের এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বকেয়ার পরিমাণ কি রয়েছে, কারা কত টাকা পাবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তৈরির কাজও চলছে দ্রুত গতিতে।

আমরা সংযত, তাই ওরা অক্ষত’, বললেন শমীক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৩০ মে ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এই ধরনের কাজে যারা যুক্ত থাকবেন তাঁদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। রাজ্যে পালাবদলের পরেই কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এরমধ্যেই আজ, শনিবার সোনারপুরে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম, উঠল ‘চোর স্লোগানও। ঘটনায় অভিযোগের তির বিজেপির দিকে উঠতেই বিজেপির রাজ্য সভাপতির স্পষ্ট বার্তা, ঘটনায় দূর দূর পর্যন্ত বিজেপির কেউ যুক্ত নয়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের জনরোষ। এই প্রসঙ্গে পূর্বতন সরকারের সময়ের পরিস্থিতিও তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, ‘ বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বলেই তৃণমূলের নেতারা অক্ষত রয়েছেন। ওরা যে পরিমাণ অত্যাচার মানুষের উপর করেছে, আমাদের জেলা সভাপতি, আমাদের দলের কর্মীদের উপর করেছে, তারপর আমরা ছিলাম বলেই ওদের বিধায়ক-সাংসদরা এখনও এই অবস্থায় আছেন। অন্য কোনও দল থাকলে এতক্ষণ সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলার সুযোগ পেতেন না। এই প্রসঙ্গে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার মডেলকেও কটাক্ষ করেন বিজেপি সাংসদ। বলেন, কীসের ডায়মন্ড হারবার মডেল? কেন ফলতায় প্রচারে আসেননি? অন্যদিকে এই ঘটনার পর সবাইকে শান্ত থাকার বার্তা দিয়ে শমীক ভট্টাচার্য জানান, এখনও বলছি, হিংসার পথ ছাড়ুন। সবাইকে শান্তিতে থাকতে দিন।

কালীঘাটে গিয়ে অভিষেকের হাতে সিআইডি নোটিস, সোমবার ভবানীভবনে তলব

নিজস্ব সংবাদদাত, কলকাত,৩০ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল সিআইডির নোটিস ঘিরে। শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সরাসরি নোটিস তুলে দিল রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি। তাঁকে আগামী সোমবার দুপুর ১২টায় ভবানীভবনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে। আর নোটিস হাতে পেয়েই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অভিষেক। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, তদন্তে সহযোগিতা করবেন, কিন্তু কোনও চাপের কাছে মাথা নত করবেন না। শনিবার দুপুরে শুরু হয় ঘটনাপ্রবাহ। সিআইডির চার সদস্যের একটি দল প্রথমে দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটে অবস্থিত ‘ যায়, যা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন হিসেবে পরিচিত। তবে সেখানে গিয়ে তাঁকে বা পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কথা বলে তদন্তকারী আধিকারিকরা পরে কালীঘাটে অবস্থিত তাঁর অন্য

বাসভবনের উদ্দেশে রওনা দেন। কালীঘাটে পৌঁছে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই নিচে নেমে আসেন এবং সিআইডির দেওয়া নোটিস গ্রহণ করেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এখনও নোটিসের বিষয়বস্তু পুরোপুরি পড়ে দেখেননি। আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন বলেও জানান।তবে তদন্তকে ঘিরে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে অভিষেক বলেন, যদি তদন্তের স্বার্থে আমাকে ডাকা হয়, আমি অবশ্যই সহযোগিতা করব। অতীতেও ইডি, সিবিআইসহ বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা যতবার ডেকেছে, আমি হাজির হয়েছি। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। কিন্তু তদন্তের ভয় দেখিয়ে আমাকে বা আমাদের দলকে চুপ করানো যাবে না। তিনি আরও বলেন, আমরা অন্য ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি। ভয় পেয়ে দল পরিবর্তন করা বা চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করা আমাদের চরিত্রে নেই। যত নোটিসই আসুক, যত চাপই তৈরি করা হোক, আমি মাথা নোয়াব না। যদি কারও ক্ষমতা থাকে, তবে গ্রেপ্তার করে দেখাক। অভিষেকের এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন তদন্তমূলক পদক্ষেপকে কেঃদ্র করে কেঃদ্র ও রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে।

জনরোষের মুখে অভিষেক, তীব্র প্রতিক্রিয়া মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৩০ মে ঃ বদলের বাংলায় রাস্তায় নেমেই বেনজির জনরোষের মুখে পড়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সোনারপুরে নিহত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম, জুতো, কাদা ছোড়া হয়। জনতার আক্রমণে তাঁর জামা, চশমা, ঘড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এহেন হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখলেন, ‘শাসক ঘাতক হয়ে উঠল! বিজেপির লজ্জা হওয়া উচিত!’শনিবার বিকেলে সোনারপুরের কামরাবাধ যাওয়ার পরে প্রথমে কামালগাজির কাছে জনতার বাধার মুখে পড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে মহিলারা কালো পতাকা দেখান। সেসব পেরিয়ে সোনারপুর ঢুকতেই জনতা রীতিমতো বিক্ষোভ বিস্ফোরণের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে ‘ স্লোগান ওঠে। এরপর তাঁকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছোড়া হতে থাকে। জামাকাপড় নোংরা হয়ে যায় তাঁর। ছোড়া হয় জুতো, ঢিল, কাদা। জামা খুলে চলে মারধরও। মাথায় হেলমেট পরে কোনওক্রমে রক্ষা পান তিনি। তবে অভিষেক চশমা, ঘড়ি ভেঙে গিয়েছে। এসব সামলে তিনি নিহত কর্মীর বাড়িতে পৌঁছে যান। সেখান থেকেই জানান, পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী না এলে তিনি বাড়ি থেকে বেরবেন না। এরপর বাহিনী সেখানে পৌঁছে নিরাপদে তৃণমূল সাংসদকে বের করে নিয়ে যায়।

অভিষেকের উপর হামলা ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক ঝড়, খাড়গে-অখিলেশের নিন্দা ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্র’-এর অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৩০ মে ঃ সোনারপুরের কামরাবাঁধ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠেছে। ঘটনাটির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ পৃথক পোস্ট করে তাঁরা শুধু হামলার নিন্দাই জানাননি, বরং বিরোধী নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্নও তুলেছেন।

সম্প্রতি নির্বাচন-পরবর্তী হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে সোনারপুরের কামরাবাঁধ এলাকায় যাচ্ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় তাঁর কনভয়ের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হযেছে। বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা এটিকে গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য উদ্বেগজনক বলে অভিহিত করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে তাঁর পোস্টে লেখেন, সোনারপুরে যাওয়ার পথে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যে হামলা হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়. এবং উদ্বেগজনক। তিনি দাবি করেন, বিরোধী দলের একজন জনপ্রিয়

ও গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি, যা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। খাড়গে আরও বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও বিরোধীদের দমন করার প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। তাঁর মতে, রাজনৈতিক মতাদর্শে ভিন্নতা থাকতেই পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই হিংসা বা আক্রমণ গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান, যাতে সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবও এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেন। এক্স-এ করা তাঁর পোস্টে তিনি দাবি করেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এটি রাজনৈতিক বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখার জন্য হিংসার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, অখিলেশ যাদব ঘটনাস্থলে পুলিশের পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, এমন সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে পুলিশের অনুপস্থিতি বা নিষ্ক্রিযতা শুধুমাত্র প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, বরং এর পিছনে বৃহত্তর কোনও ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসও সরব হয়েছে। দলের নেতারা অভিযোগ করেছেন, বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলি পরিকল্পিতভাবে ভয় ও অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। তাঁদের দাবি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক লড়াইয়ের পরিবর্তে হিংসার পথ বেছে নেওয়া হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহ এমনিতেই উত্তপ্ত। সেই পরিস্থিতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতার উপর হামলার অভিযোগ নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতকে উসকে দিয়েছে। জাতীয় স্তরের নেতাদের প্রতিক্রিয়া এই ঘটনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। ঘটনাটি নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া না এলেও, নিরাপত্তা ব্যবস্থার যথার্থতা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য সামনে আনা জরুরি। একই সঙ্গে রাজনৈতিক সহিংসতা রোধে সব পক্ষের দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা হয়েছে, তা আগামী দিনে আরও তীব্র হতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। বিরোধী নেতাদের নিরাপত্তা, প্রশাসনের ভূমিকা এবং রাজনৈতিক সহিংসতার প্রশ্নে নতুন করে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মেট্রো এবার অন্য শহরেও! নীল নকশা তৈরির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৩০ মে ঃ কলকাতার বাইরে অন্য শহরেও মেট্রো! উদ্যোগী শুভেঃদুর প্রশাসন। কলকাতার সীমা পেরিয়ে মেট্রো চড়ে পাতালপথে যাতায়াত এবার অন্য শহরেও! এমনই সুদিনের ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক ঘোষণার মধ্যে তিনি জানালেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির পরিকল্পনামাফিক ‘সিটি মেট্রো সার্ভিস’ বাংলায় চালু করতে উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। জনবহুল শহরগুলিতে এই পরিষেবা চালুর জন্য নীল নকশা তৈরির নির্দেশ দিলেন শুভেন্দু। এর জন্য তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলকে। অগ্নিমিত্রার নেতৃত্বে যাবতীয় পরিকল্পনা প্রস্তাব আকারে পাঠানো হবে দিল্লিতে। শনিবার তিনি ঘোষণা করেন, ‘রাজ্যের শহরে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ জনতার বসবাস, তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সিটি মেট্রো সার্ভিস প্রকল্প অনুযায়ী কাজের উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের নগরোন্নয়ন মন্ত্রীকে বলেছি, এনিয়ে আপনারা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, ডিপিআর যা করার করুন। তা দিল্লিতে প্রস্তাব আকারে পাঠানো হোক। প্রধানমন্ত্রী মেট্রো প্রকল্পে অনেক অর্থ দিয়েছেন। তিনি কয়েকমাস আগে দমদমে মেট্রোর নতুন পথ উদ্বোধন করে সেকথা বলেছিলেন। তাঁর সেই অর্থ কাজে লাগানো হবে। কেন্দ্রের ‘সিটি মেট্রো সার্ভিস’ প্রকল্প অনুযায়ী, যেসব শহরে জনসংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ, সেসব জায়গায় মেট্রো পরিষেবা সম্প্রসারণের কাজ চলছে। বাংলার বড় শহরগুলিকেও সেই প্রকল্পের আওতায় আনতে চান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি ঘোষণা করেন, ‘ শহরে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ জনতার বসবাস, তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সিটি মেট্রো সার্ভিস প্রকল্প অনুযায়ী কাজের উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের নগরোন্নয়ন মন্ত্রীকে বলেছি, এনিয়ে আপনারা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, ডিপিআর যা করার করুন। তা দিল্লিতে প্রস্তাব আকারে পাঠানো হোক। প্রধানমন্ত্রী মেট্রো প্রকল্পে অনেক অর্থ দিয়েছেন। তিনি কয়েকমাস আগে দমদমে মেট্রোর নতুন পথ উদ্বোধন করে সেকথা বলেছিলেন। তাঁর সেই অর্থ কাজে লাগানো হবে। এই মুহূর্তে কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির যোগাযোগ ব্যবস্থা মসৃণ করতে মেট্রোপথ যথেষ্ট সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পর্যন্ত মেট্রোলাইনের কাজ চলছে।

গোয়ার প্রাণবন্ত সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ পরম্পরা সুবিদিতঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ মে ঃ গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে সে রাজ্যের জনগণকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, গোয়ার প্রাণবন্ত সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধ পরম্পরা সুবিদিত। শনিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসের এই বিশেষ মুহূর্তে সে রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা। গোযার প্রাণবন্ত সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং উদার হৃদয়ের মানুষেরা সুবিদিত।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, এই দিনটি তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করারও একটি সুযোগ, যাঁরা রাজ্যের অগ্রগতি ও পরিচয়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। গোয়া যেন সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং একটি বিকশিত ভারত গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক গোয়াবাসীর সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

জকোভিচকে হারিয়ে ১৯ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ানের ইতিহাস

প্যারিস, ৩০ মেঃ নোভাক জকোভিচের রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন আবারও ধাক্কা খেল। শুক্রবার (২৯ মে) ফ্রেঞ্চ ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে ব্রাজিলের ১৯ বছর বয়সী কিশোর জোয়াও ফনসেকার কাছে ৪-৬, ৪-৬, ৬-৩, ৭-৫, ৭-৫ ব্যবধানে পরাজিত হন তিনি।পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলা এই মহাকাব্যিক লড়াইয়ে জয় নিশ্চিত করে ফনসেকা ইতিহাস গড়েন। এই জয়ে ১৯ বছর বয়সী ফনসেকা প্রমাণ করলেন এবারের ফরাসি ওপেনের শিরোপা জয়ের দাবিদারদের মধ্যে তিনিও একজন।এই পরাজয়ের ফলে সার্বিয়ান কিংবদন্তির সামনে মার্গারেট কোর্টের ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপার রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হল। একদিন আগে টেনিসের বর্তমান নম্বর ওয়ান ইয়ানিক সিনারের অপ্রত্যাশিত বিদায়ের পর জকোভিচের সামনে এসেছিল ২৫ তম গ্র্যান্ড স্লাম রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ার, কিন্তু জকোভিচ এবারও পারলেন না ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপার রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ার। এর জন্য তাকে চেয়ে থাকতে হবে আরো একটি প্রতিযোগিতার দিকে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০মে ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী গত গত শুক্রবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে এ দিন সমাজ মাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডলে এই সৌজন্য সাক্ষাতের ছবি দিয়ে এই সম্পর্কে জানানো হয়েছে।পাশাপাশি, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীও শুক্রবার সমাজ মাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডলে পোস্ট করে জানান, রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে দিকনির্দেশনা পেয়েছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির নজির গড়েছে গোয়া, প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ মেঃ সমুদ্র, সংস্কৃতি, পর্যটন এবং বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত গোয়া আজ আরও এক ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী। শনিবার রাজ্যের ৪০-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গোয়ার জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ১৯৮৭ সালের ৩০ মে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করেছিল গোয়া। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের চার দশক পূর্তিতে দেশজুড়ে শুভেচ্ছার আবহ তৈরি হয়েছে।সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গোয়ার উন্নয়নযাত্রার প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন, গোয়া শুধু তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং আন্তরিক আতিথেয়তার জন্যই পরিচিত নয়, শিক্ষা, প্রযুক্তি, স্টার্টআপ এবং স্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। রাষ্ট্রপতির মতে, আধুনিক উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গোয়া দেশের অন্যতম উজ্জ্বল রাজ্যে পরিণত হয়েছে।রাষ্ট্রপতির বার্তায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে গোয়ার বহুসাংস্কৃতিক পরিচয়। পর্তুগিজ ঐতিহ্য, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং আধুনিক জীবনযাত্রার এক অনন্য মেলবন্ধন গোয়াকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যটক গোয়ার সমুদ্রসৈকত, ঐতিহাসিক চার্চ, উৎসব এবং খাদ্যসংস্কৃতির আকর্ষণে সেখানে ভিড় জমান। তবে পর্যটনের গণ্ডি ছাড়িয়ে শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেও রাজ্যটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে মত রাষ্ট্রপতির। অন্যদিকে গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এদিন পানাজিতে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং উন্নয়নের ধারাকে তুলে ধরে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর ভারতের অন্যতম সফল রাজ্যগুলির মধ্যে গোয়া একটি। পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও গোয়া নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও গোয়ার জনগণকে প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোয়ার প্রাণবন্ত সংস্কৃতি, কর্মঠ মানুষ এবং উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতা গোয়াকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনেও উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পথে গোয়া আরও এগিয়ে যাবে।একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও গোয়ার মানুষকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, গোয়ার ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ভারতের গর্ব। দেশের অর্থনীতি এবং পর্যটন শিল্পে গোয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।১৯৬১ সালে পর্তুগিজ শাসনের অবসানের পর গোয়া, দমন ও দিউ ভারতীয় প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। দীর্ঘ আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পর ১৯৮৭ সালের ৩০ মে গোয়া পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। সেই থেকে প্রতিবছর দিনটি গোয়া প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। রাজ্যজুড়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা এবং সরকারি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হচ্ছে।এবারের প্রতিষ্ঠা দিবসেও গোয়ার বিভিন্ন প্রান্তে উৎসবের আবহ চোখে পড়েছে। সরকারি ভবন থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- সর্বত্র জাতীয় পতাকা এবং আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে পরিবেশ। রাজ্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতা আঃেদালনের স্মৃতিকে সামনে রেখে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।চার দশকের পথচলায় গোয়া আজ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমুদ্রসৈকতের রাজ্য হিসেবে পরিচিত হলেও প্রযুক্তি এবং স্টার্টআপের ক্ষেত্রেও গোয়া এখন নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলছে। সেই কারণেই রাষ্ট্রপতির বার্তায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে গোয়ার উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়টি।প্রতিষ্ঠা দিবসের এই আবেগঘন মুহূর্তে গোয়ার মানুষও নতুন উদ্যমে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখছেন। ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়েই উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার প্রত্যয় শোনা যাচ্ছে সর্বত্র। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের শুভেচ্ছাবার্তাও সেই আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় কড়া পদক্ষেপ, দায়িত্ব বণ্টন করলেন জেলাশাসক বিশাল রাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কিষাণগঞ্জ, ৩০ মে ঃ জেলায় মানব পাচার রোধ ও শিশু অধিকার সুরক্ষাকে আরও জোরদার করতে শুক্রবার জেলা শাসকের দফতরে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক বিশাল রাজ।বৈঠকে শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত মামলায় দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি জানান, এবার থেকে শিশু উদ্ধারকারী দলকেই বাধ্যতামূলকভাবে এফআইআর দায়ের করতে হবে, যাতে মানব পাচার ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত কা।। আইনি পদক্ষেপ করা যায়। জেলাশাসক সুরক্ষিত আবাসন কেন্দ্রগুলিতে (পিওএস) থাকা কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক বিকাশের জন্য বিশেষ মাসিক কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেন। পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার উপর জোর দেন তিনি। এছাড়াও শিশু সুরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জরাজীর্ণ ভবনের

মেরামতি, পানীয় জলে আয়রনের সমস্যা সমাধান, নিয়মিত অগ্নি নিরাপত্তা নিরীক্ষার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বৈঠকে শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের নির্দেশ দেন।পর্যালোচনা বৈঠকে জেলায় বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিয়েও আলোচনা হয়। একইসঙ্গে ব্লক স্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটিগুলিকে সক্রিয় করা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮-এর ব্যাপক প্রচারের নির্দেশ দেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

প্রয়াত পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শতায়ু সারিন্দা শিল্পী মঙ্গলাকান্ত রায়, ময়নাগুড়িতে শোকের ছায়া

জলপাইগুড়ি, ৩০ মে ঃ প্রয়াত হলেন দেশের বিশিষ্ট সারিন্দা বাদক তথা পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবীণ শিল্পী মঙ্গলাকান্ত রায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৪ বছর। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির ধাউলাগুড়ি এলাকার নিজস্ব বাসভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে সাংস্কৃতিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে ময়নাগুড়িতে।পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরেই ক্যান্সারের মতো মারণ রোগে ভুগছিলেন এই শতায়ু শিল্পী। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মাঝে কিছুদিন তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেও ভর্তি রাখা হয়েছিল। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে ১০৪ বছর বয়সে নিজের বাড়িতেই শেষ জীবনাবসান হয় এই গুণী শিল্পীর।লুপ্তপ্রায় লোকবাদ্যযন্ত্র 'সারিন্দা' বাদনে তাঁর অসামান্য দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান' পদ্মশ্রী'পুরস্কারে ভূষিত করেছিল। অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই প্রবীণ শিল্পী আমৃত্যু উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে কাজ করে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে লোকশিল্পের জগতের একটি সোনালী অধ্যায়ের অবসান হলো।

উপরাষ্ট্রপতি রবিবার কেরলম সফরে, রয়েছে কয়েকটি কর্মসূচি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ মে ঃ উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন রবিবার এক দিনের সফরে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলমে যাবেন। উপরাষ্ট্রপতি কোট্টায়ামে মালয়ালম দৈনিক ' দীপিকা'-র১৪০-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের উদ্বোধন করবেন। তিনি কান্নুরে রাজ্যসভার সাংসদ সি সদানন্দন মাস্টারের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন। উপরাষ্ট্রপতির এই সফর উপলক্ষে রাজ্যে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৯ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত তিনটি রাজ্য সফর করছেন উপরাষ্ট্রপতি। এর আগে তিনি কর্ণাটক সফর করেছেন, আর শনিবার গোয়ার পানাজিতে সে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন উপরাষ্ট্রপতি।

সরকারি প্রকল্পের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ

রূপম রায়,চুঁচুড়া(হুগলি)ঃ রাত পোহানোর আগেই লাইন পড়ে গিয়েছিল চুঁচুড়া মুখ্য ডাকঘরের সামনে। কারও হাতে আধার কার্ড, কারও হাতে মোবাইল ফোন, সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্র। উদ্দেশ্য একটাই-আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করানো। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এমন আশঙ্কায় মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই ভি। জমে ডাকঘরের সামনে।ভোর ৩টের সময় লাইনে দাঁড়িয়েছেন রবীন্দ্রনগরের কমল সাহা। স্ত্রীর বার্ধক্য ভাতার জন্য আধার-মোবাইল লিঙ্ক করাতেই তাঁর এই অপেক্ষা। একই ছবি দেখা যায় ডাকঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বহু মানুষের মুখে।স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জনা ঘোষ জানান, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের সুবিধা পেতেই তিনি সকাল ৫টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেলেও এবার আধারের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক না থাকলে সমস্যা হতে পারে বলে শুনেছেন। তাই অনিশ্চয়তার মধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা।ময়ষাবাটীর অলকা মুর্মুর কথায়, এতদিন তিনি জানতেনই না আধারের সঙ্গে মোবাইল নম্বর যুক্ত করা বাধ্যতামূলক। পাড়ায় খবর ছ।ানোর পরেই তড়িঘড়ি মঙ্গলবার সকাল ৭টায় এসে লাইনে দাঁড়ান। তবে এত ভিড়ের মধ্যে কাজ আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তিনি।কৃষ্ণপুরের শুভা পালের অভিজ্ঞতা আরও দুর্ভোগের। একদিন এসে কাজ না হওয়ায় ফের লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর আশঙ্কা, আধার-মোবাইল লিঙ্ক না থাকলে বিধবা ভাতার টাকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।সবচেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাললাঙার সোমা সাহা। তাঁর অভিযোগ, এটা সাধারণ মানুষকে হ্যারাসমেন্ট করা ছাড়া কিছু নয়। কেউ রাত ১০টা থেকে, কেউ ভোর ৩টে থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও নিশ্চয়তা নেই কাজ হবে কি না। আবার অনেকে পয়সা দিয়ে লাইনের আগে ঢুকে পড়ছে।এদিন সকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকঘরের সামনে ভি। আরও বাড়তে থাকে। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিদিনই একই ছবি দেখা যাচ্ছে। সরকারি পরিষেবা পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা, অনিশ্চয়তা এবং বিশৃঙ্খলায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

ওএসএম বিতর্কে ধর্মেন্দ্র প্রধানের আশ্বাস, কোনও পড়ুয়ার সঙ্গে অন্যায় হতে দেওয়া হবে না

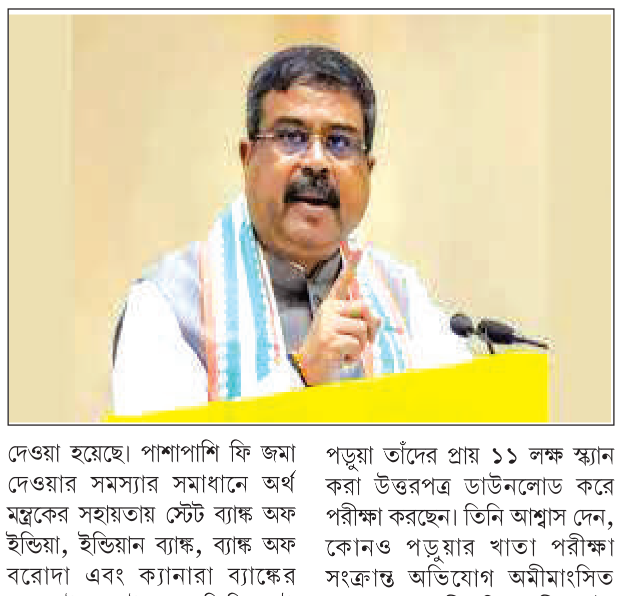

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩০ মে ঃ সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) ব্যবস্থা ঘিরে বিতর্কের মাঝেই গত বৃহস্পতিবার এই পদ্ধতির পক্ষে সরব হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, বিশ্বের বহু দেশেই এই ডিজিটাল মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে এবং কোনও পড়ুয়ার সঙ্গে অন্যায় হতে দেওয়া হবে না বলে আশ্বাস দেন তিনি।সিবিএসই সদর দফতরে শীর্ষ আধিকারিক ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, সিবিএসই প্রথমবার এই ব্যবস্থা চালু করেছে। কিছু অসঙ্গতি নজরে এসেছে। এর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সমস্যার সমাধান করা হবে এবং আমরা সকলে সেই কাজেই ব্যস্ত।তিনি জানান, প্রযুক্তিগত ও পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছে। পুরো সফটওয়্যার, কোডিং ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আইআইটি কানপুর ও আইআইটি মাদ্রাজের বিশেষজ্ঞ দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ফি জমা দেওয়ার সমস্যার সমাধানে অর্থ মন্ত্রকের সহায়তায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং ক্যানারা ব্যাঙ্কের পেমেন্ট গেটওয়ে সিবিএসই পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।কেঃদ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান, চলতি পরীক্ষায় প্রায় ১৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মোট ৯৮ লক্ষ উত্তরপত্র ছিল। প্রতিটি খাতায় গড়ে ৪০টি পৃষ্ঠা ধরে প্রায় ৪০ কোটি পৃষ্ঠা স্ক্যান করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৪ লক্ষ পড়ুয়া তাঁদের প্রায় ১১ লক্ষ স্ক্যান করা উত্তরপত্র ডাউনলোড করে পরীক্ষা করছেন। তিনি আশ্বাস দেন, কোনও পড়ুয়ার খাতা পরীক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগ অমীমাংসিত থাকবে না।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ওএসএম-এর উদ্দেশ্য হল স্বচ্ছতার সঙ্গে পড়ুয়াদের উত্তরপত্র দেখানো, যাতে তাঁরা নিজেদের নম্বর যাচাই করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে আপত্তি জানাতে পারেন।ডিজিটাল মূল্যায়নের চুক্তি প্রদান নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর অভিযোগ ও বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবির জবাবে শিক্ষামন্ত্রী তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী একের পর এক নির্বাচনে হেরে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি আগে রাফাল, ইভিএম ও ডিজিটাল ইন্ডিয়ারও বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পাশে নেই।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, সিবিএসই ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রয়নীতির আওতায় সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই এই চুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবুও যদি কোনও গড়মিল ধরা পড়ে, তবে সিবিএসই-র ভিতরে হোক বা বাইরে, কাউকেই রেয়াত করা হবে না।শেষে তিনি বলেন, এটা রাজনীতি করার সময় নয়। আমাদের ১৭ লক্ষ পড়ুয়ার স্বার্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিতর্কে পড়ুয়াদের মানসিক চাপ বেড়েছে। তাই আমাদের কথাবার্তা বা আচরণে সেই চাপ আরও বাড়ানো উচিত নয়। আমি পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করছি, পুরো ডিজিটাল পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে গুছিয়ে নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু, উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩০ মে ঃ জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে পশ্চিমবঙ্গে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি। বিনামূল্যে সারভাইক্যাল ক্যান্সারের টিকাকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিধাননগর হাসপাতাল থেকে রাজ্যব্যাপী বিনামূল্যে সারভাইক্যাল ক্যান্সারের টিকাকরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রের সহায়তায় শনিবার থেকেই গোটা রাজ্যের জেলায় জেলায় শুরু হলো এই টিকাকরণ কর্মসূচি।বিধাননগর হাসপাতালে সেই টিকাকরণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছিলেন বিজেপির রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। এই কর্মসূচির উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ মিলিয়ে রাজ্যে ২৩৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সারভাইক্যাল ক্যান্সারের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হবে। রাজ্যের ১৪-১৫ বছরের কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হবে। এর জন্য ৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৫০ ডোজ পাঠিয়েছে কেন্দ্র।'

মুম্বইয়ে বাড়ল সিএনজি ও পিএনজি-র দাম

মুম্বই (সংবাদ সংস্থা), ৩০ মে ঃ মুম্বইয়ে আরও বাড়ল গ্যাসের দাম। শনিবার রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস বিতরণ সংস্থা মহানগর গ্যাস লিমিটেড (এমজিএল) বাড়ির কাজে ব্যবহারের পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি)-এর দাম ইউনিট প্রতি ৫০ পয়সা এবং কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি)-এর দাম প্রতি কেজিতে ২ টাকা বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করে।এর ফলে মুম্বই, থানে, নবি মুম্বই-সহ মুম্বই মেট্রোপলিটন রিজিয়ন (এমএমআর)-এর বিভিন্ন এলাকায় পিএনজি-এর দাম এখন বেড়ে দাঁড়াল ইউনিট প্রতি ৫২ টাকা। অন্যদিকে, সিএনজি-এর নতুন মূল্য হলো প্রতি কেজি ৮৬ টাকা।

অন্নপূর্ণা প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই তৃণমূলেরঃরাহুল সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩০ মে ঃ অন্নপূর্ণা প্রকল্পের ১২-পাতার ফর্ম প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেসের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। এরই প্রেক্ষিতে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা বলেছেন, অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই তৃণমূলের। শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল সিনহা বলেন, অন্নপূর্ণা প্রকল্প নিয়ে মন্তব্য করার কোনও অধিকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেই। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের নামে অনুপ্রবেশকারীদের, তৃণমূলের বিত্তশালী নেতাদের পরিবারকে এবং অনেক জায়গায় এমনকি পুরুষদেরও সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আমরা এই সমস্ত বিষয় তদন্ত করছি।অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, দেখুন, সরকার ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে, যারা বাংলাদেশি নাগরিক এবং এখানে অবৈধভাবে অবস্থান করছেন, তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই কারণেই এখন অনেকে চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে না গিয়ে ভারতের আরও গভীরে চলে যাচ্ছেন। আমরা এই ধরনের ব্যক্তিদের এক এক করে শনাক্ত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাব।

রাহুল গান্ধী ও মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠক সিদ্ধারামাইয়ার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা),৩০ মে ঃ কর্ণাটকের কার্যনিবাহী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া গত শুক্রবার দিল্লিতে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন।সিদ্ধারামাইয়া সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ জানান, এদিন তিনি রাহুল গান্ধী ও মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের বিদ্যুৎমন্ত্রী কে জে জর্জ, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে এবং ডঃ যতীন্দ্র সিদ্ধারামাইয়া।অন্যদিকে, খাড়গে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিদ্ধারামাইয়ার রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন, সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে দু'বার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধারামাইয়া সর্বদা সাম্য, সম্প্রীতি এবং বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করে গিয়েছেন। কংগ্রেস এবং কর্ণাটক তাঁর অবদানের জন্য কৃতজ্ঞ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন সিদ্ধারামাইয়া। শুক্রবার রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কার্যনিবাহী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে।

হুগলি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নবনিযুক্ত বিধায়ক সুবীর নাগ-কে সম্বর্ধনা জানানো হল। কবিগুরু রবীঃদ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর মানবতাবাদী আদর্শ ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে স্মরণ করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উদ্যোগে নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্র-নজরুলের ভাবধারা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে এ ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।সম্বর্ধনা গ্রহণ করে বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, হুগলি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় আমি আপ্লুত। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের আদর্শ আমাদের সমাজকে পথ দেখায়। নতুন প্রজন্ম এই ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেই আমি আশাবাদী। **ছবি-রূপম রায়(হুগলি)।**

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জীবনে উদ্দীপনা আর ইতিবাচকতা নি আসবে। আপনি লক্ষ্য পূরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত বোধ করবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে সহজেই চ্যালেঞ্জ পার করতে সাহায্য করবে।

বৃষঃ আজ আপনাকে ধৈর্য আর স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে আপনার কাজে। কিছু আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হলে ভালভাবে ভাবুন, তাড়াহুড়ো করবেন না। শুভদিন।

মিথুনঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে। বিবাহের যোগ।

কর্কট রাশি ঃআপনি খুব আবেগপ্রবণ হবেন- সুতরাং আপনি আঘাত পেতে পারেন এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো। অর্থ ব্যয়।

সিংহঃআজ আপনার পেশাগত জীবনে নতুন সুযোগ আসবে। আপনার আত্মবিশ্বাস আর leadership skills আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনার আইডিয়া আর পার্সোনালিটি দেখে আশপাশের মানুষ প্রভাবিত হবে।

কন্যাঃ আজ আপনাকে নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে যত্ন নিতে হবে এবং বেশি ভাবনা এড়াতে হবে। আপনি মানসিকভাবে চাপ অনুভব করতে পারেন, তাই শান্ত আর রিল্যাক্স থাকা জরুরি। কাজের জায়গায়, আপনার ডেডিকেশন ভাল ফলাফল আনবে। সহকর্মীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

তুলাঃআজ চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন এবং স্পষ্টতা থাকবে। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আপনাকে ব্যক্তিগত এবং প্রফেশনাল জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

বৃশ্চিকঃ কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। অর্থ সাশ্রয়ের আপনার প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হতে পারে। যদিও আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, কারণ পরিস্থিতি শীঘ্রই উন্নতি হবে। শিশুর অসুস্থতা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। শুভদিন।

ধনুঃ আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে।

মকরঃ আজকের দিনটা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য আর পরিকল্পনার দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য ভাল সময়। আপনার ' অ্যাপ্রোচ' আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। কাজে, আপনি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন যা আপনার উন্নতি বাড়াবে। অর্থ ব্যয়

কুম্ভঃ আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। বিহারের যোগ

মীনঃকোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিবেচক হোন এবং যদি পারেন তাহলে এটি এড়িয়ে যান, যেহেতু সংঘর্ষ এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা কখনোই আপনাকে সাহায্য করবে না। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। শুভদিন হবে

আবহাওয়া

অসহ্য ও অস্বস্তিকর গরম থেকে অনেকটাই রেহাই পেয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। খানিকটা নেমেছে তাপমাত্রা। তবে, শুক্রবার রাতের বৃষ্টির পর শনিবার সকাল ফের চড়া রোদ উঠেছে। গরমও অনুভূত হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.০ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, অক্ষরেখা আর ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। সে কারণে আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর উপযুক্ত পরিস্থিতি রয়েছে। তবে রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি অনেকটাই কমে যাবে। তার পরে দু'-একটি জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে অস্বস্তিকর গরম এখন অনেকটাই কম থাকবে। সোমবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে ফের বাড়তে পারে অস্বস্তিকর গরম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৭শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪১মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪১মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৯মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারে।

গোপীবল্লভপুরে গুলি, ৯ ঘণ্টার মধ্যেই তিন অভিযুক্ত গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০মে ঃ স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কাছে এক ব্যক্তিকে গুলি করে জখম করার ঘটনায় মাত্র নয় ঘণ্টার মধ্যেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, রাজনৈতিক কারণ নয়, পাঁচ বছর আগে একটি চড়ক মেলায় ঘটে যাওয়া বিবাদের জেরেই এই হামলা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে গোপীবল্লভপুরের মদনশোল গ্রামের বাসিন্দা আকুল সেনাপতি (৪৭) হাসপাতালে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেলে চেপে আসা দুই দুষ্কৃতীর গুলির শিকার হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আকুলের বোনের অভিযোগের ভিত্তিতে গোপীবল্লভপুর থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিন অভিযুক্তকে গে ্রফতার করা হয়। ধৃতরা হল ঝাড়খ ণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার বড়শোল থানার পাঁচান্দো গ্রামের বাসিন্দা শীতল রানা, গোপীবল্লভপুর থানার জানাঘাটি এলাকার চাপাসর গ্রামের বাসিন্দা গুরুপ্রসাদ দলই এবং জানাঘাটি এলাকার মদনশোল গ্রামের বাসিন্দা ত্রিনাথ দলই ওরফে রাজু। তিনজনেরই বয়স ২১ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশি আগে ্নয়াস্ত্র (কাট্টা) এবং তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে এলাকার একটি চড়ক মেলায় দুই পরিবারের মধ্যে এক মহিলাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বাধে। সেই ঘটনায় আকুল সেনাপতির সঙ্গে শীতল রানার পরিবারের সংঘাত হয়েছিল। বিষয়টি থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, সেই পুরনো শত্রুতার জেরেই শুক্রবার আকুলকে পিছন থেকে গুলি করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ধৃত তিন জনের মধ্যে শীতল রানাই গোটা ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হতে পারেন। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে এবং হামলার নেপথ্যের পূর্ণ চিত্র জানতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। তদন্তকারী এক আধিকারিকের দাবি, প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। পুলিশ সূত্রের আরও দাবি, আক্রান্ত ব্যক্তি তৃণমূলের ব্লক কমিটির সদস্য হওয়ায় ঘটনাটিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হতে পারে বলে তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে। তবে দ্রুত তদন্ত চালিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে পুলিশ।

ত্রাণ সামগ্রী মজুদ রাখার অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃনমূল প্রধান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩০মে ঃ জয়নগর সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বেআইনি ভাবে মজুদ রাখার অভিযোগে গ্রেফতার ৫ জন তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা জয়নগরে। ১৫ বছরের তৃনমূল কংগ্রেসের শাসন কাল কাটিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হয়েছে রাজ্যে। আর শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বসার পর থেকে নানান জালিয়াতিতে একের পর এক তৃনমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা, বিধায়ক, প্রধান, চেয়ারম্যানরা গ্রেফতার হচ্ছে। জয়নগর থানার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্য তথা অঞ্চল যুব তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত মন্ডলের গ্রেফতারের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে শুক্রবার গ্রেফতার হয় জয়নগর থানার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার নারায়নীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান সদস্য অশোক সাহা, বর্তমান সদস্য রথীন সাহা, বর্তমান সদস্য চন্দ্রিমা ঘোষ, বর্তমান সদস্য শ্রীমা ঘোষ ও যুব তৃনমূলের নেতা ভাস্কর ঘোষ। সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বিলি না করে গোডাউনে মজুত করে রাখার অভিযোগে ৫ জন তৃণমূল সদস্যকে শুক্রবার গ্রেফতার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশ এদিন নারায়নী তলা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর মজুদ করা সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করে। এদিন জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকার সহ জয়নগর থানার পুলিশের বিশাল টিম ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান চলে বৃষ্টি মাথায় করে। ৫ জন তৃনমূল সদস্যকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এব্যাপারে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিজেপির ৪ নং মন্ডল সভাপতি অতনু ঘোষ এদিন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সরকারের দেওয়া গরীব অসহায় মানুষদের ত্রাণ, কৃষকদের চাষের সরঞ্জাম না দিয়ে একাধিক গোডাউনে মজুত রেখেছিল অশোক সাহা সহ বাকি তৃনমূল নেতা নেত্রীরা।

গুরুত্বপূর্ণ নথি সুরক্ষায় কড়া পদক্ষেপ, কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে জোরদার নিরাপত্তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০মেঃ কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ফাইল সংরক্ষণে আরও কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর প্রশাসন। সম্প্রতি পুরসভার বিভিন্ন দফতরের নথি ও ফাইলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিরোধী কাউন্সিলরদের একাংশ অভিযোগ করেছিলেন, পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলছে এবং বেশ কিছু ফাইল বস্তাবন্দি অবস্থায় ভবনের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে রয়েছে। সেই অভিযোগকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীয় ভবনের নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ভবনের প্রতিটি প্রবেশ ও প্রস্থানপথে কড়া নজরদারি চালানো হবে। ভবনের ছোট-বড় সমস্ত গেটেই নিরাপত্তারক্ষীদের সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং সন্দেহজনক কোনও নথি বা সামগ্রী বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। কোনও আধিকারিক বা কর্মচারী যথাযথ অনুমতি ছাড়া কোনও ফাইল, নথি বা সরকারি কাগজপত্র ভবনের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না। গুরুত্বপূর্ণ নথির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পুর প্রশাসনের অভ্যন্তরে এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার কয়েকটি বিভাগে ফাইল সংরক্ষণ এবং নথিপত্রের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিজেপি কাউন্সিলরদের অভিযোগ ছিল, পুরসভার বিভিন্ন অংশে বস্তাবন্দি অবস্থায় একাধিক ফাইল পড়ে রয়েছে এবং সেই ফাইলগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নথিও থাকতে পারে। এই অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক কয়েক দিন আগে প্রকাশ্যে দাবি করেন যে, পুরভবনের বিভিন্ন অংশে বহু ফাইল বস্তার মধ্যে ভরে রাখা হয়েছে। তিনি পুরসচিব কিশোরকুমার বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে ভবনের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। সেই সময় কয়েকটি স্থানে বস্তাবন্দি নথি দেখতে পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ওই নথিগুলি কোন বিভাগের, কেন সেগুলি বস্তাবন্দি করে রাখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সেগুলি কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এছাড়াও বিজেপি বিধায়ক তথা ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজল ঘোষ এবং কাউন্সিলর মিনাদেবী পুরোহিতও একই ধরনের অভিযোগ সামনে আনেন। তাঁদের দাবি ছিল, দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক কাজকর্ম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলছে। তাঁদের অভিযোগ, অতীতের বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। যদিও এই অভিযোগের সমর্থনে কোনও সরকারি নথি বা প্রমাণ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর পুরসচিব বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে পুর-কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। সেই পর্যালোচনার পরেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুরসভার একটি সূত্রের দাবি। নতুন নির্দেশ কার্যকর হলে কেন্দ্রীয় ভবনের ভিতরে নথি সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আরও কঠোর নিয়ম চালু হবে। কোনও ফাইল ভবনের বাইরে নিয়ে যেতে হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন এবং উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। পুর প্রশাসনের একাংশের মতে, সরকারি নথির নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে নথি হারিয়ে যাওয়া, স্থানান্তর বা অপব্যবহারের মতো অভিযোগ এড়াতেও এই ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে। রাজনৈতিক বিতর্কের আবহে কলকাতা পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

দালাল চক্র ও অযথা রোগী রেফার রুখতে কড়া পদক্ষেপ, স্বাস্থ্য ভবনে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০মে ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে দালাল চক্র এবং অপ্রয়োজনীয় রোগী রেফার প্রথার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যেই স্বাস্থ্য ভবনে একটি অত্যাধুনিক ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম চালুর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের দাবি, এই কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের উপর সরাসরি নজরদারি চালানো হবে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, হাসপাতালগুলিতে কোনও দালাল চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকছেন কি না, রোগীরা যথাযথ পরিষেবা পাচ্ছেন কি না, হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রয়েছে কি না কিংবা সেখানে অবাধে কুকুর-বেড়ালের আনাগোনা হচ্ছে কি না;সবকিছুই এই কন্ট্রোল রুম থেকে পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই কাজে প্রশিক্ষিত ও পেশাদার কর্মী নিয়োগ করা হবে বলেও তিনি জানান। রোগী রেফারের সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কোনও হাসপাতাল থেকে যাতে অকারণে রোগীকে অন্যত্র পাঠাতে না হয়, সেই লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল অতীতে সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে জমি পেয়েছে। ফলে সরকারি হাসপাতালগুলিতে চাপ বৃদ্ধি পেলে সেই সব বেসরকারি হাসপাতালকে পরিষেবা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালে প্রায় ১৫ শতাংশ শয্যা সরকারি হাসপাতাল থেকে পাঠানো আর্থিকভাবে দুর্বল রোগীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তাদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলি বাধ্য থাকবে। দালাল চক্র বা রোগী রেফার সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে সাধারণ মানুষকে সরাসরি প্রশাসনের কাছে তা জানানোর আহ্বানও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, সম্প্রতি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এক মুমূর্ষু রোগীকে রেফার করার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এমএসভিপিকে ইতিমধ্যেই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, চলতি বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গে ন্যাশনাল হেলথ মিশন কার্যকর হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের জন্য ২১০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, যার মধ্যে ৫২৭ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই রাজ্যের হাতে পৌঁছেছে। পাশাপাশি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের জন্য ৯৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ পরিবারের ৬ কোটিরও বেশি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন এবং দেশের যে কোনও প্রান্তে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা পাবেন। পরিযায়ী শ্রমিকরাও এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবেন। এছাড়াও রাজ্যে ৪৬৭টি প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে রাজ্যের কোনও জেলা উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত না থাকে।

তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়ের বাসভবন সংলগ্ন গোডাউন থেকে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার ঘিরে বিজেপির বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩০মে ঃ শনিবার সকালে মধ্য হাওড়ায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়ের বাসভবন সংলগ্ন একটি গোডাউন থেকে প্রচুর পরিমাণ সরকারি ত্রাণের সামগ্রী উদ্ধার ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির অভিযোগ, মালবোঝাই ওই ম্যাটাডোর পাচারের উদ্দেশ্যে বের করার চেষ্টা হচ্ছিল। যদিও অরূপ রায় ওই অভিযোগ নস্যাৎ করে ওই অভিযোগকে বিজেপির 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে মন্তব্য করেছেন। বিজেপির অভিযোগ, শনিবার সকালে অরূপ রায়ের বাড়ির পাশের গোডাউন থেকে ম্যাটাডোরে করে বস্তা বোঝাই সামগ্রী সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। বিজেপি কর্মীরা ওই গাড়িটি আটকে দেন। এরপর তল্লাশি করে ওই গাড়ি ও গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, শীতকালীন কম্বল, স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ সাইকেল এবং বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম (উইকেট, হকিস্টিক) উদ্ধার হয়। এগুলো কেন গোডাউনে মজুত রাখা ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপি কর্মীরা এদিন অরূপ রায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। স্লোগান দিতে থাকেন। শিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এই নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে মধ্য হাওড়ার বিজেপির কনভেনার শিবশঙ্কর সাধুখাঁ বলেন, 'এখান দিয়ে আমাদের দলের এক কর্মী যখন যাচ্ছিলেন তখন দেখতে পান বস্তা বস্তা ত্রিপল, কম্বল, স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এর খেলার সরঞ্জাম উইকেট, হকিস্টিক, সাইকেল প্রভৃতি সব কিছুই এখানে মজুত আছে। এখানে থাকা কয়েক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র পাচার হচ্ছিল। এর পিছনে জড়িত মধ্য হাওড়ার বিধায়ক এবং হাওড়া পুরনিগমের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর। এব্যাপারে আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। দরকার হলে বিধায়কের বাড়ি সার্চ করাব।' অন্যদিকে, এদিন এই বিষয়ে সমাজমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় বিধায়ক অরূপ রায় পাল্টা বলেন, 'সরকারের তরফ থেকে সমস্ত বিধায়কের কাছে পুজো এবং ঈদের আগে মানুষকে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সামগ্রী আসে। এবারও ঈদের আগে আমার কাছে জামাকাপড়, কম্বল এবং ত্রিপল এসেছিল। কম্বল বাদে যেগুলো দেওয়ার সেগুলো বিতরণ করা হয়ে গেছে। যেগুলো অবশিষ্ট ছিল আমি সেগুলো ডিএম'কে ফোন করে জানাই। উনি বলেছিলেন পাঠিয়ে দিতে। আজকে সেই সামগ্রী পাঠানোর জন্য গাড়িতে মাল লোড করা হচ্ছিল। সেই সময় বিজেপির কর্মীরা এসে সেই গাড়ি আটকে দেয় এবং বলে জেলাশাসকের লোক না এলে আমরা গাড়ি ছাড়বো না। এই নিয়ে তারা নানা ধরনের কটুক্তি, মিথ্যাচার এবং নানা স্লোগান দেয়। এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এটা সত্য নয়। আমি ১৫ বছর রাজ্যের মন্ত্রী ছিলাম। কোনও অসৎ উপায় অবলম্বন করে কোনও কাজ করিনি। যারাই আমার কাছে এসেছেন তাদের জন্যই আমি কাজ করেছি। দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্যই কাজ করেছি।' প্রসঙ্গতঃ শুক্রবার ডোমজুড়েও প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির কাছের একটি গোডাউন থেকে ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

মাছ চুরি ও কাটমানি অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই তৃণমূল কাউন্সিলর, চাঞ্চল্য রাজ্যজুড়ে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৩০মে ঃ রাজ্যের দুই পৃথক প্রান্তে দুই তৃণমূল কাউন্সিলরের গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে ভেড়ি থেকে মাছ চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বরুণ সরকার, অন্যদিকে আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন বসিরহাট পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোপাল দাস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে বোরাল এলাকার একটি ভেড়ি থেকে মাছ তোলার সময় বরুণ সরকারকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। অভিযোগ, কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে তিনি ভেড়ি থেকে মাছ তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় মানুষজন তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং পুলিশে খবর দেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ কাউন্সিলরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করে। তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন বরুণ সরকার। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট ভেড়িটি তিনি সমবায় সমিতির কাছ থেকে লিজ নিয়ে মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করছিলেন। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর তাঁর মাছ চাষের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা থেকেই তিনি মাছ তুলে নিচ্ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, বসিরহাটে আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কাউন্সিলর গোপাল দাসকে। অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি উপভোক্তাদের কাছ থেকে কাটমানি আদায় করতেন। স্থানীয়দের আরও দাবি, টাকা না দিলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে জমা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাতে পুলিশ গোপাল দাসকে গ্রেপ্তার করে। দুই ঘটনাতেই তদন্ত শুরু হয়েছে এবং পুলিশ অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখছে। পরপর দুই তৃণমূল কাউন্সিলরের গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা।

বনগাঁ স্টেশনে আটক ৪ বাংলাদেশি, হোল্ডিং সেন্টারে পাঠাল জিআরপি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, ৩০মে ঃ বনগাঁ স্টেশন চত্বরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরার সময় চার বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল বনগাঁ জিআরপি। শনিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি নির্দেশিকা মেনে ধৃতদের গাইঘাটা থানার অধীন নির্ধারিত হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, আটক হওয়া চারজনের বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও যশোর জেলায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তাঁরা বৈধ নথিপত্র ছাড়াই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বনগাঁ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছিলেন এবং স্থানীয়ভাবে কাজকর্মও করতেন। সম্প্রতি তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই শনিবার সকালে বনগাঁ স্টেশন এলাকায় এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। স্টেশন চত্বরে তাঁদের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় জিআরপি কর্মীদের। এরপর তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ধৃতরা নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করেন। সেই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাঁদের আটক করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গাইঘাটার হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত ও নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। সেখানে আটক ব্যক্তিদের অস্থায়ীভাবে রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁদের নিজ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া মার্কেটিং সোসাইটির ভবনটিকে এই অঞ্চলের হোল্ডিং সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শনিবার আটক চার বাংলাদেশি নাগরিককেও সেখানেই রাখা হয়েছে। ঘটনার পর সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

আগামী বুধবার থেকেই শুরু অন্নপূর্ণা যোজনার প্রথম কিস্তি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০মে ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা আগামী বুধবার থেকেই উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হবে। বিধাননগরে এক সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একথা জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই প্রকল্পের জন্য নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক যোগ্য উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা করে সরাসরি পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেউ বিচলিত হবেন না, বিভ্রান্ত হবেন না, গুজবে কান দেবেন না। যাঁরা নিজেরা ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না, তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে সরকারের পক্ষ থেকে কর্মীরা পৌঁছে যাবেন। তাঁরা ফর্ম পূরণে সাহায্য করবেন এবং আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থাও করবেন। প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করেই আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দেন তিনি।

পরিচ্ছন্ন ও নাগরিক-বান্ধব করে তুলতে 'স্বচ্ছ' মোবাইল অ্যাপ চালু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০মে ঃ রাজ্য সরকার শহর ও পুর এলাকাগুলিকে আরও পরিচ্ছন্ন এবং নাগরিক-বান্ধব করে তুলতে 'স্বচ্ছ' মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে। নগরোন্নয়ন, পুরবিষয়ক এবং বিদ্যুৎ দফতরের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই অ্যাপ এর আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ধাপে ধাপে রাজ্যের ১২০টিরও বেশি আরবান লোকাল বডি বা পুর সংস্থায় এই পরিষেবা চালু করা হবে। তবে প্রথম পর্যায়ে ১০টি পুরসভা ও পুরনিগমে প্রকল্পটি কার্যকর হচ্ছে।অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর বলেন, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছ ভারত মিশনের লক্ষ্য পূরণে প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। প্রথম পর্যায়ের তালিকায় রয়েছে আসানসোল ও দুর্গাপুর পুরনিগম। এছাড়া বসিরহাট, পূজালী, তুফানগঞ্জ, কাঁথি, কৃষ্ণনগর, নলহাটি, বৈদ্যবাটি এবং মধ্যমগ্রাম পুরসভাও এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

ব্যবসায়ীকে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়ে ১৪ লক্ষ টাকা লুঠের চেষ্টা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, রামপুরহাট, ৩০মে ঃ পিস্তল দেখিয়ে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে ১৪ লক্ষ টাকা হাতানোর চেষ্টা করল দুষ্কৃতীরা। তবে ব্যাংক কর্মীদের তৎপরতায় বড়সড় বিপদ এড়ানো গেল। ঘটনায় এক দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ব্যবসায়ী কল্যাণ অধিকারীকে অস্ত্র দেখিয়ে অপহরণ করে একদল দুষ্কৃতী। এসময় তারা ব্যবসায়ীর গলায় থাকা সোনার হার ও হাতের আংটি ছিনিয়ে নেয়। এরপর তারই দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একটি চার চাকার গাড়িতে করে সকলকে রামপুরহাটে নিয়ে আসা হয়। রামপুরহাটে পৌঁছে দুষ্কৃতীরা কল্যাণ অধিকারীকে একটি ব্যাংক থেকে ১৪ লক্ষ টাকা তুলে আনতে বলে। তার দুই বন্ধুকে গাড়িতেই আটকে রাখা হয়। ব্যাংকের ভিতরে ঢুকে কল্যাণবাবু পুরো ঘটনা ব্যাংক কর্মীদের খুলে বলেন। কর্মীরা তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই দুষ্কৃতীরা পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। সেই সময় এক দুষ্কৃতী গাড়ি থেকে নেমে থাকায় পালাতে পারেনি। স্থানীয় এক সিভিক ভলান্টিয়ার ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন এবং পুলিশের হাতে তুলে দেন। তবে দুষ্কৃতীরা পালানোর সময় ব্যবসায়ীর দুই বন্ধুকে গাড়িতেই অপহরণ করে নিয়ে যায়। পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে এবং গাড়ির সূত্র ধরে বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

ডাকাত সন্দেহে গ্রেফতার এক জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩০মে ঃ ধারাবাহিকভাবে পুলিশের বিশেষ তৎপরতা বজায় রয়েছে। আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ।জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের টিমের তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার হাটপাড়া সন্নিহিত এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে ডাকাত সন্দেহে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃত ব্যক্তি হল - মঞ্জুল গাজি (৪৭), বাড়ি জয়নগর থানার শ্রীপুর পঞ্চায়েতের হাটপাড়া এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ডাকাতির কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

রাস্তার বেহাল দশা, দুর্ঘটনার আশঙ্কায় চারাগাছ লাগিয়ে গাছ প্রতিবাদ

দুরন্তবার্তা, এজাজ আহম্মেদ, সালার, মুর্শিদাবাদ, ৩০মে ঃ মুর্শিদাবাদের সালার খাঁড়েরা থেকে আলিপুর পর্যন্ত প্রায় ৬ থেকে ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল অবস্থাকে ঘিরে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে রাস্তার বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বর্ষার জলে সেই গর্তগুলি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, জলমগ্ন রাস্তা, ফলে প্রতিদিন দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ থেকে ১২ বছর আগে নির্মিত এই রাস্তার অবস্থা গত দুই বছর ধরে ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। বর্তমানে রাস্তার একাধিক অংশ কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। স্থানীয়রা জানান, রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রায়শই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। কখনও টোটো বিকল হয়ে যাচ্ছে বা উল্টে যাচ্ছে, আবার কখনও মোটরবাইক দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। বর্ষার কারণে রাস্তার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের জন্য তিনি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। রাস্তার বড় বড় গর্তে চারাগাছ লাগিয়ে তারা পথচারী ও যানবাহন চালকদের সতর্ক করছে। এই ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ ও সচেতনতামূলক উদ্যোগ দেখা গেছে।

'হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস' সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিতে শুরু হলো 'এইচপিভি' টিকাকরণ' কর্মসূচি,

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ৩০মে ঃ 'হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস' (HPV) সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিতে শনিবার থেকে রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো (HPV) টিকাকরণ' কর্মসূচি, মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান হলো হাওড়া জেলা হাসপাতালেও। জরায়ুমুখের ক্যানসার প্রতিরোধে শনিবার থেকে রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে (HPV) টিকাকরণ' কর্মসূচি। শনিবার সকালে এই উপলক্ষে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া, বিধায়ক সঞ্জয় সিং, রুদ্রনীল ঘোষ, উমেশ রাই সহ জেলা হাসপাতাল ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। মূলত কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে (HPV) টিকাকরণ' কর্মসূচি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ যা ভবিষ্যতে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে নির্দিষ্ট বয়সের কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হবে। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দিতে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। অল্প বয়সে টিকাকরণ করলে ভবিষ্যতে এই রোগের আশঙ্কা অনেকটাই কমানো সম্ভব। এদিন থেকে রাজ্যের ২৩৫টি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একযোগে এই টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আগামীদিনেও আরও কেন্দ্রে চলবে টিকাকরণের কাজ। এদিন হাওড়া জেলা হাসপাতালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, (HPV) টিকাকরণ কর্মসূচির আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার রোধ করার জন্যই আমাদের এই টিকাকরণের কাজ চলছে। সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে, ক্যান্সার রোধে ঠিক ১৪ বছর বয়সী মেয়েরা যাতে এই টিকা নেয়। সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই টিকাকরণের কাজ হবে। আমাদের সচেতনতাই পারবে একটা উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৈরি করতে। এই মারণব্যাধি রোধ করতে সরকার এবং মানুষকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে।' রুদ্রনীল বাবু আরও বলেন, 'হাওড়া জেলা হাসপাতাল যাতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিণত হতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিভাবে রোগী সাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায়, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী যারা রয়েছেন তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি এখানে হাসপাতালের পরিবেশ যাতে সঠিক হতে পারে এবং অপরাধমুক্ত হতে পারে সেই ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের যতগুলি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে মজবুত করার ক্ষেত্রে আলোচনা, কোন কোন পদ্ধতিতে সেই কাজগুলো উন্নত করা যায় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পলিক্লিনিকের মতো সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসা, তার পরিকল্পনা চালু হয়ে গেছে। হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন ডিসেম্বরের মধ্যে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। ৪,৭০০ কোটি টাকার উপর একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা শেষের দিকে এবং এই প্রকল্পের কাজ শুরুর পথে। দুর্ভোগ যাতে মানুষের কমে সেই কাজ দ্রুততার সঙ্গে শুরু হচ্ছে। আগের সরকারের দীর্ঘ ১৫ বছরের ভুল পরিকল্পনার ফলে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জমা জল, ভ্যাট, রাস্তাঘাট সব নিয়েই পরিকল্পনা করা হয়েছে। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করা যায় বর্তমান সরকার হাওড়ার নাগরিকদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারবে।'

'এবার রেল হবেই' - নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত অসমাপ্ত প্রকল্প ঘুরে দেখে আশ্বাস বিধায়কের

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ৩০মে ঃ বহু বছর ধরে থমকে থাকা আমঘাটা-নবদ্বীপ ঘাট রেল সম্প্রসারণ প্রকল্পকে ঘিরে নতুন করে আশার সঞ্চার হল নদিয়ার নবদ্বীপে। শনিবার দুপুরে নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী রেল দফতরের ঙ্গঁট্রগুঞ্চ ঠজ্জ-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে আমঘাটা হল্ট স্টেশন থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত অসমাপ্ত রেলপথের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটির সদস্যরাও। দীর্ঘদিন ধরে জমি জট, প্রশাসনিক জটিলতা এবং বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে থাকা এই প্রকল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যেই এদিনের পরিদর্শন বলে জানা গিয়েছে। প্রতিনিধি দল আমঘাটা থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত সম্ভাব্য রেলপথ ধরে হেঁটে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পথে যেসব বাড়ি, দোকান বা জমি রেল প্রকল্পের আওতায় আসতে পারে, সেসব জায়গার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। স্থানীয়দের মতামত ও সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী বলেন, ৗদীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্পকে জমি সমস্যার অজুহাতে আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এসে দেখলাম পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধিকাংশ মানুষই রেল প্রকল্পের পক্ষে এবং উন্নয়নের স্বার্থে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। তাই এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় কোনও বাধা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।দ তিনি আরও বলেন, অনবদ্বীপ ও মায়াপুর বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র। নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু হলে লক্ষ লক্ষ ভক্ত, পর্যটক ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হবে। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্থানীয় অর্থনীতিও লাভবান হবে। তাই এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।দ এদিনের পরিদর্শনে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী হয়ে উঠেছেন দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটির সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা এই রেলপথ চালুর দাবিতে আন্দোলন করছেন। বহুবার বিভিন্ন দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানানো হলেও কার্যত কোনও অগ্রগতি হয়নি। তবে এদিনের পরিদর্শন তাঁদের নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কমিটির সদস্যদের দাবি, বিধায়ক ও রেল কর্তারা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক পরিদর্শনেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁদের আস্থা অনেকটাই বেড়েছে। অন্যদিকে স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কানাই দাস বলেন, 'আগেও রেলের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে কাজ এগোয়নি। বর্তমানে এলাকার মানুষ এই প্রকল্পের পক্ষে রয়েছেন। বিধায়ক নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আজ তার বাস্তব রূপ দেখা যাচ্ছে। আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৭৯ সংখ্যা, রবিবার, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

এক সময় ভারতে তিন জন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হত। ট্রিবিউন-এর কালীনাথ রায়, লীডার-এর সি ওয়াই চিন্তামণি এবং মডার্ন রিভিউ-এর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, বিংশ শতকের শুরুতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টাতেই বাঙালির আত্মপরিচয় খোঁজার প্রয়াস শুরু হয়, কিন্তু বাংলার বাইরে; রামানন্দের সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায়। বাঁকুড়ার পাঠকপাড়া গ্রামে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তাঁর জন্ম। শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং হরসুন্দরী দেবীর তৃতীয় সন্তান রামানন্দ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতায় এলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। ১৮৮৫-তে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করে ইংরেজি নিয়ে ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। সেখান থেকেই ১৮৮৮-তে বি.এ-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে অর্জন করলেন মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির রিপন স্কলারশিপ। ঐ সময়েই রামানন্দের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন সিটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক তথা ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'Indian Messenger'-এর সহযোগী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এই পত্রিকাটির হাত ধরেই রামানন্দের সাংবাদিক সত্তার বিকাশ ঘটে। একই সঙ্গে ১৮৯০-তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেন। ১৮৯৩-তে রামানন্দ সিটি কলেজে প্রভাষক বা লেকচারারের পদে যোগ দিলেন। ঐ বছরই জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে যৌথভাবে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে জন্ম নিল শিশুদের জন্য একটি পত্রিকা - 'মুকুল'। কিন্তু দুবছরের মধ্যেই কলকাতা ছাড়লেন রামানন্দ। এলাহাবাদের একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে চলে গেলেন সেখানে। কিন্তু বাংলায় লেখালেখি ছিল অব্যাহত। ১৮৯৭-তে প্রধান সম্পাদক রূপে যোগ দিলেন বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 'প্রদীপ'-এ। তবে কিছুদিনের মধ্যেই মতান্তরের কারণে ঐ পত্রিকার সংস্পর্শ ত্যাগ করে এলাহাবাদ থেকেই স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করলেন 'প্রবাসী' পত্রিকা। সালটা ১৯০১। প্রবাসীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে ছয়বছর পর ১৯০৭-এ মডার্ন রিভিউ নামে ইংরেজিতে আরও একটি পত্রিকার উদ্বোধন করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও 'বিশাল ভারত' নামে একটি হিন্দি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বস্তুত, সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে যে বাংলা প্রবাসী-র চেয়ে ইংরেজি মডার্ন রিভিউ-ই বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল, তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি এমনকী বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র থেকেও বেরিয়ে গিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম চেষ্টাটি প্রবাসী-তেই ছিল। উদ্দেশ্য-স্পষ্ট ছিল প্রথম সংখ্যা থেকেই। রামানন্দ নিজে দীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'অজন্তা গুহা চিত্রাবলী'। অজন্তা নিয়ে প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় সম্ভবত সেই প্রথম। 'প্রবাসী' যে কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নকশায় ভরা আরও একটা বাংলা পত্রিকামাত্র নয় তার প্রমাণ ছিল প্রথম বর্ষের সূচিতেই। জীববিদ্যা, শর্করা বিজ্ঞান, জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার, জাপান ভ্রমণ, ফতেপুর সিক্রি, হিন্দি পরিভাষা, হিন্দু, গ্রিক ও রোমান, মেয়েলি সাহিত্য ও ব্রত-গুচ্ছ; বাঙালির মননচর্চার নানা দিক প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন রামানন্দ, বিংশ শতকের সেই প্রথম বছরেই। প্রচ্ছদেও ভারতীয়ত্বের একটা বার্তা ছিল; মঠ-মন্দির, চৈত্য-বিহার, তাজমহল-মিনার, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, তখনকার ব্রহ্মদেশের প্যাগোডার ছবি দিয়ে কোলাজ করে তৈরি হয়েছিল প্রচ্ছদ।

ত্রিপুরার রাজ-কাছারি

ভগ্নপ্রায় শতাব্দী প্রাচীন স্থাপনাটি শ্রীহট্টের মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে তৎকালীন ত্রিপুরা মহারাজের কাছারি বাড়ী। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পাকিস্তান সরকার বাড়ীটি অধিগ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে শ্রীমঙ্গলের হবিগঞ্জ রোডে অবস্থিত এই বাড়ীটি উপজেলা ভূমি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত। উনিশ শতকের শেষভাগে ডাউকি ফল্ট প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্পের পরপরই তৎকালীন ত্রিপুরা মহারাজ কর্তৃক এতদঞ্চলে প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের জন্য শহরের মধ্যভাগে প্রায় পৌনে দুই একর জায়গার ওপরে বাড়ীটি নির্মাণ করা হয়। আধুনিক ত্রিপুরার স্থপতি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য দেববর্মন বাহাদুরের আমলে বাড়ীটি নির্মিত। পরবর্তীতে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে পুরোদমে এই কাছারী বাড়ী থেকেই এ অঞ্চলে তাঁদের খাজনা আদায় তথা প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতেন। ত্রিপুরা রাজ্য বলতে অধুনা আমরা যেটি বুঝি, সেটা মূলতঃ পার্বত্য ত্রিপুরা। বর্তমান ত্রিপুরার কমলপুর সংলগ্ন কমলগঞ্জ, ভানুগাছ, শমশেরনগর, শ্রীমঙ্গলের বৃহদাংশ ছিল ত্রিপুরা মাণিক্য দেববর্মন রাজপরিবারের দখলে। শ্রীযুক্ত অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্বনিধির শ্রীহট্টের ইতিহাসের আকরগ্রন্থ 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'তেও এর সত্যতা মেলে। শ্রীহট্টের কুলাউড়া এবং তৎসংলগ্ন ধর্মনগর, কৈলাশহরের কথা প্রয়াতঃ কৈলাশ চন্দ্র সিংহ রচিত ত্রিপুরা রাজপরিবারের ইতিহাসকথা 'রাজমালা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন একতলা এই বাড়ীটি প্রস্থে ত্রিশ ফুট ও দৈর্ঘ্যে কুড়ি ফুট। রয়েছে তিনটি কক্ষ, আটটি দরজা ও নয়টি জানালা। যাঁর প্রতিটি দেয়াল এক ফুট চওড়া ও প্রাচীন চুন-সুরকি দ্বারা নির্মিত। ইতিমধ্যে এই স্থাপনার কোথাও আংশিক আবার কোথাও পুরোপুরি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে। দেওয়াল ও ছাদে দেখা দিয়েছে বড় ফাটল। পুরো স্থাপনা জুড়ে শেওলা জমাটবদ্ধ। দেশভাগে ত্রিপুরা আজ ভারতে, জরাজীর্ণ ভবনে এখন আর কেউ আসেও না। অথচ এক সময় প্রজাদের ভীড়ে লোকারণ্য ছিল এই ভবনটি। রাজবাড়ীর খাজনা যুগের অবসান হয়েছে বহু আগে। মাণিক্য পরিবারের খাজনার স্মৃতি ধারণ করে নীরবে ভগ্ন অবস্থায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে ত্রিপুরা মহারাজের ভবনটি। এর নির্মাণশৈলীর বহুমাত্রিক কারুকাজ রয়েছে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

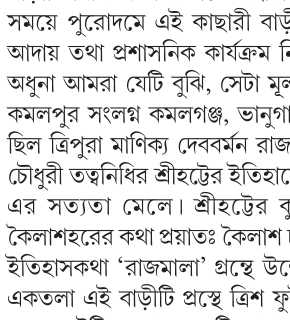

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন যে মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে । ঈশ্বর আছেন। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী।

সাধক রামপ্রসাদ

তখনকার সময়ে হালি শহরে আসা যাওয়াটা খুব সাধারণ ছিল না। বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে হালি শহরে আসতে হতো। সাধক রামপ্রসাদ সেন তিনি সকাল বেলায় গঙ্গা স্নান করে মা কালীর পুজোর আয়োজন করতেন এবং গলা ছেড়ে মায়ের গান ধরতেন। মায়ের গান গেয়ে কালী মায়ের মনটাকে নরম করে দিতে পারতেন রামপ্রসাদ। গানের জন্য তিনি একবার বাজার যেতে পারেননি। ঘরে একটি চালও নেই যে ভাত ফুটিয়ে সবাই খাবেন। সাধক রামপ্রসাদ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মায়ের কাছে প্রার্থনা করে বিপদ থেকে উদ্ধার পান। মা কালী সবার দিকে সমান দৃষ্টি রাখেন। তার কাছে কেউ ছোট বড় নয়। সবাই তাঁর কাছে সমান। তিনি সবাইকে ভালোবাসেন। নিজের সন্তান বলে মনে করেন। কালীর সাধক রামপ্রসাদ সেন নিজের হাতে কালী পুজোর আয়োজন করতেন। তিনি নিজেই মাকে প্রসাদ খাওয়াতেন। আবার সময় পেলে মাকে নিয়ে সঙ্গীত রচনা করতেন। তাঁর শ্যামা সঙ্গীত শুনতে বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা এসে উপস্থিত হতো হালি শহরে।

নবজাগরণে 'বাবু কালচার' বিরোধিতায় প্যারীচাঁদ

রবীন্দ্রকুমার শীল

আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র। উনিশ 'নৌকা দেখিতে ২ ভাটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় সেষ হইয়াছে; কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বল্‌দেরা গরু লইয়া চলিয়াছে; ধোবার গাধা থপাস২ করিয়া যাইতেছে; মাছের ও তরকারির বাজরা হু২ করিয়া আসিতেছে; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন; মেয়েরা ঘাটে সারি২ হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কেহ বলিছে পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল; কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি; কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচ্‌তে সাধ নাই; বৌছুঁড়ি আমাকে দু পা দিয়ে থেত্‌লায়; বেটা কিছুই বলে না; ছোড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে; কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল; কবে মরি কবে বাঁচি এই বেলা তার বিএটি দিয়ে নি।'

'গার্হস্থাশ্রম ও যোগ আশ্রম পৃথক। যাহারা চরম আশ্রম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলাভ করিতে চাহে, তাহারা অবশ্যই সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গ করিবে ও ঐ লাভার্থে গৃহ ও সামাজিক বন্ধন হইতে ক্রমশঃ অবশ্য মুক্ত হইবে। স্ত্রীলোক নানা শ্রেণীয় কেহ কেহ কেবল গৃহ ও সমাজ লইয়া রহিয়াছেন ও পরিমিতরূপে ঈশ্বর-উপাসনা ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছেন।... পূর্ব্ব ব্রহ্মবাদিনীরা ছিলেন, তাঁহাদিগের আনন্দ কেবল ধ্যানানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। তাঁহারা পাণিগ্রহণ করিতেন না। জীবনের লক্ষ্য অনুসারে কার্য্য। যে যে আশ্রম অবলম্বন করণে শুদ্ধ আনন্দ পাইবে, সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিবে। ঈশ্বর অনন্ত, অসীম, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে গেলে অন্তর যোগ চাই।'

'ফাধন ও চৈত্র মাসের দশ বারো দিনের মধ্যে জমিতে চাস দিতে হইবেক। লাঙ্গল চারিবারের কম হইবেক না, অধিক দিতে পারিলে ভাল। তাহার পরে খইল, গোবর ও দেওয়াল ভাঙা মাটি জমিতে মিশাইয়া আবার লাঙ্গল দিবে। তাহার পরে মই দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে মাটি ধূলার ন্যায় হইবে তাহার পরে জমিতে দাঁড়া টানিতে হইবে তাহা হইলে দাঁড়ার মধ্যে২ এক২ জোল হইবে, সেই জোলের মুটম হাত অন্তরে ইক্ষুর বীজ পুঁতিতে হইবে।

বীজ পুঁতিবার সময় খইলকে ঢেঁকিতে কুটিয়া মিহিন করিয়া এক২ খাদে এক২ পোয়া দিবে। বীজ পোতা হইলে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত রোজ২ এক২ সের জল এক২ গাছের গোড়ায় দিতে হইবে।...'

এই তিনটে অনুচ্ছেদ একই মানুষের লেখা !

এক লেখক একাধিক কলমে, নানা আঙ্গিকে লিখছেন, এটাই ছিল তৎকালীন লেখকদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই কাণ্ডই কত আগে যে করে গিয়েছেন প্যারীচাঁদ মিত্র! স্কুলে পড়া বইয়ের স্মৃতির দৌলতে সিপাহি বিদ্রোহের সালটা সকলের জানা; ১৮৫৭। পরের বছরেই কলকাতার নিমতলার মিত্তিরমশাই 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' নামের বই প্রকাশ করে যে হুলস্থুল বাধিয়েছিলেন। প্যারি চাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' পড়েছেন?' কীভবে বাঙালি সমাজের বাবু কালচারকে কষাঘাত করেছেন তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

অথচ 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে যে মানুষটা, সেই প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪ -১৮৮৩) জীবনটা অনুসন্ধান করলে উনিশ শতকীয় বাঙালির শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি এমনকি ব্যবসা বাণিজ্যের গ্রাফটাও তার উঁচুনিচু সিঁড়ি ভাঙা-সমেত বিলক্ষণ বোঝা যায়, উনিশ শতকের যে 'বাবু' কালচারকে আমরা পট থেকে বটতলা বা অতিসরলীকৃত পিরিয়ড ড্রামা-টিভি সিরিয়ালসূত্রে জানি, সে নেহাতই অন্ধের হাতি দেখার মতো। সেখানে ধনী অভিজাত বাবু মাত্রই মদ্যপ, লম্পট, যৌনতা কাতর, শোষক; মেয়েরা হয় সতী সাবিত্রী নয় বাহিরমুখী। গোটা সমাজটাই মূলত সাদা-কালোর বিপ্রতীপে দেখানো, যেন অফ হোয়াইট, ছাই, ধূসর, স্লেট রং বলে কিছু নেই জনজীবনের প্যালেটে। প্যারীচাঁদ মিত্রকে এ কারণেই জানা আর পড়া দরকার। কারণ তাঁর জীবনে ও লেখালিখিতে বাঙালির রেনেসাঁস-প্রদীপ আর তার তলার অন্ধকার, দুটোই স্পষ্ট। ইংরেজ শাসিত, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটা জাতি সাহিত্য থেকে সমাজ সংস্কার, ধর্ম থেকে ব্যবসা, প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা পা রাখার জায়গা তৈরি করছে। তাকে পা ফেলতে হচ্ছে ভেবে চিন্তে, কারণ ওল্টানো -পাল্টানো যা কিছু, তাকে করতে হবে 'সিস্টেম'-এর ভিতরে থেকেই। স্বভাবতই, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের অনেক মুখেই পড়েছে স্ব-বিরোধের ছায়াও। প্যারীচাঁদও ব্যতিক্রম নন, তবে তাঁর জীবন আর কাজকর্ম এতই সুকৃতির বৈচিত্রে ভরা যে, সেই বিরোধ-বৈষম্যও খানিক দরদি চোখেই দেখতে ইচ্ছে হয়।

ঠাকুরদা গঙ্গাধর মিত্র হুগলি থেকে কলকাতায় এসে, কোম্পানির আমলে দেওয়ানগিরি করে পয়সা করে বিস্তর। বিয়ে করেন হাটখোলার দত্ত পরিবারের মেয়েকে। প্যারীচাঁদের বাবা রামনারায়ণ মিত্রও কোম্পানির কাগজ আর হুন্ডির কারবার করে সম্পত্তি করেন। নিমতলার মিত্রদের পয়সার অভাব ছিল না, তাঁর চেয়ে বছর ছয়েকের ছোট বিদ্যাসাগরের মতো দারিদ্র্যের মুখ কখনও দেখতে হয়নি প্যারী চাঁদকে। বরং সে কালের ধনী বাবুবাড়িতে যা তখন স্বাভাবিক; বখে যাওয়া, তার সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি বখে যাননি। প্যারীচাঁদ তাঁর প্রথম বইয়ের 'নায়ক' মতিলালের উচ্ছন্নে যাওয়া এঁকেছেন স্বচ্ছন্দে, কিন্তু নিজের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার মুখে দোর দিয়ে রাখেন। এমনকি হিন্দু কলেজে পড়তে গিয়ে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও 'ইয়ং বেঙ্গল'দের সঙ্গ করার পরেও তাঁর জীবন অদ্রোহী, সুস্থিত! তিনি ডিরোজিওর ছাত্র, কিন্তু 'ডিরোজিয়ান' নন। প্যারীচাঁদ পরে হিন্দু কলেজ তথা সে কালের কলকাতার আর এক অগ্রপুরুষ ডেভিড হেয়ারের ইংরেজি ও বাংলা জীবনচরিত লিখেছিলেন, কিন্তু ডিরোজিওর জীবনী লেখেননি। সেই বইয়ে ডিরোজিওর উদার মনন ও ছাত্রদরদের প্রশংসা আছে, কিন্তু বন্ধু ইয়ং বেঙ্গলিদের নিন্দায় ধুয়ে দেওয়া নেই। কলকাতার বাবুরা (তার মধ্যে প্যারীচাঁদের বন্ধুরাও আছেন) যখন মদে গড়াগড়ি, প্যারীচাঁদ তখন মদ্যপাননিবারণী সভার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, 'আলালের ঘরে দুলাল' পরের বছরেই লিখছেন তাঁর দ্বিতীয় বই, মদ্যপানবিরোধী নীতিমূলক আখ্যান 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'। তার শুরুর লেখাটিতেই মাতালদের নিয়ে রসগল্পের ছড়াছড়িঙ্খ 'মদের অদ্ভুত শক্তি! যে ব্যক্তি পান করে, সে দুধকে জল বলে ও জলকে দুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রস্রাব করিতেছিল, মাতালবাবুর মস্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মাথায় কি পড়িল? পরে শুনিলেন; প্রস্রাব। তখন আপনি কহিলেন; তবে ভাল, আমি বোধ করিয়াছিলাম; জল।' কী লিখছি, কেন লিখছি

'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথমেই আস্ত বই হয়ে বেরোয়নি। আগে পত্রিকায় মুখ দেখিয়েছে ধারা বাহিক ভাবে। সেই 'মাসিক পত্রিকা'ও প্যারীচাঁদেরই গড়া, বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে মিলে, শুরু ১৮৫৪-র আগস্ট থেকে। পত্রিকার উপরের পাতায় লেখা, 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' স্পষ্ট বলে দেওয়া; কাদের জন্য পত্রিকা, কী হবে তার ভাষার ছিরিছাঁদ। ঠিক যেন উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা 'প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর মতো, যেখানে নিঃশঙ্ক উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়র্থ ইতিহাসে গেঁথে দিচ্ছেন; কেমন হবে রোম্যান্টিক কবিতার ভাষা, কী হবে তার পাঠকচরিত্র। পরে 'আলালের ঘরের দুলাল' বইয়ের ভূমিকাতেও প্যারীচাঁদ সোজা সাপটা। নিজের ব্যবহার করা ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এ ভাবেঙ্খ The work has been written in a simple style– and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life– it will perhaps be useful. চট করে এক বার এই লেখার গোড়ার লাইনগুলো ফিরে দেখলে প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে।

রাজ্য বিজেপি সভাপতি 'মার্চেন্টস চেম্বার্সে' বঙ্গে শিল্প গড়ার আশ্বাস

বুদ্ধদেব মিশ্র

বিজেপি দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো কলকাতার বণিক সভা 'মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'। বাংলার শিল্প ভাগ্য পুনঃপ্রজ্বলিত করতে বণিক সভাগুলি এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এমসিসিআই-এর সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সবার জন্য একটি খুব শুভ সন্ধ্যা! চেম্বারের পক্ষ থেকে, আমি শ্রী শমীক ভট্টাচার্যের সাথে বিশেষ অধিবেশনে মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আন্তরিক স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত হচ্ছি। আমরা সত্যিই সৌভাগ্যবান যে শ্রী শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্য সভাপতি, বিজেপি ও রাজ্যসভার সদস্য আমাদের সঙ্গে। আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ। আপনার অত্যন্ত ব্যস্ত সময়সূচী থেকে সময় বের করে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে তার প্রথম সরকার গঠন করেছে এবং একই দল সেখানে ক্ষমতায় থাকায় কেন্দ্র থেকে ব্যাপকভাবে লাভবান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, এখানে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারের কাছ থেকে শিল্পের মূল প্রত্যাশা রয়েছে। সেগুলি হল ঃ ১. শিল্প পুনরুজ্জীবন এবং বহুমুখীকরণ ২. অবকাঠামো এবং সংযোগের উন্নতি ৩. ব্যবসা করা সহজতর উন্নত ৪. কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি।

এই প্রত্যাশাগুলি পূরণ হলে, পশ্চিমবঙ্গ একটি শীর্ষ উৎপাদন কেন্দ্রে আবির্ভূত হবে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে এবং অন্যান্য রাজ্যে শ্রমের স্থানান্তর হ্রাস করবে। এ প্রেক্ষাপটে বৃহৎ শিল্প নিয়ে এসে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে দলের ইচ্ছার কথা জানতে চায় চেম্বার। বৃহৎ শিল্পের অনেক সংখ্যক এমএসএমই স্পিনিং করে একটি গুণক প্রভাব তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এখানে চেম্বারের তরফ থেকে পরিমিত প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে যেখানে রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২৫ সালে প্রত্যাহার করা শিল্প প্রণোদনা এবং বাধ্যবাধকতা আইন পাস করেছে যা ১৯৯৩ সাল থেকে শিল্পের প্রতিশ্রুত শিল্প প্রণোদনা গুলিকে পূর্ববর্তীভাবে বাতিল করে দিয়েছে। প্রণোদনা প্রত্যাহার করার পদক্ষেপের লক্ষ্য হল পুনরায় বরাদ্দ করা।

শিল্পপতিরা মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের শুল্ক কমানো দরকার যা শিল্প বিকাশে সহায়তা করবে। দেশে যে কয়েকটি রাজ্যে উচ্চ বিদ্যুতের শুল্ক রয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে মহারাষ্ট্র প্রতি KWH ১৬.৯৭ টাকা এবং গুজরাট প্রতি KWH ১০.৫ টাকা।

তথ্য প্রযুক্তি ঃ তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) সেক্টর প্রাথমিকভাবে এআই, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং বিগ ডেটার উপর ফোকাস করে রাজ্য এবং কলকাতাকে একটি প্রধান বৈশ্বিক প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসাবে অবস্থান করার লক্ষ্য দ্বারা চালিত হয়। বড় বড় কিছু আইটি কোম্পানি ইতিমধ্যেই এখানে উপস্থিত রয়েছে।

রিলায়েন্স দীঘায় একটি ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনও তৈরি করছে যা মুম্বাই বা চেন্নাইয়ের মাধ্যমে রুট না করে উচ্চ গতির সংযোগ স্থাপন করবে।

রাষ্ট্রটি একটি বিশ্বব্যাপী সক্ষমতা কেন্দ্র (GCC) নীতি বিকাশের জন্যও তৎপর ছিল। পশ্চিমবঙ্গ একটি বড় সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য একটি মার্কিন অংশীদারের সাথেও কাজ করছে। পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক শীর্ষ সম্মেলনগুলি দেশীয় এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বাস্তব বিনিয়োগ হয়নি।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

ভারতে খাদ্যের অপচয় বন্ধ করা উচিত

চিত্তইজৎ দত্ত

ফেলে দেওয়া ভাতের ধোঁয়াঙ্খ খাদ্যের অপচয় কীভাবে পৃথিবীকে আরও উষ্ণ করে তুলছে। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে। বরফ গলছে, সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে, ঋতুচক্র বদলে যাচ্ছে, খরা ও বন্যা ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়, এটি বর্তমানের বাস্তবতা। কিন্তু এই সংকটের পেছনে যে কারণগুলিকে আমরা সাধারণত দায়ী করি, তার মধ্যে শিল্পদূষণ, যানবাহনের ধোঁয়া বা বন উজাড়ের কথা বেশি উঠে এলেও, একটি নীরব অথচ ভয়ঙ্কর কারণ প্রায়শই আড়ালে থেকে যায়; খাদ্যের অপচয়।

প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ লক্ষ টন খাবার নষ্ট হচ্ছে। কোথাও বিলাসিতার কারণে, কোথাও অব্যবস্থাপনার কারণে, কোথাও আবার উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য। অথচ সেই খাবার তৈরি করতে যে বিপুল পরিমাণ জল, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, জমি এবং শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে, তার অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত অপচয়ে পরিণত হচ্ছে। আরও ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, এই অপচয় কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, এটি সরাসরি বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

খাবার যখন ফেলে দেওয়া হয়, তখন আমরা শুধু খাদ্যই নষ্ট করি না, আমরা নষ্ট করি সেই সম্পূর্ণ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে। একটি ধানের দানা মাঠে জন্মানোর জন্য যেমন জল লাগে, তেমনই লাগে বিদ্যুৎচালিত সেচ, সার, কীটনাশক, পরিবহণ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা। একটি সবজি বাজারে পৌঁছানোর আগে বহু ধাপ অতিক্রম করে। একটি মাছ বা মাংসের টুকরো মানুষের প্লেটে আসার আগে বিপুল জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যয় হয়। সেই খাবার যদি শেষ পর্যন্ত ডাস্টবিনে চলে যায়, তবে সেই সমস্ত সম্পদও কার্যত অপচয় হয়ে যায়। এখানেই খাদ্য অপচয় এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের সম্পর্কটি গভীর হয়ে ওঠে। কারণ প্রতিটি খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে কার্বন নিঃসরণ

জড়িত। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্র, রাসায়নিক সার, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং কোল্ড স্টোরেজ;সব কিছুই গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি করে। ফলে একটি খাবার যত বেশি অপচয় হয়, তত বেশি অপ্রয়োজনীয় কার্বন নিঃসরণ ঘটে।

বিশেষজ্ঞরা বহুদিন ধরেই সতর্ক করছেন যে খাদ্য অপচয় যদি একটি দেশ হতো, তবে সেটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কার্বন নিঃসরণকারী দেশে পরিণত হতো। এই তথ্য শুধু বিস্ময়কর নয়, এটি আমাদের জীবন যাত্রার এক গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি। কারণ মানুষ আজ এমন এক ভোগবাদী সমাজে বাস করছে, যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কেনা, বেশি রান্না করা এবং বেশি নষ্ট করা যেন স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

ভারতের মতো দেশে এই সমস্যার চেহারা আরও জটিল। একদিকে কোটি কোটি মানুষ অপুষ্টি ও খাদ্য সংকটে ভোগেন, অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ খাবার প্রতিদিন নষ্ট হয়। বিয়েবাড়ি, হোটেল, উৎসব, রেস্তোরাঁ এবং শহুরে জীবনযাত্রায় খাদ্যের অপচয় প্রায় স্বাভাবিক সামাজিক আচরণে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে খাবার বেশি পরিবেশন করাকে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। অথচ সেই অতিরিক্ত খাবারের একটি বড় অংশ শেষ পর্যন্ত আবর্জনার স্তূপে গিয়ে পড়ে।

এই অপচয়ের পরিবেশগত প্রভাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যখন খাবার আবর্জনার ভাগাড়ে পচে যায়, তখন তা থেকে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। মিথেন একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস, যা কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ায়। ফলে খাবারের অপচয় শুধু সম্পদের ক্ষতি নয়, এটি সরাসরি জলবায়ু সংকটকে ত্বরান্বিত করে। সমস্যাটি কেবল শহুরে ভোগবাদে সীমাবদ্ধ নয়। কৃষিক্ষেত্রেও বিপুল খাদ্য নষ্ট হয়। সংরক্ষণের অভাব, পর্যাপ্ত কোল্ড চেইনের অভাব, দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থা এবং বাজার ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের বড় অংশ বাজারে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ খাদ্য অপচয় কেবল ভোক্তার দোষ নয়, এটি একটি কাঠামোগত ব্যর্থতার ফলও। খাদ্য অপচয়ের সঙ্গে জলের সংকটও গভীরভাবে যুক্ত। একটি প্লেট ভাত, একটি আপেল বা এক গ্লাস দুধ উৎপাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ জল প্রয়োজন হয়। সেই খাবার যখন নষ্ট হয়, তখন কার্যত সেই জলও অপচয় হয়। এমন এক সময়ে যখন পৃথিবীর বহু অঞ্চল পানীয় জলের সংকটে ভুগছে, তখন খাদ্যের অপচয় আসলে জলের অপচয়ের আরেক নাম।

এই সমস্যার সামাজিক দিকও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে খাদ্য নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষুধা বাড়ছে। এই বৈপরীত্য আধুনিক সভ্যতার নৈতিক সংকটকে স্পষ্ট করে। পৃথিবী পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করলেও, তার সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে খাদ্য অপচয় শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নও।

খাদ্যের প্রতি মানুষের মানসিকতাও এই সমস্যার বড় কারণ। আগে খাবারকে তঅন্নদ হিসেবে শ্রদ্ধা করা হতো। খাবার নষ্ট করা সামাজিক ভাবে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু আধুনিক ভোগবাদী সংস্কৃতিতে সেই সংযমের ধারণা ক্রমশ দুর্বল হয়েছে। সুপারমার্কেট সংস্কৃতি, অফার নির্ভর কেনাকাটা এবং অতিভোগের প্রবণতা মানুষকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিনতে অভ্যস্ত করে তুলেছে।

এই বাস্তবতায় খাদ্য অপচয় কমানো শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়, এটি একটি বৈশ্বিক পরিবেশ আন্দোলনের অংশ হওয়া উচিত। পরিবার থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁ, হোটেল, কর্পোরেট সংস্থা এবং সরকার; সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। অতিরিক্ত খাবার পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা, উন্নত সংরক্ষণ প্রযুক্তি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দায়িত্বশীল ভোগ;এই সমস্ত পদক্ষেপ জরুরি স্কুল পর্যায় থেকেই খাদ্যের মূল্য সম্পর্কে শিক্ষার প্রয়োজন। কারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি বুঝতে শেখে খাবারের জন্য পরিশ্রম করতে হয়।

তমলুক রাজবাড়ির কথা

শঙ্করলাল কর্মকার

তাম্রলিপ্ত ছিল এককালে বন্দর নগরী। যার বর্তমান নাম তমলুক। তাম্রলিপ্ত মানেই ইতিহাস। শোনা যায় আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আজকের ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলায় তামার খনি আবিষ্কার হয়। সেই তামা শুধু ভারতেই ব্যবহার হতো তা নয়, এই বন্দর দিয়ে প্রচুর তামা বিদেশে রপ্তানি হত। সেইজন্যই নাকি এই বন্দরের নাম তাম্রলিপ্ত। রূপনারায়ন নদীর তীরে ছিল এই বন্দর। এখন নদী অনেক দূরে চলে গেছে। সেই সময় পূর্ব ভারতে তাম্রলিপ্ত ছিলো এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। এই বন্দর দিয়ে শুধু তামা নয়, রেশম, মশলা, নীল ও আরও নানারকম পণ্য আমদানি/ রপ্তানি করা হতো। মোটামুটি ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই বন্দর ছিল পূর্ব ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র।

যে নগরে এসেছিলেন প্রসিদ্ধ চিনা পর্যটক হিউ য়েন সাঙ। যে বন্দরের আধিপত্য নিয়ে লড়াই হয়েছিল সম্রাট অশোকের সাথে কলিঙ্গরাজ মহা পদ্মনাভনের। যা যুগান্তকারী কলিঙ্গ যুদ্ধ নামে ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এক সময় এই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা করেছিলেন সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং মেয়ে সংঘমিত্রা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তমলুক ছিল বিপ্লবীদের আঁতুরঘর। যে শহরের সাথে জড়িয়ে আছে দুই মহান বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ও মাতঙ্গিনী হাজরার নাম।

এই তাম্রলিপ্তেই ছিল তাম্রধ্বজ রাজবংশ। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রাজা ময়ূরধ্বজ। এই রাজবংশের উল্লেখ আছে মহাভারতে। শোনা যায় দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় এই বংশের রাজকুমার উপস্থিত ছিলেন।

তারপর রূপনারায়ন দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। ভাঙ্গাগড়ার খেলা চলেছে আবহমান কাল ধরে। অনেক কিছুই তলিয়ে গেছে নদীগর্ভে, মহাকালের গহ্বরে।শুধু টিঁকে আছে কিছু ইমারত, কিছু স্মৃতি, কিছু নিদর্শন।

তমলুকে বর্তমান যে রাজবাড়ীটি দেখা যায়, সেটি একটি অসমাপ্ত দ্বীতল বাড়ী,যা ত্রিশ একর জমির ওপর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় (১৮২১-১৮৫৭ খ্রীষ্ঠ) ১৮৩৭ সালে তৈরি করা শুরু করেছিলেন, কিন্তু এক দিকে খাজনা নিয়ে ব্রিটিশদের সাথে বিবাদ আর অন্য দিকে পরিবারের অন্তর্কলহে জীবদ্দশায় তা আর শেষ করতে পারেননি। শোনা যায় গ্রীস থেকে কারিগর

নবদ্বীপে উদ্ধার বিপুল পরিমানে ত্রাণ সামগ্রী গ্রেপ্তার পৌরপতি সহ দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩০ মে ঃ নবদ্বীপের বড়ালঘাটে সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একটি ক্লাবঘর থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা। শুক্রবার গভীর রাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ, জনবিক্ষোভ, পুলিশি তৎপরতা এবং রাজনৈতিক তরজায় সরগরম হয়ে ওঠে গোটা নবদ্বীপ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টা নাগাদ নবদ্বীপ থানার পুলিশ বড়ালঘাট স্পোর্টিং ক্লাবে অভিযান চালায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ক্লাবের একের পর এক ঘরে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল সরকারি ত্রাণের ত্রিপল, শীতবস্ত্র হিসেবে বিতরণের কম্বল এবং তন্তুজের বিভিন্ন প্রকল্পের শাড়ি। তদন্তকারী সূত্রে দাবি, উদ্ধার হওয়া শাড়িগুলির মধ্যে ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সরকারি প্রকল্পের শাড়িও রয়েছে। এছাড়াও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য সংরক্ষিত একাধিক সামগ্রী সেখানে মজুত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ক্লাবের প্রায় দশটি ঘরে এই সামগ্রীগুলি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। ঘটনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, যে ক্লাবঘর থেকে এই বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে সেটি নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহার পাড়াতেই অবস্থিত। স্থানীয়দের অভিযোগ, চেয়ারম্যানের আবাসনের পাশেই থাকা ওই ক্লাব ঘর দীর্ঘদিন সরকারি সামগ্রী মজুত রাখার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মীও সেখানে পৌঁছে বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সামগ্রী গোপনে আটকে রাখা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। রাত যত গড়িয়েছে, পরিস্থিতি ততই উত্তপ্ত হয়েছে। এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। দীর্ঘ সময় ধরে চলে তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রশাসনিক পর্যায়ের আলোচনা। অবশেষে শনিবার ভোররাত আনুমানিক ৩ টা ৪০ মিনিট নাগাদ পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিশাল দল চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহার বাসভবনে পৌঁছে তাঁকে আটক করে নবদ্বীপ থানায় নিয়ে যায়। একইসঙ্গে আটক করা হয় অপর অভিযুক্ত সৌরভ বাবুকেও। চেয়ারম্যানকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার একাংশের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তাঁকে লক্ষ্য করে জলের বোতল ও জুতো ছোঁড়া হয়। পাশাপাশি 'চোর চোর' স্লোগানে সরব হয়ে ওঠে বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মৃদু লাঠিচার্জও করতে হয় বলে অভিযোগ। তবে গ্রেপ্তারের সময় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন বিমানকৃষ্ণ সাহা। তিনি বলেন, আমি রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার। কোনও অভিযোগে আমি অভিযুক্ত নই। উদ্ধার হওয়া ত্রাণসামগ্রী বিধায়ক তহবিলের আওতায় ছিল। আমাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে। শনিবার ধৃত চেয়ারম্যানকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালতে তোলার সময়ও উত্তেজনার আবহ দেখা যায়। আদালত চত্বরে উপস্থিত একাংশের মানুষ বিমানকৃষ্ণ সাহাকে দেখে 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই তাঁকে আদালতে তোলা হয়। চেয়ারম্যানের আইনজীবী বিকাশ মণ্ডল জানান, তদন্তকারী সংস্থা আদালতের কাছে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়েছিল। তবে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা এবং অপর অভিযুক্ত সৌরভ বাবুকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর ৩১৪, ৩১৬-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে বলেও জানান তিনি। বর্তমানে তদন্তকারীরা উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস, সেগুলি কীভাবে ক্লাবঘরে এল এবং কার নির্দেশে সেখানে মজুত রাখা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখছেন। পাশাপাশি সরকারি ত্রাণ বণ্টন ব্যবস্থায় কোনও দুর্নীতি বা অনিয়মের যোগ রয়েছে কি না, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। বড়ালঘাটের এই ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার কাণ্ড ইতিমধ্যেই নবদ্বীপের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একদিকে বিরোধীরা সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ তুলছে, অন্যদিকে চেয়ারম্যান নিজেকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বলে দাবি করেছেন। ফলে তদন্তের পরবর্তী ধাপে কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই এখন নজর প্রশাসন, রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষের।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩০ মে ঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে প্রকল্প উপভোক্তা জালিয়াতি মামলায় আরও এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের ওসমানপুর থেকে তারিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বহরমপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নামে থাকা একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে একাধিক ভুয়ো উপভোক্তার নামে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা লেনদেন করা হতো। এই নিয়ে 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' জালিয়াতির অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার রাতে রঘুনাথগঞ্জের ওসমানপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম তারিকুল ইসলাম। ওই গ্রামেই তার বাড়ি। তারিকুলের নামে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে একাধিক ভুয়ো উপভোক্তার নামে টাকা ঢুকানো হতো বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। এই মামলায় বহরমপুর থানার পুলিশ মোট তিন জনকে গ্রেফতার করল। ধৃতকে শনিবার বহরমপুরে অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারকের এজলাসে তোলা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (৪), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদনের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে যে সকল কাজ সম্পাদন করতে হবে ঃ (১) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮৫_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৩ (জেনারেল জোন) ঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য, অধিক্ষেত্র ঃ রাজগ্রাম এবং পাকুর কোয়ারি সমেত বাঁশলোই ব্রিজ থেকে গুমানি পর্যন্ত কিমি ১৩৫/০ থেকে কিমি ১৭২/২ (বনিডাঙ্গা লিঙ্ক কেবিন ছাড়া)। এইএন/রামপুরহাটের অধিক্ষেত্রে কাজের অন্তর্ভুক্ত হল সাধারণ কাজ, স্যানিটারি কাজ, কাঠের কাজ, কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ ইত্যাদি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,২০,০০০ টাকা। **(২) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮৬_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৪ (ব্রিজ জোন) ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য, অধিক্ষেত্র ঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে এসবিজি ল্যুপে কিমি ১/০ থেকে কিমি ৮৮/০ এবং রামপুরহাট–দুমকা শাখায় সমস্ত ব্রিজ, এবং বিভিন্ন ব্রিজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **(৩) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮৭_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৪৮ (ব্রিজ জোন) ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য, অধিক্ষেত্র ঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে এসবিজি ল্যুপে কিমি ৮৮/০ থেকে কিমি ১৭২/২ এবং রামপুরহাট–দুমকা শাখায় সমস্ত ব্রিজ, এবং বিভিন্ন ব্রিজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৪০,০০০ টাকা। **(৪) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮৮_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৫ (জেনারেল জোন) ঃ** এইএন/বোলপুরের অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য, অধিক্ষেত্র ঃ কিমি ১/০ থেকে (খানা ছাড়া) থেকে কিমি ৮৮/০ পর্যন্ত। এইএন/বোলপুরের অধীনে এই কাজের অন্তর্ভুক্ত হল সাধারণ কাজ, স্যানিটারি কাজ, কাঠের কাজ, কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ ইত্যাদি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,২০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৪০,০০০ টাকা। **(৫) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮৯_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৬ (জেনারেল জোন) ঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে, ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য, অধিক্ষেত্র ঃ রামপুরহাট (ইয়ার্ড সমেত) থেকে দুমকা। এইএন/রামপুরহাটের অধীনে এই কাজের অন্তর্ভুক্ত হল সাধারণ কাজ, স্যানিটারি কাজ, কাঠের কাজ, কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ ইত্যাদি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **(৬) ই-টেন্ডার নং ঃ ৯০_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৭ (জেনারেল জোন) ঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে, ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য, অধিক্ষেত্র ঃ রামপুরহাট থেকে বাঁশলোই ব্রিজ পর্যন্ত সমস্ত স্টেশন, কলোনি এবং সমস্ত সার্ভিস বিল্ডিং সমেত কিমি ৮৮/০ থেকে কিমি ১৩৫/০। এইএন/রামপুরহাটের অধিক্ষেত্রে এই কাজের অন্তর্ভুক্ত হল সাধারণ কাজ, স্যানিটারি কাজ, কাঠের কাজ, কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ ইত্যাদি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৩০,০০০ টাকা। **(৭) ই-টেন্ডার নং ঃ ৯১_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৩৬ (রোড জোন–এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে এইএন/রামপুরহাটের অধীনে (বিবরণ ঃ এ-পর্যন্ত কারেকশন স্লিপ ইত্যাদি সহ সকল চ্যাপ্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের উপকরণসমূহের জন্য সিপিডব্লুডি- ডিএসআর-২০২৩-এর রেটের বেশি/কম/সমান সামগ্রিক পার্সেন্টেজ (মূল্যমান ৭৫,০০,০০০.০০ টাকা)। দ্রষ্টব্য ঃ ১. টেন্ডারদাতাকে আলোচ্য টেন্ডারের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র একটি রেট উল্লেখ করতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্যমান হল বিভাগীয় ধার্য মূল্যমান। ২. সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২৩-এর বেসিক কস্ট সহযোগে সমান বিবেচনা করে বিভাগীয় ধার্য মূল্যমান/বিজ্ঞাপিত মূল্যমান হিসাব করা হয়েছে। আলোচ্য টেন্ডারের জন্য ধার্য ব্যয় নির্ধারণ করতে বেসিক কস্টের ওপরে কোনও বৃদ্ধি হয়নি বিবেচনা করা হয়েছে। ৩. এই জোনাল টেন্ডারে ধার্য ব্যয়/বিজ্ঞাপিত মূল্যমান নির্ধারণের জন্য যা যা ধরা হয়েছে (১) ২ নং চ্যাপ্টারে মাটির কাজ – ৪%, (২) ৩ নং চ্যাপ্টারে মর্টার – ২%, (৩) কংক্রিটের কাজ - ৪ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (৪) ম্যাসনারি কাজ - ৬ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (৫) স্টিলের কাজ - ১০ নং চ্যাপ্টারে ৫%, (৬) ডিসম্যান্টলিং এবং ডিমলিশিং - ১৫ নং চ্যাপ্টারে ১%, (৭) রাস্তার কাজ - কেবলমাত্র ৮০%। ৪. কাজ সম্পাদনের সময়ে, উপরিল্লিখিত পার্সেন্টেজ থেকে সংশ্লিষ্ট শিডিউল পরিবর্তিত হতে পারে, যদি প্রয়োজন মনে হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে করা হবে। ফিনান্স ভেটিং, যদি চাওয়া হয়, এই কাজের জন্য চাওয়া হতে পারে। ৫. উপরোক্ত নির্দেশাবলী টেন্ডারদাতাদের গাইডেন্সের জন্য। রেট উল্লেখ করার সময়ে টেন্ডারের উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে। ৭. মূল্যবৃদ্ধি ও জিএসটি-র প্রভাব এবং প্রযোজ্যমতো অন্যান্য কর বিবেচনা করে, সংশ্লিষ্ট শিডিউলের প্রেক্ষিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ধার্য/বিভাগীয় মূল্যমানের সাপেক্ষে বেশি/কম/সমান হারে রেট উল্লেখ করতে হবে। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **(৮) ই-টেন্ডার নং ঃ ৯২_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৩৭ (রোড জোন–এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে এইএন/বিএইচপি-র অধীনে (বিবরণ ঃ এ-পর্যন্ত কারেকশন স্লিপ ইত্যাদি সহ সকল চ্যাপ্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের উপকরণসমূহের জন্য সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২৩-এর রেটের বেশি/কম/সমান সামগ্রিক পার্সেন্টেজ (মূল্যমান ৭৫,০০,০০০.০০ টাকা)। দ্রষ্টব্য ঃ ১. টেন্ডারদাতাকে আলোচ্য টেন্ডারের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র একটি রেট উল্লেখ করতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্যমান হল বিভাগীয় ধার্য মূল্যমান। ২. সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১-এর বেসিক কস্ট সহযোগে সমান বিবেচনা করে বিভাগীয় ধার্য মূল্যমান/বিজ্ঞাপিত মূল্যমান হিসাব করা হয়েছে। আলোচ্য টেন্ডারের জন্য ধার্য ব্যয় নির্ধারণ করতে বেসিক কস্টের ওপরে কোনও বৃদ্ধি হয়নি বিবেচনা করা হয়েছে। ৩. এই জোনাল টেন্ডারে ধার্য ব্যয়/বিজ্ঞাপিত মূল্যমান নির্ধারণের জন্য যা যা ধরা হয়েছে (১) ২ নং চ্যাপ্টারে মাটির কাজ – ৪%, (২) ৩ নং চ্যাপ্টারে মর্টার – ২%, (৩) কংক্রিটের কাজ - ৪ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (৪) ম্যাসনারি কাজ - ৬ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (৫) স্টিলের কাজ - ১০ নং চ্যাপ্টারে ৫%, (৬) ডিসম্যান্টলিং এবং ডিমলিশিং - ১৫ নং চ্যাপ্টারে ১%, (৭) রাস্তার কাজ - কেবলমাত্র ৮০%। ৪. কাজ সম্পাদনের সময়ে, উপরিল্লিখিত পার্সেন্টেজ থেকে সংশ্লিষ্ট শিডিউল পরিবর্তিত হতে পারে, যদি প্রয়োজন মনে হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে করা হবে। ফিনান্স ভেটিং, যদি চাওয়া হয়, এই কাজের জন্য চাওয়া হতে পারে। ৫. উপরোক্ত নির্দেশাবলী টেন্ডারদাতাদের গাইডেন্সের জন্য। রেট উল্লেখ করার সময়ে টেন্ডারের উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে। ৭. মূল্যবৃদ্ধি ও জিএসটি-র প্রভাব এবং প্রযোজ্যমতো অন্যান্য কর বিবেচনা করে, সংশ্লিষ্ট শিডিউলের প্রেক্ষিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ধার্য/বিভাগীয় মূল্যমানের সাপেক্ষে বেশি/কম/সমান হারে রেট উল্লেখ করতে হবে। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৫০,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** প্রতিটির জন্য অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখে কোনও পরিবর্তন হবে না, যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার গ্রাহ্য করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৬.২০২৬-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য নেট ব্যাঙ্কিং অথবা কেবলমাত্র পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে জমা নেওয়া হবে। দ্রষ্টব্য ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-116/2026-27)

ওয়েবসাইট ঃ www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SWASTIK PLYWOOD LIMITED

Regd. Office: "SHYAM TOWERS", 03-319,DH6/11,STREET NO.319, ACTION AREA-ID,KOLKATA, NEW TOWN-700156
CIN : L20291WB1985PLC038657

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31ST, 2026

Amount (Rs. in lacs except EPS)

Particulars	Quarter ended 31.03.2026 Audited	Year ended 31.03.2026 Audited	Year ended 31.03.2025 Audited
Total Income from Operations (net)	2.49	30.60	29.60
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,Exceptional and /or Extraordinary items)	(3.11)	13.76	18.37
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.11)	13.76	18.37
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(17.63)	(0.76)	15.76
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(17.63)	(0.76)	15.76
Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	498.07	234.73
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each)	Basic-(7.34) Dliuted-(7.34)	Basic-(0.32) Diluted-(0.32)	Basic-6.57 Diluted-6.57
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each)	Basic-(7.34) Dliuted-(7.34)	Basic-(0.32) Diluted-(0.32)	Basic-6.57 Diluted-6.57

Note :
a)The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 31st March, 2026 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
b) Scan this QR code to download Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026

For **SWASTIK PLYWOOD LIMITED**
sd/- **Magan Lal Patel**
WTD & CFO
DIN : 00529999

Place : Kolkata
Date : 29.05.2026

ইতিবাচক বার্তা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এক আন্তরিক ও তাৎপর্যপূর্ণ গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ৩০ মে ঃ শনিবার সকালে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাকক্ষে ইতিবাচক বার্তা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এক আন্তরিক ও তাৎপর্যপূর্ণ গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং 'শান্তিনিকেতন ডিজিটাল হাসপাতাল' বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবার ভবিষ্যত নিয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় ও স্মারক প্রদান করে সংবর্ধিত করেন ইতিবাচক বার্তা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মলয় পীট। সংবর্ধিতদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রামপ্রসাদ দাস, অট্টহাস সতীপীঠের সভাপতি অর্চিসমান গুপ্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী নীলমণি রাণা, নবকুমার সরকার, অমিত কুমার ঘোষ এবং শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। অনুষ্ঠানের বক্তারা তাদের বক্তব্যে সমাজ গঠন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবসেবা এবং স্বাস্থ্যসচেতনতার প্রসারে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গুণীজনদের তাদের সামাজিক ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে দীর্ঘদিনের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার এই প্রয়াসকে উপস্থিত সকলে সাধুবাদ জানান। এদিনের আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল 'শান্তিনিকেতন ডিজিটাল হাসপাতাল'। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য, দ্রুত ও স্বচ্ছ করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসা পৌঁছে দিতে ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। মলয় পীট বলেন, সমাজের গুণী ও নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের সম্মান জানানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। একইসঙ্গে প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও সহজ ও নিরাপদ করে তোলার লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। সমাজের বিশিষ্টজন, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। মানবিক মূল্যবোধ, জ্ঞানচর্চা এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবার বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান সকলের মনে ইতিবাচক ছাপ রেখে যায়।

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন রেলের এসএলআর লিজের লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্চেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লীজ

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/৬	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০৬-২০২৬ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১২.২০** ঘন্টায়।

অক্সন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লীজ

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৬-২০২৬ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১১.৩০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER EXTENSION
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIT No.02 of 2026-2027. Tender ID : 2026_WBPWD_5014173_1. Bid submission start date 03.06.2026. Bid submission end date 09.06.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- AE/AESD. ICA- T8944(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online NIeT is invited by the EE, BNWD, P.W. Dte., vide Tender No. WBPWD/EE/BNWD/NIeT-02e/2026-27 for 2 (two) nos. work of "Emergent Internal Repair for change of Occupation of 2 (VI/04,VII/15) & 3 (V/14,VII/25, VI/07) Nos Minister's Quarter at Purbachal Housing Estate, Sector -III, Salt Lake, Kolkata, during the year 2026-27." Estimated Amount put to Tender Rs. 8,20,169/-, Rs.9,55,917/- (T/ID : 2026_WBPWD_5014710_1-2) Bid proposal submission start date & time (Online)-01/06/2026 from 18:55 P.M. Bid proposal Submission end date & time (Online) 08/06/2026 upto 02:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website **http://etender.wb.nic.in** and this Office notice board. Sd/- EE, PWD, BNWD.
ICA- T8945(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Government of West Bengal, Assistant Engineer, Tamralipta Sub-Division, Social Sector, P.W.Dte.
NIeT No: 01 of 2026-27 of AE/TSD/SS/P.W.DTE.
Sealed tenders are hereby invited for and on behalf of the Governor of West Bengal for the Work- "Sinking of a Deep Tubewell 100mm x 50mm dia with installation of 01 (one) number Submersible Pump at Uttar Mechogram Rural Hospital, Purba Mednipur." Estimated Amount- Rs. 333987.00. The details can be obtained from the website Tender ID.: 2026_WBPWD_5014727_1. Submission Start Date:- 06.06.2026 at 9.00 hours, End Date:- 15.06.2026 at 14.00 hours. Corrigendum or Addendum if issued will be published only through Website. Sd/- Assistant Engineer, Tamralipta Sub-Division, Social Sector, P.W.Dte. ICA- T8962(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "SITC of 01(one) no. new passenger Lift in existing lift well and allied E.I work for (G+4 storied) at Academic Building in the Technology Campus, Salt Lake under Calcutta University-----SITC of Passenger Lift." Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-170/2025-26_2nd call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5013832_1

Bid Submission Closing Date (Online)	29.05.2026 upto 15:00 Hrs.	10.06.2026 upto 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	01.06.2026 at 15:05 Hrs.	12.06.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.nic.in

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division
ICA- T8958(1)/2026

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫,
ই-মেইল ঃ allianceudyog@gmail.com **CIN: L70100WB1895PLC001021**
৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত একক এবং সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(ইপিএস বাদে লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র					অস্বতন্ত্র	
		৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৬ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৫ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৬ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৫ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৬ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৫ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৪৫১৮.০০	৫৪২৩.৪০	৫২৮৩.০০	২০৬৪৭.৮০	২১৯৫১.১৮	২০৬৪৭.৮	২১৯৫১.১৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৭২৭.১১	৬৫৮৪.৬০	৬২৩৮.২৬	১৮৭৮০.১২	২৩১৪৮.১৭	১৮৭৮০.১২	২৩১৪৮.১৮
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	৭২৭.১১	৬৫৮৪.৬০	৬২৩৮.২৬	১৮৭৮০.১২	২৩১৪৮.১৭	১৮৭৮০.১২	২৩১৪৮.১৮
৪.	শুল্ক লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	-৩৪৫৩.৩৬	২৩৩৪.৬০	৬২৩৮.২৬	১৪৫৯১.১৯	১৮৯১২.৬০	১৪৫৯১.১৯	১৮৯১২.৬১
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মেলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	-২৩১৯০.২৫	-১১৩৩৩.১৮	১২৩৬২.৪৭	৬২৬০২.৭৯	৯৮৪৫২.১১	২৬০৯০১.৮৮	৮১২৯২.৫১
৬.	ইক্যুটি শেয়ার মূলধন	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০
৭.	সংরক্ষিত (সংরক্ষণ ব্যতীত পুনমূল্যায়ণ পূর্ব বছরের ব্যালেন্সসীট অনুযায়ী)	৭৯৪৩৬৭.৫৮	৭২৮৭৭৯.৮৩	৭২৮৭৭৯.৮৩	৭৯৪৩৬৭.৫৮	৭২৮৭৭৯.৮৩	১০২০০৪৬.১৪	৭৫৬১৫৯.৩০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলমান এবং বন্ধ কারবারের জন্য) -							
	ক) মূল	-৫.৭৬	৩.৮৯	১০.৪০	২৪.৩২	৩১.৫২	৩০.৪১	৩৩.৭৯
	খ) মিশ্র	-৫.৭৬	৩.৮৯	১০.৪০	২৪.৩২	৩১.৫২	৩০.৪১	৩৩.৭৯

দ্রষ্টব্যঃ
(ক) উপরোক্ত ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
(খ) উপরে উল্লিখিতটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিকবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিকবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসই লিমিটেড এর ওয়েবসাইট (www.csindia.com) এ উপলব্ধ।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
কমল কিশোর রাঠি
পরিচালক
DIN: 00613468

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩০ ।০৫ ।২০২৬

শেনট্রাকন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN: L24299WB1993PLC059449
কর্পোরেট অফিসঃ ১৯১০, ১৯তম তলা, ৯ বিজনেস বে, খাকার প্রপার্টি,
এভারশাইন মলের পেছনে, চিনচোলি বান্দর, মালাড (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০৬৪, মহারাষ্ট্র
নিবন্ধিত অফিসঃ ২১, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৫ম তলা, ধর্মতলা, কলকাতা - ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইলঃ info.shentracon@gmail.com । ওয়েবসাইট ঃ www.shentracon.com । যোগাযোগের নম্বরঃ + ৯১ ৮৮২৮২৬৮৭২১

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৩০শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের সভায়, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক ও বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল (আর্থিক ফলাফল) অনুমোদন করেছেন।
স্বাধীন নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ এই আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.shentracon.com/ fin.html-এ আপলোড করা হয়েছে এবং প্রদত্ত QR কোডের মাধ্যমে তা দেখা যাবে।

শেনট্রাকন কেমিক্যালস লিমিটেডের-এর
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও হয়ে
স্বাক্ষরিত /-
অমিত ললিত জৈন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 05263766

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০ মে, ২০২৬

আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস্ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৭০২০০ডব্লুবি২০১৮পিএলসি২২৭১৬৯
রেজিস্টার্ড অফিসঃ বিকানের বিল্ডিং, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, ১ম তল,
রুম নং.-১১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১,
ফোন নং. (০৩৩) ৪৪৫০০৫০০, ইমেল আইডিঃ secretarial@rdbrealty.com , ওয়েবসাইটঃ www.rdbrealty.com

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত	৩১.১২.২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২৫ পরীক্ষিত	স্বতন্ত্র বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত	৩১.০৩.২৫ পরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত	৩১.১২.২৫ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২৫ পরীক্ষিত	অস্বতন্ত্র বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত	৩১.০৩.২৫ পরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	১৫৭৩.২১	৫০৫.৫১	৪৪২.০৩	৩১৫২.০৮	২৬৩১.৭৯	১৮০০৯.৪৭	২১৩৫.৬৬	৩৭৪৯.০৮	২৪৩০২.৬৬	৯৭১৫.৯৯
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের)	২২১.৪৭	১৭৮.৬৫	(৪১৩.২৫)	৬৩৭.২৩	২২৬.৭৪	(৩১৭.৬৮)	(১৮৪.৫৮)	(৭২৪.৪৫)	(৪৫৬.৭৬)	৩৫৪.১৭
৩	করের আগে সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	২২১.৪৭	১৭৮.৬৫	(৪১৩.২৫)	৬৩৭.২৩	২২৬.৭৪	(৩১৭.৬৮)	(১৮৪.৫৮)	(৭২৪.৪৫)	(৪৫৬.৭৬)	৩৫৪.১৭
৪	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৫১.১৭	১৫৮.১৬	(৩৩৮.৮০)	৪৮৪.৯৮	১৬১.২৭	(৪৯৭.১৮)	(৩৫৯.১৯)	(৫৬৯.১৭)	(৮৮৬.০০)	১৮৩.৯৭
৫	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(লোকসান) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	১৫১.৫৮	১৫৪.৯৭	(৩৩৮.৭৯)	৪৮৪.০৮	১৭০.২২	(৪৯৬.৭৭)	(৩৬২.৩৮)	(৫৯৫.০৬)	(৮৮৬.৯০)	১৯২.৯২
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি শেয়ার)	২৬৩০.৮৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	২৬৩০.৮৪	১৭২৮.৩৪	২৬৩০.৮৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	২৬৩০.৮৪	১৭২৮.৩৪
৭	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				১৫০৫৯.৩৮	৫৬৯৪.১২				২২২৩৩	১২৪০৪.৭৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় প্রতিটি ১০ টাকা (চলমান কার্যক্রমের জন্য)										
	মূল (টাকা) - বার্ষিকীকৃত নয়	০.৮১	০.৯২	(১.৯৬)	২.৬০	০.৯৩	(২.০৮)	(২.০৮)	(৩.৪৪)	০.৮৩	১.০৬
	মিশ্র (টাকা) - বার্ষিকীকৃত নয়	০.৮১	০.৯২	(১.৯৬)	২.৬০	০.৯৩	(২.০৮)	(২.০৮)	(৩.৪৪)	০.৮৩	১.০৬

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্ত ফলাফলসমূহ ২৯শে মে, ২০২৬ তারিখে অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরের অংশটি হলো সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি বিএসই-এর ওয়েব পোর্টালে এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে (URL: https://rdbrealty.com/other-information/) উপলব্ধ রয়েছে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করার মাধ্যমেও এটি দেখা যাবে।

আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
প্রদীপ পুগালিগা
পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর
DIN: 00501351

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ মে ৩০, ২০২৬

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদনের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়ার অধীনে যে সকল কাজ সম্পাদন করতে হবে ঃ (১) ই-টেন্ডার নং ঃ ৭৪_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২০ (জেনারেল জোন) ঃ** এইএন/কাটোয়ার অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য (অধিক্ষেত্র ঃ বিবি ল্যুপে কিমি ৮৯/০-১০৭/০ পর্যন্ত, সমস্ত সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনিগুলিতে কাজ সেইসঙ্গে সমস্ত সার্ভিস বিল্ডিং ও অন্যান্য কাঠামোগুলিতে কাঠের ও স্যানিটারি কাজ এবং কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ এবং অন্যান্য ছোটখাটো মেরামতের জন্য জোনাল কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮৫,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৭০,০০০ টাকা। **(২) ই-টেন্ডার নং ঃ ৭৫_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২১ (জেনারেল জোন) ঃ** এইএন/কাটোয়ার অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য (অধিক্ষেত্র ঃ বিবি ল্যুপ, এ-কে এবং কাটোয়া স্টেশন সহ কাটোয়া–বলগোনা বিজি শাখায় (বলগোনা ছাড়া) কিমি ১০৭/০-১২৫/০ পর্যন্ত, সমস্ত সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনিগুলিতে কাজ সেইসঙ্গে সমস্ত সার্ভিস বিল্ডিং ও অন্যান্য কাঠামোগুলিতে কাঠের ও স্যানিটারি কাজ ও কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ এবং অন্যান্য ছোটখাটো মেরামতের জন্য জোনাল কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬৬,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৩২,০০০ টাকা। **(৩) ই-টেন্ডার নং ঃ ৭৬_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২২ (জেনারেল জোন) ঃ** এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য (অধিক্ষেত্র ঃ বিবি ল্যুপে কিমি ০২/০-৮৯/০ পর্যন্ত, সমস্ত সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনিগুলিতে কাজ সেইসঙ্গে সমস্ত সার্ভিস বিল্ডিং ও অন্যান্য কাঠামোগুলিতে কাঠের ও স্যানিটারি কাজ ও কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ এবং অন্যান্য ছোটখাটো মেরামতের জন্য জোনাল কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮৮,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৭৬,০০০ টাকা। **(৪) ই-টেন্ডার নং ঃ ৭৭_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৮ (জেনারেল জোন) ঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য (অধিক্ষেত্র ঃ আজিমগঞ্জ–নৈহাটি শাখায় কিমি ২.২ থেকে ৪৩.৭৪ পর্যন্ত, সার্ভিস বিল্ডিং, কলোনিগুলিতে কাজ সেইসঙ্গে সমস্ত সার্ভিস বিল্ডিং ও অন্যান্য কাঠামোগুলিতে কাঠের ও স্যানিটারি কাজ ও কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ এবং অন্যান্য ছোটখাটো মেরামতের জন্য জোনাল কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,২০,০০০ টাকা। **(৫) ই-টেন্ডার নং ঃ ৭৮_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ২৯ (জেনারেল জোন) ঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য (অধিক্ষেত্র ঃ আজিমগঞ্জ স্টেশন এবং আজিমগঞ্জ সার্ভিস বিল্ডিংয়ের সমস্ত অ্যাসেট, কলোনিগুলিতে কিমি ১২৫/০-১৮১/০ পর্যন্ত সেইসঙ্গে সমস্ত সার্ভিস বিল্ডিং ও অন্যান্য কাঠামোগুলিতে (আজিমগঞ্জ লোকো শেড এবং আজিমগঞ্জ কোচিং ডিপোর জন্য ২০০০০০০) কাঠের ও স্যানিটারি কাজ ও কালার ওয়াশ/হোয়াইট ওয়াশ এবং অন্যান্য ছোটখাটো মেরামতের জন্য জোনাল কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮৮,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৭৬,০০০ টাকা। **(৬) ই-টেন্ডার নং ঃ ৭৯_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৩৩ (রোড জোন – এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) ঃ** এইএন/কাটোয়ার অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য, সিনিয়র ডিইএন/৩/ হাওড়ার অধিক্ষেত্রে কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **(৭) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮০_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৩৪ (রোড জোন – এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) ঃ** এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য, সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **(৮) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮১_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৩৫ (রোড জোন – এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) ঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য, সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **(৯) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮২_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৪৫ (ব্রিজ জোন)** - এইএন/কাটোয়ার অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্রিজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, এইএন/কাটোয়া শাখার এফওবি, আরইউবি/আরওবি ইত্যাদি সমেত সমস্ত ব্রিজের কাজ, ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **(১০) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮৩_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৪৬ (ব্রিজ জোন)** - এইএন/নবদ্বীপধামের অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্রিজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, এইএন/নবদ্বীপধাম শাখার এফওবি, আরইউবি/আরওবি ইত্যাদি সমেত সমস্ত ব্রিজের কাজ, ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **(১১) ই-টেন্ডার নং ঃ ৮৪_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ জোন নং ৪৭ (ব্রিজ জোন)** এইএন/আজিমগঞ্জের অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্রিজের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, এইএন/আজিমগঞ্জ শাখার এফওবি, আরইউবি/আরওবি ইত্যাদি সমেত সমস্ত ব্রিজের কাজ, ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **(১২) ই-টেন্ডার নং ঃ ৯৬_২০২৬-২৭-জোন, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/আজিমগঞ্জের অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং গেটে সাবমার্সিব্‌ল পাম্প দ্বারা জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে নবদ্বীপধাম রেলওয়ে কলোনির জন্য পাইপলাইন, অতিরিক্ত ইলেক্ট্রিক্যাল মিটার কাম স্যুইচ সমেত পাম্প হাউস সহ গভীর নলকূপ (৩৫০×২০০) খননের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯৩,৩৫,৩৭৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৮৬,৭০০ টাকা। **(১৩) ই-টেন্ডার নং ঃ ৯৭_২০২৬-২৭, তারিখ ২৯.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিশন ঃ টিএফটিআর-৩.০০৮ টিকেএম, বিডিসি-কেডব্লুএইঃ আপ ১২.৬২৫-১৩.১০০ = ০.৪৭৫ কিমি, ৭৬.২৮৫-৭৬.৪৬৬ = ০.১৮১ কিমি, ১১.৯৩০-১২.৮২০ = ০.৮৯০ কিমি, ৭৬.২৮৬-৭৬.৪৫০ = ০.১৬৪ কিমি, ৭৯.৫৯৭-৮০.৩১০ = ০.৭১৩ কিমি, ৮০.৪৪০-৮১.০২৫ = ০.৫৮৫ কিমি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,৭৮,০১,৬৯২.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৯,৫৬,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ক্রঃ নং ১ থেকে ১১-এর জন্য ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমা, ক্রঃ নং ১২-এর জন্য অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ০৪ (চার) মাস এবং ক্রঃ নং ১৩-এর জন্য অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না, যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার গ্রাহ্য করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৬.২০২৬-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি জমা করা ঃ ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য নেট ব্যাঙ্কিং অথবা কেবলমাত্র পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে জমা নেওয়া হবে। দ্রষ্টব্য ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-113/2026-27)

ওয়েবসাইট ঃ www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভোজন

নিরামিষ মানেই কি শুধু সেদ্ধ আর স্বাদহীন খাবার? ধারণাই বদলে দেবে

আজও অনেকের বাড়িতে নিরামিষ শব্দটা শুনলেই মুখ ভার হয়ে যায়। বিশেষ করে বাচ্চাদের কাছে নিরামিষ মানেই যেন একঘেয়ে, পানসে আর অনিচ্ছার খাবার। বড়দের মধ্যেও কমবেশি একই ধারণা কাজ করে। অথচ পুষ্টিবিদদের মতে, সপ্তাহে অন্তত এক দিন নিরামিষ খাবার রাখা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। অতিরিক্ত প্রাণীজ প্রোটিন শরীরে নানা সমস্যার কারণ হতে পারে। তাই খাদ্যতালিকায় ভারসাম্য রাখতে নিরামিষ খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু নিরামিষ মানেই যে স্বাদহীন খাবার, এই ধারণা একেবারেই ভুল। সামান্য কিছু উপকরণ আর একটু নতুনভাবে রান্না করলেই নিরামিষ খাবার হয়ে উঠতে পারে ভীষণ সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং মন ভরানো। জলখাবার থেকে লাঞ্চ, এমনকি রাতের ডিনারেও সহজেই জায়গা করে নিতে পারে এই পদগুলি। অফিসের টিফিনেও নিয়ে যাওয়া যায় অনায়াসে। রইল এমনই ৫টি সহজ অথচ লোভনীয় নিরামিষ রেসিপি, যা একবার খেলে আমিষপ্রেমীরাও নিরামিষের প্রেমে পড়বেন।

১. পনির র‍্যাপ - স্বাস্থ্যকর অথচ দারুণ সুস্বাদু- যারা দ্রুত কিছু বানাতে চান, তাঁদের জন্য পনির র‍্যাপ আদর্শ। প্রথমে ছোট ছোট কিউব করে কাটা পনির হালকা তেলে সেঁকে নিন। এর সঙ্গে দিন ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম এবং টমেটো। চাইলে গাজর, বিনস, মটরশুঁটিও যোগ করতে পারেন। সবজি নরম হয়ে এলে নুন, গোলমরিচ, সামান্য সয়া সস এবং চিলি সস মিশিয়ে ভালোভাবে টস করুন। এবার একটি গরম রুটির মধ্যে এই মিশ্রণ ভরে রোল করে নিলেই তৈরি পনির র‍্যাপ। এটি যেমন পেট ভরায়, তেমনই স্বাদেও অসাধারণ। সকালের জলখাবার থেকে বিকেলের হালকা খাবার- সব সময়েই মানানসই।

২. স্পিন্যাচ-কর্ন স্যান্ডউইচ - স্বাস্থ্য আর স্বাদের নিখুঁত মেলবন্ধন-পালং শাক আর ভুট্টার যুগলবন্দি শুধু পুষ্টিকর নয়, স্বাদেও অনবদ্য। প্রথমে সামান্য মাখনে কুচোনো পেঁয়াজ হালকা ভেজে নিন। তারপর দিন কুচি করা পালং শাক এবং আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা ভুট্টার দানা। নুন, গোলমরিচ এবং চিলি ফ্লেক্স ছড়িয়ে নেড়ে নিন। মিশ্রণটি মাখোমাখো হয়ে এলে নামিয়ে তাতে সামান্য মেয়োনিজ বা ক্রিম চিজ মিশিয়ে নিন। এরপর দুই টুকরো টোস্ট করা পাউরুটির মাঝে পুর ভরে পরিবেশন করুন। বাচ্চাদের টিফিনের জন্যও এটি দারুণ একটি অপশন।

৩. ভেজ ফ্রায়েড রাইস - ঘরোয়া স্বাদে জমজমাট- বাড়িতে আগের দিনের ভাত পড়ে আছে? সেটিকেই নতুন রূপ দিতে বানিয়ে ফেলুন ভেজ ফ্রায়েড রাইস। কড়াইয়ে সামান্য তেল গরম করে তাতে রসুন কুচি ভেজে নিন। এরপর বাড়িতে থাকা পছন্দের সবজি- গাজর, ক্যাপসিকাম, বিনস, মটরশুঁটি বা ভুট্টা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিন। সবজি সামান্য নরম হয়ে এলে ভাত দিয়ে মিশিয়ে দিন। উপরে সয়া সস, গোলমরিচ এবং কাঁচালঙ্কা কুচি ছড়িয়ে দিন। খুব কম সময়ে তৈরি হওয়া এই খাবারটি যেমন সুস্বাদু, তেমনই পেট ভরানো। যারা ডায়েট করছেন কিন্তু ভাত ছাড়া চলতে পারেন না, তাঁদের জন্যও এটি চমকার বিকল্প।

৪. স্যালাড বোল - অল্পতেই পেট ভরানোর সহজ উপায়স্বাস্থ্য সচেতনদের জন্য স্যালাড বোল হতে পারে দিনের সেরা খাবার। ডুমো করে কাটা শশা, টমেটো, পেঁয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে নিন সেদ্ধ কর্ন, ছোলা, মটরশুঁটি বা হালকা সেঁকা পনির। এরপর বানিয়ে ফেলুন একটি বিশেষ ড্রেসিং। একটি পাত্রে টক দই, এক চা-চামচ মধু, লেবুর রস, অলিভ অয়েল, নুন, গোলমরিচ এবং চিলি ফ্লেক্স মিশিয়ে নিন। এই ড্রেসিং স্যালাডের উপর ছড়িয়ে দিলেই তৈরি রেস্টুরেন্ট -স্টাইল স্যালাড বোল। এটি শুধু স্বাস্থ্যকর নয়, দীর্ঘ সময় পেট ভরিয়ে রাখতেও সাহায্য করে। গরমের দিনে হালকা খাবার হিসেবে এর জুড়ি নেই।

৫. টমেটো পাস্তা - সহজ রেসিপিতে বিদেশি স্বাদ- পাস্তা খেতে ভালোবাসেন কিন্তু ঝামেলায় যেতে চান না? তাহলে এই সহজ টমেটো পাস্তা আপনার জন্য। প্রথমে সামান্য মাখনে রসুন কুচি ভেজে নিন। এরপর এক চামচ ময়দা দিয়ে দ্রুত নাড়তে থাকুন যাতে দলা না বাঁধে। অল্প অল্প জল মিশিয়ে তৈরি করুন হালকা সস। এরপর টমেটো সস, নুন, গোলমরিচ এবং চিলি ফ্লেক্স দিয়ে ফুটিয়ে নিন। সিদ্ধ করা পাস্তা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। নামানোর আগে উপর থেকে ধনেপাতা বা অরিগ্যানো ছড়িয়ে দিলে স্বাদ আরও বেড়ে যাবে। বাড়ির ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও এই পদ খেতে ভীষণ পছন্দ করবেন।নিরামিষ খাবার কেন জরুরি?

NAME CHANGE

OLD NAME ACHRA SK S/O SONA SK RESIDENT OF VILL + PO SALIGRAM P.S NAKA SHIPARA DIST NADIA PIN 741154 I HAVE CHANGED MY NAME FROM ACHRA SK TO ACHRA SEKH AND MY FATHER SONA SK. TO SONA SEKH AND HANCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS ACHRA SEKH AND MY FATHER KNOWN AS SONA SEKH IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO - 38 'SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KRISHNAGER ON 22-5-26 I ACHRA SEKH AND ACHRA SK AND MY FATHER SONA SEKH AND SONA SK BOTH ARE ONE AND SAME IDENTICOL PER

NAME CHANGE

I, Amanddin Sarkar (old name) S/o- Late Akubuddin Mandal residing at Nahit, Danagram, Harirampur, Dist- Dakshin Dinajpur, Pin-733125 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AMANDDIN SARKAR to AMNUDDIN SARKAR and henceforth I shall be known as AMNUDDIN SARKAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 29/05/2026. AMANDDIN SARKAR (old name) and AMNUDDIN SARKAR (new name)both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manik Jayswal (old name) S/o- Gangaram Jaysowal residing at Gandhi park, Englishbazar, Englishbazar, Dist-Malda, Pin-732101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MANIK JAYSWAL to MANIK JAYSOWAL and henceforth I shall be known as MANIK JAYSOWAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/05/2026. MANIK JAYSWAL (old name) and MANIK JAYSOWAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, KHOBIR MONDAL, S/O- Rasul Box Mondal, residing at Vill-Simla, P.O.-Chotkhanda, P.S. -Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713146, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as KHABIR MONDAL in all purpose vide affidavit No. 109 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 05/05/2026. That KHOBIR MONDAL and KHABIR MONDAL both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GYASUDDIN MONDAL S/O- Khabir Mondal, resident of Vill-Simla, Chotkhanda, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, Pin. 713146, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as GIYAS UDDIN MONDAL in all purposes, vide affidavit No. 110 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 05/05/2026. That GYASUDDIN MONDAL and GIYAS UDDIN MONDAL both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahasweta Roy @ Mahasweta Dutta W/O- Abhigyan Dutta, resident of Tarabag, P.O.- Rajbati, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, W.B. Pin-713104, I have changed my name and shall henceforth be known as MAHASWETA ROY DUTTA in all purposes vide affidavit no 8519 Dated 15/02/2019 before The Executive Magistrate, Purba Bardhaman. That Mahasweta Roy, Mahasweta Dutta and Mahasweta Roy Dutta all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suchitra Jayswal (old name) W/o- Manik Jaysowal residing at Gandhi park, Englishbazar, Englishbazar, Dist-Malda, Pin-732101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUCHITRA JAYSWAL to SUCHITRA JAYSOWAL and henceforth I shall be known as SUCHITRA JAYSOWAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 30/05/2026. SUCHITRA JAYSWAL(old name) and SUCHITRA JAYSOWAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arup Jayswal (old name) S/o- Manik Jaysowal residing at Gandhi park, Englishbazar, Englishbazar, Dist-Malda, Pin-732101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ARUP JAYSWAL to ARUP JAYSOWAL and henceforth I shall be known as ARUP JAYSOWAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the first class judicial Magistrate at Malda dated 06/05/2026. ARUP JAYSWAL (old name) and ARUP JAYSOWAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jasimaddin Maulana (old name) S/o- Giyasuddin Seikh residing at Baudharkishmat, Mahisasthali, Bhagawangola, Dist- Murshidabad , Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JASIMADDIN MAULANA to JOSIMUDDIN SK and henceforth I shall be known as JOSIMUDDIN SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 29/05/2026. JASIMADDIN MAULANA (old name) and JOSIMUDDIN SK (new name)both are same and one identical person.

ত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগ

ছোটন বিশ্বাস ঃ-নদীয়া- নবদ্বীপের বড়ালঘাটে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক নতুন মাত্রা পেল। একদিকে প্রশাসনিক তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে, অন্যদিকে এই ঘটনাকে সামনে রেখে তৃণমূল পরিচালিত পৌর প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছে বিজেপি। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে বিজেপি বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী।

R. K. WIRE PRODUCTS LIMITED

Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake Kolkata- 700091

webiste- www.rkwire.com **Email Id**- info@rkwire.com Phone : 46022790

CIN: L17233WB1983PLC036948

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.26	31.12.25	31.03.25	31.03.26	31.03.25
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	**Revenue from Operations**					
	Sale of Products	1,972.99	1,668.56	1,306.38	6,740.41	7,639.23
	Other Income	48.58	17.62	49.36	170.79	125.74
	Total Income	**2,021.57**	**1,686.19**	**1,355.74**	**6,911.20**	**7,764.97**
2	**Expenses**					
	Cost of Material Consumed	1,264.39	1,351.54	1,048.87	4,347.70	5,593.46
	Purchase of Stock-in-trade	596.20	118.22	188.13	1,271.65	418.38
	Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-trade	(64.77)	-115.85	(333.89)	203.27	(65.16)
	Employee Benefits Expenses	57.02	45.55	67.26	200.33	209.72
	Finance Cost	5.57	0.86	2.17	6.81	10.02
	Depreciation, amortization and impairment	18.59	21.93	21.44	83.96	85.33
	Other Expenses	122.86	166.5	325.53	556.36	981.89
	Total Expenses	**1,999.86**	**1,588.75**	**1,319.50**	**6,670.08**	**7,233.64**
3	**Profit/ (Loss) before Exceptional Item & Tax (1 - 2)**	**21.71**	**97.43**	**36.24**	**241.12**	**531.33**
4	Exceptional Item	(2.57)	-	-	(2.57)	(2.82)
5	**Profit/ (Loss) before Tax (3 - 4)**	**19.14**	**97.43**	**36.24**	**238.55**	**528.51**
6	Tax Expenses					
	Current Tax	8.36	23.38	12.00	65.11	130.15
	Earlier Years	-	-	-	2.02	-
	Deferred	0.38	-	(1.32)	0.38	(1.32)
7	**Profit/ (Loss) for the period (5 - 6)**	**10.40**	**74.05**	**25.56**	**171.04**	**399.68**
8	Other Comprehensive Income					
	(i) Item that will not be reclassified to proft or loss remeasurement of post employment benefit obligation	-	-	-	-	-
	(ii) Income Tax relating to above	-	-	-	-	-
	Other Comprehensive Income (OCI) for the period (net of taxes)	-	-	-	-	-
	Other Comprehensive Income for the period, net of taxes	-	-	-	-	-
9	Total Comprehensive Income for the period (7 + 8)	**10.40**	**74.05**	**25.56**	**171.04**	**399.68**
10	Paid-up equity share capital (Face value - Rs. 10/-)	**74.98**	**74.98**	**74.98**	**74.98**	**74.98**
11	Other Equity					
12	"Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10 each (not annualised):					
	Basic (Rs.)	**1.39**	**9.88**	**3.41**	**22.81**	**53.31**
	Diluted (Rs.)	**1.39**	**9.88**	**3.41**	**22.81**	**53.31**

Notes :

1. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors held on 30th May 2026. The above financial results are prepared in accordance with the Ind AS as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevent rule issued thereunder.
2. The Auditors have carried out an audit of the results of the company for the Financial Year ended 31st March 2026. There are no qualifications in the Auditors Report on these financial results.
3. Figures for the Quarter ended 31st March 2026 represent the balancing figures between the audited figure in respect for the full financial year and the un-audited published year to date figure upto the 3rd quarter of the financial year.
4. Previous years figures have been Regrouped/ Reclassified wherever necessary to correspond with current years classification/disclosure.

For R. K. Wire Products Ltd.
Sd/-
Chetan Bagaria
Director
(DIN - 01226808)

Place : Kolkata
Dated : 30.05.2026

DHAVAL EXPORTS LIMITED

CIN : L51900WB2005PLC101305

Regd. Office : P-9, Shibtolla Street, 4th Floor, Kolkata-700 007

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTE/YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

[See regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(₹ in Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2026	Year to date figures/previous year ended 31.03.2026	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.03.2025
1	Total Income from Operations	-	6.000	4.200
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	8.707	(2.160)	6.263
3	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax after Exceptional and / or Extraordinary items)	8.707	(2.160)	6.263
4	Net Profit /(Loss) for the period (after Tax after Exceptional and / or Extraordinary items)	8.708	(2.160)	6.129
5	The Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))]	8.708	(2.160)	6.129
6	Equity Share Capital	99.600	99.600	99.600
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	186.218	186.218	184.997
8	Earning Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1, Basic :	0.874	(0.217)	0.615
	2. Diluted:	0.874	(0.217)	0.615

Notes :

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly /Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

c) #- Exceptional an/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind -AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

FOR DHAVAL EXPORTS LIMITED
Sd/-
Nitesh Jain
Director

Place : Kolkata
Date : 30.05.2026

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN L65921WB1990PLC048885

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৪তম তলা, স্যুইট নং ১৪০৫, ওম টাওয়ার্স, ৩২, চৌঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

ফোন নং ৯১-২২-৬৬৩০১১৫৬ ইমেইল করুন abhishek@pal.in ওয়েবসাইট www.gallin

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বার্ষিক সমাপ্ত	
		৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
		(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নিট)	১৬০৪৩.৩৫	১৪৮৩৯.৬৬	১৪৩৭৪.৭২	৬১৩৬২.৭২	৫৮৪৭৪.২৫
২.	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবংঅথবাঅসাধারণ আইটেম সমূহ বাদ দেওয়ার পূর্বে)	১৩৮০.৫৭	৮২২৯.৬৪	৪৬৭.২৭	৫৩২৭৫.৭৫	১১৭০৮.৫০
৩.	কর-পূর্ববর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবংঅথবাঅসাধারণ আইটেম সমূহ সমন্বয়-পরবর্তী)	-৭৩৫.০৮	৮২২৯.৬৪	৪৬৭.২৭	৫১১৬০.১০	১১৭০৮.৫০
৪.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবংঅথবাঅসাধারণ আইটেম সমূহ বাদ দেওয়ার পর)	-১১৮৫.৭৫	৭১৯৫.০৯	-৯০১.৭০	৪৭৩৪৫.৩৬	৬৭২৭.৫৬
৫.	উক্ত সময়ের মোট সামগ্রিক আয় যা গঠিত উক্ত সময়ের মুনাফা(ক্ষতি)(কর-পরবর্তী) অন্যান্যসামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) দ্বারা	-৪৫৭০.৭৪	৬৪১৬.৪১	-২৭৯৮.৫৪	৪৩৬০৭.৪৯	৩৮৭০.৩৮
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন(প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০- টাকা)	৫০৮২৪.০০	৫০৮২৪.০০	৫০৮২৪.০০	৫০৮২৪.০০	৫০৮২৪.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের)(বার্ষিকীকৃত নয়)ঃ (টাকায়) মৌলিক ও লঘুকৃত	-০.৯০	১.২৬	-০.৫৫	৮.৫৮	০.৭৬

টীকাঃ

১. উপরোক্ত ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২. উপরোক্ত অংশটি হলো ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ যা SEBI (LODR) Regulations, 2015-এর বিধি ৩৩ (Regulation 33) অনুযায়ী CSE Ltd-এর নিকট দাখিল করা হয়েছে। উক্ত ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **https:www.cse-india.com** এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট **www.pafl.in-**এ পাওয়া যাবে।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষরিত-অভিষেক গুপ্ত
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্থানঃ মুম্বাই
তারিখ ঃ ৩০.০৫.২০২৬

DIN– 05269803

মালদায় সবুজ সংকেত আম রপ্তানিকারকদের

অভিষেক দাস, মালদা-সবুজ সংকেত রপ্তানিকারকদের। গত মরশুমে গুনগতমান নিম্নমানের থাকায় অধিক রপ্তানি সম্ভব হয়নি। এবার মরশুমের প্রথম থেকেই গুনগতমানের উপর জোর দিয়েছিলেন কৃষকেরা। যাতে মরশুমের প্রথমেই রপ্তানিযোগ্য আম উপাদিত হয়। কলকাতার পাঁচ রপ্তানিকারক মালদায় এসে এবারের আমের গুনগতমান দেখে খুশি। এমনকি এই আম ইউরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানি সম্ভব জানিয়ে দিলেন রপ্তানিকারকেরা।গত বছর মালদার ১৫ মেট্রিক টন আম বিদেশে রপ্তানি হয়েছিলো। এই বছর প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন আম রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়েছেন মালদার আমব্যবসায়ী থেকে রপ্তানিকারকেরা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে আমচাষী ও রপ্তানিকারকদের মধ্যে এক বৈঠক করানো হয়। মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় .শতাধিক আমচাষী ছিলেন। কলকাতা থেকে পাঁচ জন ও মালদার একজন রপ্তানিকারক উপস্থিত ছিলেন। মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী দৃষ্যান্ত কুমার রাঘব বলেন, রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে প্রথম থেকেই জোর দেওয়া হযেছিলো। কৃষকদের নিয়ে ফার্মার ক্লাব করা হয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণ থেকে আধুনিক কৃষি সামগ্রী বিলি করা হয়েছে। গতবছর আমের গুনগত মান ভালো না থাকায় অল্প পরিমাণ আম রপ্তানি হয়েছিলো। এই বছর ভালো আম

উৎপাদন হচ্ছে। বিদেশে আরো বেশি আম রপ্তানি হবে আশা করছি। ইতিমধ্যে রপ্তানিকারকেরা আমের গুনগত মান দেখে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। আমের জন্য বিখ্যাত মালদা জেলা। বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রমশ মালদার আমের বাজার সংকুচিত হচ্ছিল। স্থানীয় বাজার ও পার্শ্ববর্তী কিছু রাজ্যে মালদা আম বিক্রি হচ্ছিল। পুরনো কিছু পদ্ধতি ও অতিরিক্ত পরিমাণে রাসায়নিক প্রযোগের ফলে আমের সুণাম নষ্ট হয়েছিল। মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেঃদ্র জেলার আমের সুনাম পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বিগত কযেক বছর ধরেই একাধিক পরিকল্পনা নেয়। পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে বেশ কিছু বাগানে এক্সপেরিমেঃট করেন। গত বছর থেকে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগেই প্রথম শুরু হয় আমের ব্যাগিং। এছাড়াও আধুনিক পদ্ধতিতে আম উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কৃষকদের। এতেই বাজিমাত। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ২০০ জন আম চাষিদের নিযে. তৈরি করা হয়েছে কৃষক ক্লাব। মূলত তারাই মালদায. রপ্তানিযোগ্য আম উপাদনে প্রচেষ্টা করছেন। সরকারিভাবে তাদের সমস্ত রকম সাহায্য করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মালদা জেলার তিনটি প্রজাতির আম জিআই পেয়েছে। অ্যাপেডার এর পক্ষ থেকেও মালদার আমের গুণগত মানের যে শংসাপত্র তা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় বিদেশে আমরপ্তানির প্রয়াস শুরু হয়েছে। মূলত মালদার লক্ষণভোগ, ল্যাংড়া ও হিমসাগর এই তিন প্রজাতির আম প্রথম দিকে রপ্তানির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ফজলি বৃন্দাবনী আশিনা আম বিদেশে পাঠানো হবে। আগস্ট মাসের দিকে এই দুই প্রজাতির আম পাকে। সে সময .বিদেশের বাজারে ভালো দাম পাওযা়র সম্ভাবনা রযেছে। মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে রপ্তানিযোগ্য আম উপাদিত হচ্ছে মালদায়। এই বছর আমরা আশা করছি ৫০০ মেট্রিক টন আম বিদেশে পাঠাতে পারব। কলকাতার রপ্তানিকারকেরা ইউরোপের দেশ গুলিতে মূলত উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশ থেকে আম রপ্তানি করেন। পশ্চিমবঙ্গের আমের সুনাম থাকলেও গুণগত মান ভালো না থাকায় এতদিন আম রপ্তানি হয়নি। এবছর মালদা জেলায় প্রায় তিন লক্ষ আমে ব্যাগিং করা হয়েছে। এছাড়াও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন করতে যে ধরনের পরিকাঠামো থেকে পরিচর্যা দরকার সবটাই হচ্ছে মালদার আমে। ধীরে ধীরে মালদার আম আবারও সুনামের দিকে এগোচ্ছে। আগামীতে আবারো মালদার আমের ওপর জেলার অর্থনীতি অনেকটাই চাঙ্গা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED

CIN No : L6599WB1908PLC1838

Regd. Office : 5, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700 001

Phone: 033-22487093,23430875/40056005 **Email Id:** tirrihannah.co@gmail.com, **Website:** www.tirrihannah.co.in

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2026

(In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter ended 31.12.2025 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2026 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	121.93	499.72	755.10	1283.97	1697.34
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(283.75)	56.58	140.75	(484.22)	24.19
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(283.75)	56.58	140.75	(484.22)	24.19
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	(284.35)	56.58	140.83	(484.83)	24.27
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(284.35)	56.58	140.83	(484.83)	24.27
6	Equity Share Capital	318.69	318.69	318.69	318.69	318.69
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	(8.92)	1.78	4.42	(15.21)	0.76

Note :

1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Audited Financial Results is available on the Calcutta Stock Exchange and also on the websites of the company

2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2026.

For Tirrihannah Co Ltd.
Sd/-
Umesh Kankani
Whole Time Director)
(DIN:00652561)

Place : Kolkata
Date : 30.05.2026

প্রথমবারের জন্য ভুট্টা প্ররণের সাফল্য অর্জন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৩০ মেঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুর সিটি স্টেশন পর্যন্ত ভুট্টার প্রথম লোডিং সফলভাবে প্রেরণ করার মাধ্যমে, পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আরও একটি নতুন মাইলফলক অর্জন করেছে।২৭ মে, ২০২৬ তারিখে, তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে রুদ্রপুর সিটি স্টেশন পর্যন্ত পরিবহনের উদ্দেশ্যে মোট ১৩১০.৪ টন ভুট্টা লোড করা হয়। এই পরিবহন দ্বারা ৩০,২০,৯৪৪ টাকা পণ্য পরিবহন রাজস্ব আয় হয়েছে।মে ২০২৬-এ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত স্টেশনগুলি থেকে ভুট্টার লোডিং-এ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির রেকর্ড করেছে, যার ফলে পণ্য পরিবহন শক্তিশালী হয়েছে এবং রাজস্ব আযেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ১৫ মে ২০২৬ তারিখে তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে নর্দার্ন রেলওয়ের ভাটিন্দার জন্য ভুট্টার একটি রেক লোড করা হয়। পরবর্তীকালে, ২১ মে ২০২৬ তারিখে তুফানগঞ্জ থেকে নর্দার্ন রেলওয়ের খেমকরণের জন্য ভুট্টার আরেকটি রেক পাঠানো হয়। এছাড়াও, ২৬ মে ২০২৬ তারিখে ফালাকাটা স্টেশন থেকে খ।গপুরের জন্য একটি ভুট্টার রেক রওনা হয়। তিনটি রেকের চলাচলের ফলে সম্মিলিতভাবে প্রায় ১০.১৯ লক্ষ টাকার পণ্য পরিবহন রাজস্ব আয় করা সম্ভব হয়েছে।পণ্য পরিবহনের এই নতুন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন, কৃষি পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী এবং আন্ত ঃরাজ্য বাণিজ্য সংযোগ বৃদ্ধি করতে রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। এটি কৃষি পণ্যের পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলওয়েকে একটি নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকেও প্রতিফলিত করে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য পরিবহন সম্প্রসারণ এবং কৃষকদের, ব্যবসায়ীদের এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য ও লাভজনক লজিস্টিক সমাধানের সুবিধার্থে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

HALDER VENTURE LIMITED

CIN:L74210WB1982PLC035117

Registered Office :16, Strand Road, Diamond Heritage Building, 10th Floor, Unit 1012, Kolkata - 700001

Ph.:- +91-33-6607-5556, +91-33-6607-5557 **Email** :- info@halderventure.in **Website** :- www.halderventure.in

EXTRACT OF THE AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl No	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Three Months Ended			Year ended		Three Months ended			Year Ended	
		31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.12.2025	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	21,816.13	7,363.09	23,180.38	45,067.80	77,226.73	29,991.35	14,525.70	14,698.67	64,619.95	84,446.96
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	293.62	249.07	827.11	1,288.60	3,565.54	2,017.29	2,121.32	104.95	4,045.04	3,977.34
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	293.62	249.07	827.11	1,288.60	3,532.35	2,017.29	2,121.32	103.87	4,045.04	3,944.15
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	283.98	217.10	489.04	999.52	2,311.95	1913.40	2,078.27	-841.34	3,190.24	2,110.63
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	293.94	233.19	475.58	1,018.83	2,298.49	1519.97	1,412.94	-837.85	2,476.27	1,971.24
6	Equity Share Capital	1,243.81	1,243.81	414.60	1,243.81	414.60	1161.54	1,159.73	386.58	1,161.54	386.58
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	14,113.78	14,048.53	-	-	-	16,689.56	14,925.00
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)										
	Basic : (₹)	2.28	1.75	4.85	8.04	22.93	15.58	16.71	(8.35)	25.65	20.94
	Diluted : (₹)	2.28	1.75	4.85	8.04	22.93	15.58	16.71	(8.35)	25.65	20.94

- Exceptional and/ or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules.

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly and annual financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 33 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly and annual financial results is available on the websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and on Company's website (www.halderventure.in)

b) The Audited Financial results for the quarter and year ended on 31st March, 2026 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th May, 2026.

c) Figures of previous periods have been regrouped/rearranged wherever necessary to confirm to current period presentation.

d) The Company has approved segment wise reporting for the quarter and year ended 31st March, 2026.

For Halder Venture Limited
Sd/-
KESHAB KUMAR HALDER
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00574080

Place : Kolkata
Dated : 29.05.2026

পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে পুরুলিয়া বন বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩০ মে ঃ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে পুরুলিয়া বন বিভাগ। গত শীতের মরশুমেই জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় গাছে গাছে লাগানো হয়েছে বিশেষ পরিবেশবান্ধব কৃত্রিম পাখির বাসা। বনদফতরের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে প্রকৃতি প্রেমী ও পর্যটকদের। একটা সময় বছরের বিভিন্ন মরশুমে জঙ্গলমহলের বনাঞ্চল, জলাশয় ও পাহাড়ি এলাকায় দেখা মিলত নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখির।

কিন্তু ক্রমবর্ধমান আলোর ঝলকানি, শব্দ দূষণ, বনাঞ্চল সংকোচন ও মানুষের বাড়তি কোলাহলের কারণে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে তাদের আনাগোনা। হারিয়ে যাচ্ছে ভোরের পাখির কিচিরমিচির শব্দও। এই পরিস্থিতিতে পাখিদের জন্য নিরাপদ ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতেই উদ্যোগী হয়েছিল বন বিভাগ। একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বনদফতর বিশেষ ধরনের ক্যামোফ্লেজ নকশার বাসা তৈরি করেছিল। এই বাসাগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে তা গাছের পরিবেশের সঙ্গে সহজেই মিশে যায় এবং পাখিরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। বনাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে এই বাসা বসানো হয়। আর তাতেই মিলেছে বিরাট সাফল্য। এই বাসাগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছে পাখিরা। এই বিষয়ে পুরুলিয়া বন বিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ জানান, বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সামার ক্যাম্প, নেচার ক্যাম্প ও উইন্টার ক্যাম্পে যে সমস্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আসে, তাদের কাছে প্রকৃতি ও পাখি সংরক্ষণের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে তারা অনেকটাই সফল। এটা তাদের কাছে খুবই ভাল লাগার। রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে জঙ্গলমহল ও পুরুলিয়ার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বছরের বিভিন্ন মরশুমে অযোধ্যা পাহাড়, বাঘমুন্ডি ও সংলগ্ন এলাকায় ভিড় জমান বহু পর্যটক। কেউ আসেন রক ক্লাইম্বিং করতে, কেউ বা নেচার ক্যাম্প ও জঙ্গল এক্সপ্লোরেশনের টানে। এই কৃত্রিম পাখির বাসা পর্যটকদের কাছেও নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ধীরে, ধীরে। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কেও ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

শিয়ালদহে যাত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো হারানো ব্যাগ

কলকাতা, ৩০ মে ঃ সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার এক হৃদয়স্পর্শী নজির স্থাপন করে, কর্তব্যরত 'চিফ ইন্সপেক্টর অফ টিকিট' এক যাত্রীর হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ সফলভাবে উদ্ধার করে তার প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ওই ব্যাগে মূল্যবান নথিপত্র ও নগদ অর্থ ছিল। একটি সাধারণ যাত্রাপথে, এক যাত্রী ভুলবশত শিয়ালদহ-কল্যাণী এসি লোকাল ট্রেনে (ট্রেন নং ৩১৩৪৭) নিজের ব্যাগটি ফেলে যান। ওই ব্যাগে প্যান কার্ড, এটিএম ও ডেবিট কার্ডসহ বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত নথিপত্র এবং ৬০০ টাকা নগদ অর্থ ছিল। অনাথ অবস্থায় পড়ে থাকা ব্যাগটি কর্তব্যরত 'চিফ ইন্সপেক্টর অফ টিকিট' বিশ্বজিত আচার্য্যের নজরে আসে। ব্যাগের ভেতরের নথিপত্রগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে, তিনি অবিলম্বে সেটির সুরক্ষার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। যাত্রীর সাথে যোগাযোগের কোনো উপায় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে তিনি ব্যাগের ভেতরের কাগজপত্রগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করেন। তিনি শেষমেশ ওই যাত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন এবং তাঁকে জানান যে, তাঁর হারানো জিনিসপত্র সম্পূর্ণ নিরাপদেই রয়েছে। এরপর রেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, ব্যাগটি তার ভেতরের সমস্ত জিনিসপত্রসহ অক্ষত অবস্থায় ওই স্বস্তিময় যাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। নিজের সততা, ক্ষিপ্রতা এবং অসাধারণ জনসেবার জন্য ওই যাত্রী বিশ্বজিত আচার্য্য এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তহবিল শূন্য, কর্মীদের বেতন বন্ধঃ পদত্যাগ দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যানের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ মে ঃ তহবিলের সংকটে দীর্ঘদিন ধরেই অচলাবস্থার মধ্যে চলছিল পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট পুরসভা। কর্মীদের বেতন দিতে না পারার সমস্যার সমাধান না হওয়ায় অবশেষে চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সমর সাহা। তার পদত্যাগের খবরে শহরজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, পুরসভার নিজস্ব তহবিলে অর্থের ঘাটতির কারণে গত এপ্রিল মাস থেকে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বন্ধ রয়েছে। মে মাসেও বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ক্ষুব্ধ কর্মীরা লাগাতার আন্দোলন শুরু করেন। কর্মীদের আন্দোলনের জেরে পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্মও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দু'মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় প্রায় ২০০ জন অস্থায়ী কর্মী চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। কর্মীদের আশঙ্কা, জুন মাসেও বেতন পাওয়া অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার পুরসভার কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করেন। এদিন পুর বোর্ডের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠক চলাকালীন কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে বেতন সমস্যার কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি বলে জানা গেছে। এর পরেই সমস্ত দায় নিজের কাঁধে নিয়ে চেয়ারম্যান সমর সাহা বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পদত্যাগের পর সমর সাহা বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর থেকে বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রায় ২০০ অস্থায়ী কর্মীর বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। বোর্ডের বৈঠকে মাত্র দু'জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাতেই বোঝা যাচ্ছে অনাস্থার বিষয়টি স্পষ্ট। তাই নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে আমি পদত্যাগ করেছি। অন্যদিকে, পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, চেয়ারম্যানের পদত্যাগের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে আগামী মঙ্গলবার বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে প্রথমে পদত্যাগপত্র গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। এরপর নতুন চেয়ারম্যান মনোনয়ন নিয়ে আলোচনা হবে বলে তিনি জানান। দাঁইহাট পুরসভার এই আর্থিক সংকট ও প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা শহরের নাগরিক পরিষেবার উপর কী প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জোড়া হাতির তাণ্ডবে কেঁপে উঠল ধূপগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩০ মে ঃ ভোর হতেই অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভাঙল। বাইরে বেরিয়েই চমকে উঠল গ্রাম। ভয়ে সিঁটিয়ে গোটা এলাকা। বাইসনের পর এবার জোড়া হাতির তাণ্ডব। ঘুম ভাঙতেই থমথমে গ্রাম। বাইসনের পর এবার জোড়া হাতির তাণ্ডবে কেঁপে উঠল ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব মাগুরমারী এলাকা। গভীর রাতে পাশ্ববর্তী সোনাখালী জঙ্গল থেকে দুটি বুনো হাতি বেরিয়ে এসে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। খাবারের খোঁজে এই হাতিরা রাতভর গ্রাম চষে বেড়ায় বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গিলান্ডি নদী পেরিয়ে হাতি দুটি গ্রামে প্রবেশ করে। রাতের অন্ধকারে তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করলেও ভোর হয়ে যাওয়ায় আর জঙ্গলে ফিরে যেতে পারেনি। ফলে দিনের আলোতেই তারা কাছাকাছি ছন জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সকালে হঠাৎ হাতির গর্জন শুনে ঘুম ভাঙে গ্রামবাসীদের। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় ভিড় জমে যায়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা অঞ্চলে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখা ও সোনাখালী বিটের কর্মীরা। পাশাপাশি ধূপগুড়ি থানার পুলিশও মোতায়েন করা হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে। বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, হাতি দুটি সোনাখালী জঙ্গল থেকেই লোকালয়ে ঢুকেছে। তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সন্ধ্যার পর বিশেষ অভিযান চালিয়ে হাতিগুলিকে আবার জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করা হবে। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে খাবারের সন্ধানে বুনো প্রাণীদের লোকালয়ে ঢুকে পড়ার ঘটনা বাড়ছে। ফলে ক্রমেই বাড়ছে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাতের আশঙ্কা। তবে বন দফতরের নজরদারির পাশাপাশি জঙ্গল লাগোয়া বাসিন্দাদের ও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বন দফতরের তরফে।

হোল্ডিং সেন্টারে 'জামাই আদরে' অনুপ্রবেশকারীরা, মেনু নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

মিঠুন হালদার, মালদা, ৩০ মে ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার কাজে গতি এনেছে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, ভারতে বসবাসকারী অবৈধ বাংলাদেশিদের দ্রুত দেশে ফেরাতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে 'ডিটেক্ট ডিলিট ও ডিপোর্ট' অভিযান। অভিযানের অংশ হিসেবে একাধিক জেলায় তৈরি হয়েছে হোল্ডিং সেন্টার। মুর্শিদাবাদের লালগোলার 'পদ্মাভবনে' গড়ে তোলা হয়েছে এমনই একটি হোল্ডিং সেন্টার। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে ২৪ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে রাখা হয়েছে। বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের রাখা হচ্ছে এই সেন্টারে। তবে আটক অনুপ্রবেশকারীদের ওপর কোনও অত্যাচার নয়, বরং 'জামাই আদরে' রাখার ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। খাবারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লালগোলা ব্লকের এক ক্যান্টিন মালিককে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে , খাবারে যেন কোনও কার্পণ্য না করা হয়। ঈদের দিন 'বন্দি'দের পাতে পড়েছে ভাত, ডাল, তরকারি ও মাংস। অন্য দিনগুলিতে সকালে মাছ ও বিকেলে ডিমের ব্যবস্থা থাকছে। যারা রাতে ভাতের বদলে রুটি চাইছেন, তাদের রুটি দেওয়া হচ্ছে। কোনও কোনও দিন মাছ-ভাতের বদলে মাংস-ভাতও জুটছে। শুক্রবার দুপুরের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, ভাজা, পঞ্চরত্ন ও মাছের ঝোল। তবে প্রশাসন জানিয়েছে, এই ব্যবস্থা অস্থায়ী। কিছুদিন হোল্ডিং সেন্টারে রাখার পর আইনি প্রক্রিয়া মেনে বিএসএফের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হবে 'বন্দি'দের। পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তায়ও কোনও ফাঁক রাখা হচ্ছে না। হোল্ডিং সেন্টারের বাইরে ২৪ ঘণ্টা পুলিশি নজরদারি চলছে। আশপাশে কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে হোল্ডিং সেন্টারের এই 'এলাহি' মেনু নিয়ে শুক্রবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, প্রথমে সকালে ডিম, দুপুরে মাছ খাওয়াচ্ছি। এরপর ডিম বন্ধ হবে। শাক-ভাত খাওয়াব। তারপর শাক বন্ধ করব। তারপর শুধু ভাত খাওয়াব। তারপর প্রহারেণ ধনঞ্জয়। নিজেরা চলে যান। আপনাদের রাখার বা খাওয়ানোর দায়িত্ব খুব বেশিদিন আমরা বহন করব না। দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে। শাসক শিবিরের মতে, মানবিক কারণেই আটকদের ন্যূনতম খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই পুশব্যাকের আগে তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। তবে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের 'পুশব্যাক' নীতিতে কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার। হোল্ডিং সেন্টারে আপাতত মানবিক পরিষেবা দেওয়া হলেও প্রশাসনের লক্ষ্য, দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে 'পুশব্যাক'। দিলীপ ঘোষের মন্তব্য স্পষ্ট করছে, ভবিষ্যতে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য সরকারের নীতি আরও কঠোর হতে চলেছে। আপাতত 'মহাভোজ' থাকলেও, বার্তা স্পষ্ট। অবৈধভাবে থাকার সুযোগ আর মিলবে না।

জরায়ু ক্যানসারমুক্ত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বাংলার বড় পদক্ষেপ, ২৩৫ কেন্দ্রে শুরু এইচপিভি টিকাকরণ

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ৩০ মে ঃ নারীস্বাস্থ্যের সুরক্ষাকে আরও মজবুত করতে রাজ্য সরকার শুরু করল এক গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি। জরায়ুমুখের ক্যানসার বা সার্ভাইকাল ক্যানসার প্রতিরোধে রাজ্যজুড়ে ২৩৫ টি কেন্দ্রে বিনামূল্যে এইচপিভি (হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস) ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে নবদ্বীপেও শুরু হল বিশেষ টিকাকরণ অভিযান। নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আগামী তিন মাস ধরে ক্যাম্পেন মোডে প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে এই টিকা প্রদান করা হবে। টিকা নিতে হলে বয়সের প্রমাণপত্র এবং আধার কার্ডের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট জানান, দেশের নারীদের মধ্যে সার্ভাইকাল ক্যানসার অন্যতম উদ্বেগের কারণ। এই রোগ প্রতিরোধে এইচপিভি ভ্যাকসিন অত্যন্ত কার্যকর। তাই ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে এই কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নবদ্বীপ পৌরসভার সিস্টার নিবেদিতা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্স শকুন্তলা সাহা লস্কর জানান, মূলত ১৪ বছর ১ দিন থেকে ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত বয়সসীমার কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হচ্ছে। এই বয়সে ভ্যাকসিন গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে জরায়ুমুখের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। এই কর্মসূচিকে সফল করতে নবদ্বীপ পৌরসভার ২৪টি ওয়ার্ডের আশাকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সচেতন করছেন এবং নির্দিষ্ট বয়সের কিশোরীদের টিকাকরণ কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত নবদ্বীপের

বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী বলেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এখনও সমাজের একাংশের মধ্যে টিকা নিয়ে নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তবে সচেতন অভিভাবকরা যেভাবে তাঁদের সন্তানদের নিয়ে এগিয়ে আসছেন, তা অত্যন্ত ইতিবাচক। এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমেই ভবিষ্যতে ক্যানসারমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হবে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এইচপিভি ভ্যাকসিন সার্ভাইকাল ক্যানসার প্রতিরোধের অন্যতম কার্যকর উপায়। ফলে রাজ্য সরকারের এই বৃহৎ উদ্যোগ আগামী দিনে নারীস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই কর্মসূচি ঘিরে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিকিৎসকদের আশা, বৃহৎ পরিসরের এই টিকাকরণ অভিযানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সার্ভাইকাল ক্যানসারের প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

পূর্ব রেলওয়ের দ্রুত অগ্রগতিঃ মালদা ডিভিশনে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের মেগা মেকওভার

কলকাতা, ৩০ মে ঃ ভাবুন তো, ট্রেন থেকে নেমে যাত্রার ক্লান্তি নিয়ে আপনি দেখছেন যে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য একটি অত্যাধুনিক এসি লাউঞ্জ অপেক্ষা করছে, হাতের কাছেই রয়েছে প্রয়োজনীয় ওষুধে ঠাসা একটি আধুনিক মেডিকেল স্টোর, আর সাথে প্রিমিয়াম ও আরামদায়ক রিটায়ারিং রুম-যা কোনো ট্রানজিট স্টপের চেয়ে কোনো বুটিক হোটেলের মতোই বেশি আরামদায়ক। বছরের পর বছর ধরে রেলওয়ে স্টেশনগুলোকে কেবলই যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে দেখা হতো-

এমন এক জায়গা যেখানে যাত্রীরা সাধারণ বেঞ্চে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন আর আশা করতেন যেন পরবর্তী ট্রেন আসার আগে তাদের স্মার্টফোনের চার্জ শেষ না হয়ে যায়। দীর্ঘ অপেক্ষার সময়ে উন্নত মানের কেনাকাটার সুযোগ, হঠাৎ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী বা একটু আরাম করার মতো সত্যি কোনো আরামদায়ক জায়গা পাওয়ার জন্য প্রায়শই স্টেশনের সীমানার বাইরে অনেক দূরে যেতে হতো। কিন্তু এখন আর তেমনটা নয়। ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে সহনীয় থেকে উপভোগ্য করে তোলার এক বিশাল পদক্ষেপে, ভারতীয় রেলের মালদা ডিভিশন ই-অকশনের (ই-নিলাম) মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচটি বড় বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এই রূপান্তরমূলক আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং মাঠপর্যায়ে এর গতিশীল বাস্তবায়ন করছেন ডি.আর.এম. মালদা, মণীশ কুমার গুপ্ত। তারা দুজনে মিলে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যকে এক নতুন রূপ দিচ্ছেন এবং শহরের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সরাসরি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছেন। এই বৃহৎ রূপরেখাটিতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, লাইফস্টাইল এবং ডিজিটাল কানেক্টিভিটিকে চমকারভাবে সমন্বয় করা হয়েছে, যা থেকে রেলওয়ের বার্ষিক লাইসেন্স ফি বাবদ মোট ২২,৬৪,১০২ /- টাকা এবং চুক্তিভিত্তিক মোট আনুমানিক ১,৮০,৪৭,১৫৬- টাকার বিপুল রাজস্ব অর্জিত হবে। এই বড় পরিবর্তনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মালদা টাউন স্টেশনের রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরির ব্যাপক আধুনিকীকরণ, যা যাত্রীদের ভ্রমণের সময় সর্বোচ্চ আরাম ও অবসর প্রদান করবে। একই সাথে, গরম থেকে বাঁচতে চাওয়া যাত্রীদের জন্য নিউ ফারাক্কা স্টেশনে একটি সম্পূর্ণ নতুন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এসি ওয়েটিং লাউঞ্জ তৈরি হচ্ছে, যা নিশ্চিত করবে পরম শান্তি। মালদা টাউন স্টেশনে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাত্রীদের আরও হাতের কাছে পৌঁছে দিতে একটি প্রিমিয়াম রিটেইল স্টোর চালু করা হচ্ছে, যা দৈনন্দিন সুবিধাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। স্বাস্থ্যসেবাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মালদা টাউন স্টেশনে একটি ডেডিকেটেড মেডিকেল স্টোর খোলা হচ্ছে যা সমস্ত যাত্রীদের জন্য পরম মানসিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করবে। সবশেষে, যাত্রীরা যাতে তাদের প্রিয়জনদের সাথে সর্বদা যোগাযোগ বজায় রাখতে পারেন এবং ভ্রমণের সময় ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য মালদা টাউন স্টেশনে একটি নতুন ডিজিটাল মোবাইল স্টোর চালু করা হচ্ছে। যাত্রীদের ওপর এই আধুনিকীকরণের প্রভাব হবে তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী, যেখানে সম্পূর্ণভাবে সুবিধা ও নিরাপদ ভ্রমণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মৌলিক সুযোগ-সুবিধার খোঁজে ভিড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরির পরিবর্তে, মালদা টাউন এবং নিউ ফারাক্কা স্টেশনের যাত্রীরা এখন সু আলোকিত, পেশাদারভাবে পরিচালিত স্থানে প্রবেশ করতে পারবেন। পরিবারগুলো এসি লাউঞ্জের শীতল আরামে বিশ্রাম নিতে পারবে, রোগী বা প্রবীণ নাগরিকরা টার্মিনাল না ছেড়েই জরুরি ওষুধ পেয়ে যাবেন এবং প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল যাত্রীরা ট্রেনে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়া চার্জার মেরামত করতে পারবেন বা কোনো গ্যাজেট অ্যাক্সেসরিজ কিনে নিতে পারবেন। স্বচ্ছ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালদা ডিভিশন কেবল রেল নেটওয়ার্কে পুনরায় বিনিয়োগ করার জন্য বিপুল রাজস্বই তৈরি করছে না বরং তারা এমন একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করছে যেখানে যাত্রীদের সময়কে শ্রদ্ধা জানানো হয়, মূল্য দেওয়া হয় এবং আরও উন্নত করা হয়। আমাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা হলো রেলওয়ে স্টেশনগুলোকে কেবল ট্রেনে ওঠার জায়গা থেকে পরিবর্তন করে প্রাণবন্ত, বিশ্বমানের লাইফস্টাইল হাবে রূপান্তর করা, যা প্রতিটি পদক্ষেপে যাত্রীদের আনন্দ এবং সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়, জানিয়েছেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি।

লামডিং মণ্ডলে সেস উন্নতকরণ কাজ

টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৩৯ অফ ২০২৬ (আইটেম নং. ১ এবং ২)। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **ক্রমিক সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/I/লামডিঙের অধীনে যমুনামুখ-লংসোলিয়েট-সেস উন্নতকরণ কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ ১,৩০,৫৫,৮১৮.৮০/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ২,৬১,১০০/-** টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/জাগীরোডের অধীনে পানীখাইটি-কামপুর-সেস উন্নতকরণ কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ ১,৮৪,৪৭,৯৬২.২৬/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ৩,৬৯,০০০/-** টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৬-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২৩-০৬-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী **২২-০৬-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নেতাজি এক্সপ্রেসের পথ পরিবর্তন এবং অতিরিক্ত বিরতি

কলকাতা, ৩০ মে ঃ উত্তর রেলওয়ের দিল্লি বিভাগের শাহাবাদ মার্কণ্ডা ও মোহরি স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে নন-ইন্টারলকিং কাজের কারণে, ১৩০৫১ হাওড়া - কালকা নেতাজি এক্সপ্রেস (৩.৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত যাত্রা শুরু হওয়া ট্রেনসমূহ) এবং ১৩০৫২ কালকা - হাওড়া নেতাজি এক্সপ্রেস (৩০.৫.২০২৬ থেকে ৪.৬.২০২৬ তারিখের মধ্যে যাত্রা শুরু হওয়া ট্রেনসমূহ)-এই ট্রেনদুটির পথ পরিবর্তন করে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট, সাহারানপুর, মিরাট সিটি ও খুরজা হয়ে চালানো হবে। এই পরিবর্তিত পথে সাহারানপুর, মিরাট সিটি এবং হাপুরে ট্রেনগুলির অতিরিক্ত বিরতি থাকবে।

সিটি মেট্রো সার্ভিস চালু করার বিষয়ে উদ্যোগী রাজ্য

কলকাতা, ৩০ মে ঃ রাজ্যের বিভিন্ন জনবহুল এবং ব্যস্ততম শহরগুলিতে ভূগর্ভ পথে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছনোর মাধ্যমে আরও ভালো নাগরিক পরিষেবা দিতে রাজ্য সরকার সিটি মেট্রো সার্ভিস চালু করার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নগর উন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে এই সংক্রান্ত বিষয়ে সমীক্ষা করে একটি রিপোর্ট তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে পরিকল্পনা সংক্রান্ত তার এই রিপোর্ট প্রস্তাব আকারে দিল্লিতে পাঠানো হবে বলে সূত্রের খবর। এই দিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জমি জটে আটকে থাকা রাজ্যের বিভিন্ন রেল প্রকল্প, রেলের জমিতে বেআইনি দখলদারি সহ কয়েকটা বিষয়ে কলকাতা ময়দানে পি ডব্লিউ ডি টেন্ট এ আজ কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা সহ রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে জানা গেছে।

সিঙ্গুর স্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিঙ্গুর, ৩০ মে ঃ সিঙ্গুর রেলস্টেশনের আধুনিকরণের উদ্দেশ্যে আজ রেলের ডিভিশানাল ম্যানেজার, সিঙ্গুরের বিধায়ক ডাক্তার অরূপ কুমার দাস সহ রেলের আধিকারিকরা সিঙ্গুর স্টেশন পরিদর্শনে আসেন। এই পরিদর্শনের সময় স্টেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে এলাকার মানুষ জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) শ্রী সুজিত বর্মন, ২) শ্রী মানিক বর্মন, উভয়ের পিতা-প্রতাপ চন্দ্র বর্মন, উভয়ের সাকিন- জোতজগত, পোঃ- খাসপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, বাসিন্দা হইতেছে।
জে.এল.নং-৩৩, মৌজা-পূর্ব মহেশপুর, দলিল নং-৩২৯৫ / ২০২২, তারিখঃ-১৮.০৫.২০২২ মূলে Balurghat DSR Office, (রেকর্ড ভুক রায়তের নাম) এর নিকট হইতে খতিয়ান নং- এল আর ১২৫ ও ১৯৫, দাগ নং-এল আর ২২৩, (৮+৮) ১৬ শতক পরিমাণ ০৮.০৩.২০০৫ তারিখ Balurghat DSR Office-এ ১৮ নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে (আমোক্তারনামা গ্রহীতার নাম ১) প্রবোধ চন্দ্র চৌধুরী, পিতা-মৃত রমেশ চন্দ্র চৌধুরী, (আমমোক্তার দাতার নাম ১) ১) সুবোধ চন্দ্র চৌধুরী, পিতা-মৃত রমেশ চন্দ্র চৌধুরী, ২) জ্যোৎস্না ঘোষ, স্বামী-দ্বিজেন্দ্র নাথ ঘোষ, ৩) মঞ্জু ঘোষ, স্বামী-শ্রী নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ, এর নিকট হইতে বিক্রয় কবলা দলিল করিয়াছেন এবং বালুরঘাট বি. এল, এন্ড, এল, আর, ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে বালুরঘাট বি. এল. এন্ড, এল. আর, ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

NIRANJAN SHIL
Advocate
Balurghat Dist. Judges' Court
Enrolment No. W.B.1437/2010

এস অ্যান্ড টি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের হালনাগাদীকরণ ও অন্যান্য কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর-এন-২০২৬-কে-৮; তারিখ ঃ ২৭-০৫-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্র.নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কাটিহার ডিভিশনে এসএসই/ জেই/সিগন্যাল এবং টেকনিশিয়ান/সিগন্যালদের জন্য এস অ্যান্ড টি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের সময়মতো হালনাগাদীকরণের উদ্দেশ্যে হ্যান্ডহেল্ড ট্যাবলেট সরবরাহের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৫,৫৪,০৫৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৩১,১০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৯-০৬-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডারনথি **১৯-০৬-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ ১। জিয়াউল আহম্মেদ মল্লিক ২। সানিউল মল্লিক, উভয়ের পিতা- তাজরুল মল্লিক, উভয়ের সাকিম নূতনগ্রাম, পোঃ- ভিকুরডিহি, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া,। গত 06.05.2024 তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর 1676/24 নং কোবালা দলিল মূলে ১। আর্জিনা খাতুন, পিতা- মৃত এমু খাঁন, ২। জবরুন বিবি, স্বামী- মৃত সুকুর খাঁন, ৩। রেহেনা বিবি, স্বামী- আমিরুদ্দিন মিদ্যা, ৪। বকুলা বিবি, স্বামী- হাবু খান ৫। ইয়সামিনা খাতুন, পিতা- সুকুর খান, ৬। আবিদা খাতুন, পিতা- সুকুর খান, ৭। নাজিমুদ্দিন খান, ৮। রজুমুদ্দিন খান, উভয়ের পিতা- মৃত ওয়াজুদ্দিন খান, ৯। জালাল হোসেন খান, পিতা মৃত আব্দুল আজিম খাঁন, সর্ব্বসাকিম-নূতনগ্রাম, পোঃ- ভিকুরডিহি। উক্ত ১ নাগাদ ৬ নং দাত্রীগন পক্ষে গত ইংরাজী ২১।০৭।২০২২ তারিখে D.S.R Bankura ৪৩১৭ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার এবং উক্ত ৭ নাগাদ ৯ নং দাতা-দাত্রীগন পক্ষে গত ইংরাজী ২৪।০৫।২০২২ তারিখে A.D.S.R Bankura ২৯৮২ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী তমালকান্তি চ্যাটার্জী, পিতা-রঞ্জিত চ্যাটার্জী, সাকিম ও ডাকঘর-রাজগ্রাম, আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, গোলামীতড়া মৌজায় (জে.এল-158) 20, 511, 513, 514, 516, 517, 515, 367, 368, 369 নং খতিয়ানভুক্ত 68,64,72, দাগে মোট ৩৩ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত খতিয়ানভুক্ত সমস্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L &L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sukumar Mallick
Advocate
District Judge's Court, Bankura
E No-340/2001 of W.B

অনলাইন কমন এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (সিইই)
নিয়োগ বর্ষ ২০২৬-২৭

INDIAN ARMY

অগ্নিপথ স্কিম এবং রেগুলার ক্যাডার এন্ট্রির অধীনে ২০২৬-২৭ নিয়োগ বর্ষের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনলাইন সিইই (সিইই) পরীক্ষা **১ জুন ২০২৬ থেকে ১২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত কলকাতা, হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের** নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে।
সকল নিবন্ধিত প্রার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র, তারিখ এবং রিপোর্টিং সময় জানার জন্য তাদের প্রবেশপত্র ভাল করিয়া দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রার্থীদের অবশ্যই প্রবেশপত্রের একটি প্রিন্ট করা কপি এবং একটি বৈধ ফটো আইডি প্রুফ পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।**
প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই রিপোর্ট করতে হবে **এবং প্রবেশপত্রে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।** অসদুপায় অবলম্বন বা অসদুপায় অবলম্বনের ফলে অযোগ্যতা এবং নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
প্রার্থীদের নিয়োগে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া দালাল এবং প্রতারক সংস্থাগুলি থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
জারিকৃত ঃ **নিয়োগ অফিস (সদর দপ্তর), কলকাতা**

তিনসুকিয়া ডিভিশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের ব্যবস্থা

তিনসুকিয়া ডিভিশনের ফরকাটিং রেলওয়ে স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **ক্যাটালগ নং: পিএনইউ-টিএসকে-টিওআই-০৫। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ১৯-০৬-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	পিএনইউ-টিএসকে-এফকেজি-টিওআই-১-২৬-১ (পে এন্ড ইউজ-টয়লেট)	১০৯৬

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৯-০৬-২০২৬ তারিখে **১১:৩০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়কাল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন : ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

SHREE GANESH IRON INDUSTRIES LIMITED
CIN: L27109WB1957PLC023360
Regd. Office :: 8 AJC Bose Road, Circular Court, 3rd Floor, Kolkata-700017
Phone No. : 03340075608, e-mail: shreeganeshnbfc@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 PREPARED IN COMPLIANCE WITH THE ACCOUNTING STANDARDS

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 31.03.26	Quarter Ended 31.12.25	Quarter Ended 31.03.25	Year Ended 31.03.25	Year Ended 31.03.26
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Income from Operations	-	-	0	0	0
	(a) Revenue from operations	-	-	-	0	-
	(b) Other income					
	Total income from operations (net)					
2	Expenses					
	a)Cost of Material Consumed					
	b)Purchases of Stock-in-Trade					
	c)Changes in inventories of finished goods and work-in-progress					
	d)Employee benefits expense	-	12,500	12,500	50,000	-
	e)Finance costs					
	f)Depreciation and amortisation expense					
	g)Other expenses	61,490	42,500	115,380	552,380	188990
	Total expenses	61490	55000	127880	602380	188990
3	Profit before exceptional items and tax (1-2)	(61490)	(55000)	(127880)	(602380)	(188990)
4	Exceptional items	-	-	-	0	-
5	Profit before tax (3-4)	(61490)	(55000)	(127880)	(602380)	(188990)
6	Tax expense					
	a) Current Taxes	-	-	-	0	-
	b)Deffered Tax	-	-	-	0	-
	Total Tax Expenses					
7	Net Movement in regulatory defferal accot balances related to profit or Loss and related deffered tax movement					
8	Net Profit for the period from continuing Operations Profit(Loss) from Discontinued operations before tax Tax Expenses of Discontinued operations	(61490)	(55000)	(127880)	(602380)	(188990)
9	Net Profit for the period from discontinuing Operations after Tax Share of Profit(Loss) of associates and joint ventures accoting for using equity method	(61490)	(55000)	(127880)	(602380)	(188990)
10	Total Profit (Loss) for Period	(61490)	(55000)	(127880)	(602380)	(188990)
11	Other Comprehensive Income (net of tax) a) Items that will not be reclassified to profit or loss					
b)	Impact of tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss Total Other Comprehensive Income (net of tax)					
12	Total Comprehensive Income for the period					
13	Total Profit or Loss, attributable to Profit or loss, attributable to owners of parent Total profit or loss, attributable to non-controlling interests					
14	Total Comprehensive income for the period attributable to Comprehensive income for the period attributable to owners of parent Total comprehensive income for the period attributable to owners of parent non-controlling interests					
15	Details Equity Share Capital Paid-up equity share capital	5465000	5465000	5465000	5465000	5465000
	Face Value of Equity Share Capital	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
17	Earnings per equity share					
i.	Earnings per equity share for Continuing Operations Basic earnings (loss) per share from continuing operations	(0.11)	(0.10)	(0.23)	-1.1	(0.35)
	Diluted earnings(loss) per share from continuing operations	(0.11)	(0.10)	(0.23)	-1.1	(0.35)
ii	Earnings per equity share for discontinued operations Basic earnings (loss) per share from discontinued operations Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations					
ii	Earnings per equity share Basic earnings (loss) per share from continuing and discontinued operations	(0.11)	(0.10)	(0.23)	-1.1	(0.35)
	Diluted earnings (loss) per share from continuing and discontinued operations	(0.11)	(0.10)	(0.23)	-1.1	(0.35)

Notes:
1. The aforesaid financial results was reviewed by the Audit Committee and was approved by the Board of Directors at its meeting held on 29.05.2026
2. The auditors have carried out Limited review (LR) on the aforesaid financial results and the said report was placed and noted by the Board.
3. The Company has already adopted Ind AS w.e.f 1.4.2017 and this Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
4. The format for un-audited quarterly results as prescribed in SEBI's Circular CIR/CFD/CMD/15/2015 dated November 30, 2015 has been modified to the extent required to comply with requirements of SEBI's circular dated July 5, 2016, Ind AS and Schedule III (Division II) to the Companies Act, 2013 applicable to Companies that are required to comply with Ind AS.
5. The Auditors have carried out Audit on the aforesaid financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026 and the report was placed before the Board and the same was noted.

By order of the Board
Shree Ganesh Iron Industries Ltd
Sd/- **Munna Lal Gupta**
Director
DIN: 01166785

Place : Kolkata
Dated : 29.05.2026

এশিয়ান গেমসের জন্য গম্ভীর নন, কোচ হচ্ছেন লক্ষ্মণ! উদীয়মান ক্রিকেটারদের সুযোগের সম্ভবনা

মুম্বই, ০ মে ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যস্ত সময় আসন্ন। আইপিএলের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে নামবে টিম ইন্ডিয়া। ঘরের মাঠ থেকে বিদেশ সফর-সব মিলিয়ে আগামী কয়েক মাসে ভারতীয় দলের সূচি অত্যন্ত ঠাসা। এই পরিস্থিতিতেই সামনে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে নয়, এশিয়ান গেমসের জন্য কোচ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটার ভিভিএস লক্ষ্মণকে। তবে এই সিদ্ধান্তের পিছনে কোনও বিতর্ক বা গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার কারণ নেই। কারণ বিসিসিআইয়ের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে পরিস্থিতি ও সময়সূচির প্রয়োজন থেকেই নেওয়া হয়েছে। গৌতম গম্ভীরের কোচের পদ আপাতত সুরক্ষিত। বরং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পরিকল্পনা হলো একই সময়ে দুটি আলাদা দলকে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত রাখা। জানা গিয়েছে, আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সামনে রয়েছে দুটি বড় দায়িত্ব। একদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ এবং পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। অন্যদিকে জাপানে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান গেমস, যেখানে ক্রিকেট ইভেন্টেও অংশ নেবে ভারত। গত এশিয়ান গেমসে মূলত দ্বিতীয় সারির ক্রিকেটারদের নিয়েই দল গঠন করেছিল ভারত। তবুও সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছিল ভারতীয় দল। ফলে এবারের প্রতিযোগিতাতেও শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়েই নামতে চাইছে বিসিসিআই। কিন্তু একই সময়ে সিনিয়র দলের আন্তর্জাতিক

সিরিজ থাকায় প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের পক্ষে দুই দলের দায়িত্ব সামলানো সম্ভব নয়। এই কারণেই এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণকে। ভারতীয় ক্রিকেটে তরুণ প্রতিভা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লক্ষ্মণের ভূমিকা ইতিমধ্যেই প্রশংসিত। অতীতে জাতীয় দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবেও সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ফলে তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে গঠিত সম্ভাব্য এশিয়ান গেমস দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকেই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করছে বোর্ড। বিসিসিআই সূত্রে জানা যাচ্ছে, বোর্ড ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন ক্রিকেটারের একটি সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করার কাজ শুরু করেছে। লক্ষ্য হলো একই সময়ে দুটি প্রতিযোগিতামূলক ভারতীয় দল মাঠে নামানো। সিনিয়র তারকারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে খেলবেন, আর উদীয়মান ক্রিকেটারদের সুযোগ দেওয়া হবে এশিয়ান গেমসে। এই তালিকায় বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারের নাম উঠে এসেছে। বিশেষ করে আইপিএলে নজর কাড়া পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সুযোগ পেতে পারেন বৈভব সূর্যবংশী। অল্প বয়সেই তাঁর প্রতিভা ইতিমধ্যেই ক্রিকেটমহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তালিকায় তাঁর নাম থাকার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও আইপিএল এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্স করা কয়েকজন ক্রিকেটারের ওপর নজর রাখছে নির্বাচকরা। সম্ভাব্য তালিকায় থাকতে পারেন যশ ঠাকুর, বিপ্রাজ নিগম, অনুকূল রায় এবং হর্ষ দুবের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনও জাতীয় দলের হয়ে বড় মঞ্চে সুযোগ পাননি। এশিয়ান গেমস সেই সুযোগ এনে দিতে পারে। এরই মধ্যে আরেকটি বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। সম্ভাব্য তালিকায় নাকি নেই অভিজ্ঞ টি-টোয়েনিন্ট ক্রিকেটার সূর্যকুমার যাদবের নাম। ফলে প্রশ্ন উঠছে, তাঁকে কি ধীরে ধীরে টি-টোয়েন্টি পরিকল্পনা থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে? যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। ক্রিকেট মহলের একাংশের মতে, সূর্যকুমারকে হয়তো এশিয়ান গেমসের বদলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হতে পারে। আগামী দিনে আয়ারল্যান্ড সিরিজও নির্বাচকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ সেই সিরিজে নতুন মুখদের পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ থাকবে। সেখানকার পারফরম্যান্সও এশিয়ান গেমসের দল নির্বাচনে বড় ভূমিকা নিতে পারে। সব মিলিয়ে বিসিসিআই এখন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় এগোচ্ছে। শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের ভারতীয় দল গড়ার দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর সেই লক্ষ্যেই গৌতম গম্ভীরকে সিনিয়র দলের দায়িত্বে রেখে, এশিয়ান গেমসের জন্য ভিভিএস লক্ষ্মণের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেট মস্তিষ্কের ওপর ভরসা করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

নতুন হেড কোচ নিয়োগ সিএবির, অনূর্ধ্ব ১৯-এ মনোজ তিওয়ারি

কলকাতা, ৩০ মে ঃ প্রসঙ্গ ছিল বাংলার কোচিং গ্রুপ থেকে ‘বাদ হওয়া সৌরাশিস লাহিড়ীর বিস্ফোরক সব অভিযোগের জবাব দেওয়া। সেই মতো সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিল সিএবি-র জুনিয়র নির্বাচক কমিটি। ছিলেন কমিটির প্রধান সুমিত্র মজুমদার এবং তিন সদস্য সত্যেন ভট্টাচার্য, শঙ্কর ভট্টাচার্য ও প্রবীর আচার্য। কিন্তু তাঁরা যা বললেন, তাতে উল্টে আরও বেকায়দায় পড়ল সিএবি। প্রকাশ্যে চলে এল বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার বিভিন্ন অনিয়ম। কোচ নিয়োগ থেকে দল নির্বাচন-একটার পর একটা বিষয়ে সিএবি-কে ‘ গোল খাওয়াল জুনিয়র নির্বাচক কমিটি। নিচে উল্লেখ করা হল তারমধ্যে প্রধান তিনটে ইস্যু।

১) কোচ নিয়োগে নির্বাচকদের মত- ভারতীয় ক্রিকেট বর্তমানে পরিচালিত হয় মূলত লোধা কমিটির করা বিভিন্ন নির্দেশিকার ভিত্তিতে। বিসিসিআই তো বটেই, বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার কাজকর্মও নিয়ন্ত্রিত হয় সেসব নির্দেশিকা অনুযায়ী। যার মধ্যে রয়েছে সিএবিও। নির্দেশিকায় বলা রয়েছে, কোনও দলের কোচ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল সেই দলের নির্বাচক কমিটির মতামত। অর্থা, কোচ নিয়োগের পদ্ধতিতে জাতি থাকবেন নির্বাচকরাও। সিএবি-র জুনিয়র নির্বাচক কমিটি মূলত দু’টি দলের দায়িত্বে। অনূর্ধ্ব ১৬ এবং অনূর্ধ্ব ১৯। সম্প্রতি দুই দলের জন্যই নতুন হেড কোচ নিয়োগ করেছে সিএবি। অনূর্ধ্ব ১৬-তে অনুষ্টুপ মজুমদার এবং অনূর্ধ্ব ১৯-এ মনোজ তিওয়ারি। কোচ নির্বাচনের কাজটা করেছে সিএবি নিযুক্ত তিন সদস্যের কমিটি। যাতে ছিলেন অরুণ লাল, দেবাং গান্ধী এবং কল্যাণ চৌধুরি। তবে সেই কমিটি কথাই বলেনি সিএবি-র জুনিয়র নির্বাচকদের সঙ্গে। শুক্রবার ইডেনে বসে জুনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান সুমিত্র মজুমদার স্বীকার করে নিয়েছেন সেকথা। তিনি সরাসরি বলেছেন, কোচ নিয়োগ নিয়ে কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলেনি। অন্যদিকে, সিএবি-র কমিটিতে থাকা দেবাং গান্ধীও বলছেন, আমরা কেউই জুনিয়র নির্বচক কমিটির সঙ্গে কথা বলিনি। অর্থাৎ, ফের একবার লোধা-সুপারিশের পাশাপাশি এবার সুপ্রিম কোর্ট-সম্মত নিজেদের সংবিধানকেই ‘বুড়ো আঙুল দেখাল বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। যার ফলে মনোজ-অনুষ্টুপদের নিয়োগের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ২) অ্যাপেক্সের কাছে ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট পেশ- শুধু কোচ নিয়োগের ক্ষেত্রে সিএবি নিজের সংবিধান লঙ্ঘন করেছে, এমনটা নয়। আরও আছে। যেমন অ্যাপেক্স কাউন্সিলের কাছে ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট পেশ। সিএবি-র সংবিধান অনুযায়ী, প্রত্যেক তিনমাস অন্তর যে রিপোর্ট জমা পা।র কথা। যেখানে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সঙ্গে বিভিন্ন দলের পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনায় বসবেন নির্বাচকরা। অথচ এমন কোনও বৈঠক হয় না সিএবি-তে। অন্তত সদ্য শেষ হওয়া ঘরোয়া ক্রিকেটের মরশুমে হয়নি। যে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জুনিয়র নির্বাচকরা। সুমিত্রদের সম্মিলিত বক্তব্য, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি। তবে সিএবি-র সঙ্গে নিয়মিতভাবে কোনও বৈঠক হয়নি। সিএবি থেকে কিছু জানতে চাওয়া হলে আমরা তার জবাব দিয়েছি।

৩) ম্যাচ স্কোয়াডে বাড়িত প্লেয়ার- ভারতীয় বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রতি ম্যাচের জন্য স্কোয়াডে রাখতে হয় ১৬ জন ক্রিকেটারকে। ম্যাচ প্রতি বিসিসিআই যে অর্থ বরাদ্দ করে রাজ্যগুলিকে, তা করা হয় ১৬ জন ক্রিকেটারের জন্যই। কিন্তু দেখা গিয়েছে, গত বছর নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ক্রিকেটার ছিল বাংলার অনূর্ধ্ব ১৯ দলের স্কোয়াডে। অধিকাংশ ম্যাচেই সেই সংখ্যাটা ১৮। কোনও ম্যাচে ১৭। যার

কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে নির্বাচকদের তরফে বলা হয়, তকালীন কোচ সৌরাশিস লাহিড়ীর কথামতো দল গা। হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে অবস্থান পরিবর্তন করেন তাঁরা। এবার বলা হয়, অনেক সময় বাড়তি নেট বোলার নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন কোচ। কিন্তু নেট বোলার হিসেবে গেলে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের নামের পাশে সেকথা লেখা নেই কেন? ১৬ জনের পরিবর্তে ১৮ জনের স্কোয়াড নিয়ে যাওয়ার ভাবনা কার মস্তিষ্কপ্রসূত? প্রশ্ন শুনে ‘ নির্বাচকরা। বরং তাঁদের তরফে বার বার বলা হল, বৈঠকে থাকলেও আপত্তি জানাননি কোচ। যা শুনে সৌরাশিসের পাল্টা প্রশ্ন, স্কোয়াডে কত জন থাকবে তা কি কোচ ঠিক করেন? এদিন সিএবি-র তরফে সৌরাশিসকে ‘ প্রমাণ করতে নিয়ে আসা হয় অঞ্জুর চট্টোপাধ্যায় নামে এক স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচকে। যাঁর বক্তব্য, সৌরশিসের ‘ জেরে গত মরশুমের শুরুতে অনূর্ধ্ব ১৯ দল থেকে সরে যেতে হয়েছে তাঁকে।

ড্রেসিংরুমে ‘তথ্য ফাঁস’ নিয়ে তোলপাড় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে!

মুম্বই, ৩০ মে ঃ আইপিএলের সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর অন্যতম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন এই দল বরাবরই পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা এবং শক্তিশালী ড্রেসিংরুম সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। কিন্তু গত কয়েকটি মরশুমে সেই পরিচিত ছবিতে যেন ধীরে ধীরে ফাটল ধরেছে। এবার শুধু মাঠের পারফরম্যান্স নয়, দলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এবং ড্রেসিংরুমের গোপনীয়তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে মুম্বই শিবিরে। সূত্রের খবর, দলের ভেতরের নানা সংবেদনশীল তথ্য বারবার বাইরে চলে আসায় বিরক্ত এবং চিন্তিত ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি এতটাই গুরুতর হয়ে উঠেছে যে, আগামী আইপিএলের আগে ড্রেসিংরুমের শৃঙ্খলা ও তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ড্রেসিংরুমের নানা অভ্যন্তরীণ আলোচনা, মতবিরোধ এবং সিদ্ধান্ত বারবার সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে চলে আসছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট ক্রিকেটার বা সাপোর্ট স্টাফকে দায়ী করা হয়নি, তবে বিষয়টি নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তা স্পষ্ট।

দলের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ড্রেসিংরুমের পরিবেশ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। তাঁর দাবি, প্রতিটি সফল দলের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সেরও ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই ঐক্যবদ্ধ পরিবেশে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে হার্দিক পাণ্ডিয়ার প্রত্যাবর্তনের পর ড্রেসিংরুমে বিভাজনের অনুভূতি আরও প্রকট হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। যদিও এই মন্তব্যের কোনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই, তবুও দলের ভেতরে মতপার্থক্য এবং অস্বস্তির গুঞ্জন দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। গত মরশুমে অধিনায়কত্ব নিয়ে বিতর্ক, মাঠের ফলাফল এবং খেলোয়া।দের আচরণ-সবকিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মতো প্রতিষ্ঠিত ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য সবচেয়ে ব। উদ্বেগের বিষয় হলো ড্রেসিংরুমের তথ্য বাইরে চলে যাওয়া। ক্রিকেটের পেশাদার জগতে দলীয় বৈঠক, কৌশলগত পরিকল্পনা কিংবা অভ্যন্তরীণ আলোচনা সাধারণত গোপন রাখা হয়। কিন্তু সম্প্রতি একাধিক তথ্য প্রকাশ্যে আসায় প্রশ্ন উঠেছে দলের ভেতরের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়েও। সূত্রের দাবি, মুম্বইয়ের ড্রেসিংরুমে অতীতে একাধিক কিংবদন্তি ক্রিকেটার খেলেছেন। অধিনায়কও একাধিকবার বদলেছে। কিন্তু কখনও অভ্যন্তরীণ আলোচনা এভাবে বাইরে আসেনি। এবার পরিস্থিতি আলাদা। এই প্রবণতা নিয়ে কর্তারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। এছাড়াও সামাজিক মাধ্যমে কিছু ক্রিকেটারের আচরণ নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন সময়ে রহস্যময় পোস্ট, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য কিংবা ইমোজি ব্যবহার করে দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে পরোক্ষ বার্তা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও এগুলির সরাসরি কোনও প্রমাণ নেই, তবুও ফ্র্যাঞ্চাইজি বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী মরশুমের আগে ব। ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন মহলে জোর জল্পনা, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নতুন করে দল গঠনের পরিকল্পনা করছে।

ঋষভ পন্থকে নিয়ে কেকেআর-দিল্লির টানাটানি শুরু,আইপিএলের দলবদল বাজার সরগরম

মুম্বই, ৩০ মে ঃ আইপিএল শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে গেছে পরবর্তী মরশুমের দলবদল নিয়ে জোর চর্চা। আর সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন ভারতের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের পর প্রায় নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, আগামী আইপিএলে তাঁকে আর লখনউয়ের জার্সিতে দেখা যাবে না। ফলে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-পন্থের পরবর্তী গন্তব্য কোথায়? গত শুক্রবার লখনউ সুপার জায়ান্টস আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেয় যে, ঋষভ পন্থ নিজেই অধিনায়কত্ব ছাড়ার আবেদন করেছিলেন এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি সেই আবেদন মেনে নিয়েছে। দলের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট টম মুডি এক বিবৃতিতে জানান, পন্থের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি পন্থের নেতৃত্ব এবং ড্রেসিংরুমে তাঁর ইতিবাচক প্রভাবের প্রশংসাও করেন। এই ঘোষণার পর থেকেই আইপিএলের দলবদল বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট মহলে জোর গুঞ্জন, ইতিমধ্যেই একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি পন্থকে নিজেদের দলে নেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করেছে। তবে আপাতত সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে দুটি নাম- কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং দিল্লি ক্যাপিটালস। গত মরশুমে কেকেআরের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল নেতৃত্বের অভাব। দলের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি অধিনায়কত্ব নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। শ্রেয়স আইয়ারকে ছেড়ে দেওয়ার পর স্থায়ী এবং প্রভাবশালী নেতৃত্ব খুঁজে পায়নি কলকাতার ফ্র্যাঞ্চাইজি। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ অজিঙ্ক রাহানেকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও তা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে দেখা হয়নি।

এই কারণেই কেকেআর এখন এমন একজন ক্রিকেটারকে খুঁজছে, যিনি শুধু ব্যাট হাতে নয়, নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও দলকে নতুন দিশা দেখাতে পারবেন। সেই জায়গায় ঋষভ পন্থ অন্যতম সেরা বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছেন। ভারতীয় দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হওয়ার পাশাপাশি আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সূত্রের খবর, কেকেআরের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন কর্তা ইতিমধ্যেই পন্থের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ শুরু করেছেন। তাঁকে ট্রেডের মাধ্যমে দলে আনার সম্ভাবনা যেমন খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তেমনই প্রয়োজনে নিলাম থেকেও কেনার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে আগামী কয়েক মাসে এই বিষয়ে বড় ধরনের অগ্রগতি হতে পারে। তবে পন্থকে পাওয়ার লড়াইয়ে কেকেআর একা নয়। পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসও তাঁকে ফেরানোর ব্যাপারে আগ্রহী বলে জানা যাচ্ছে। দিল্লির সঙ্গে পন্থের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সেখানেই তিনি আইপিএল ক্যারিয়ারের বড় অংশ কাটিয়েছেন। দলের অধিনায়কত্বও করেছেন সফলভাবে। ফলে আবেগ এবং অভিজ্ঞতা-দুই দিক থেকেই দিল্লিতে ফেরা তাঁর জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। দিল্লি ক্যাপিটালসের একটি অংশ মনে করছে, দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আবারও পন্থকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আনা যেতে পারে। সেই কারণেই তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য লখনউয়ের হয়ে পন্থের শেষ মরশুম খুব একটা সুখকর ছিল না। ১৪ ইনিংসে তিনি মাত্র ৩১২ রান করেন, যা তাঁর মানের ক্রিকেটারের তুলনায় যথেষ্ট হতাশাজনক। দলের সামগ্রিক পারফরম্যান্সও ছিল দুর্বল। পয়েঃট টেবিলের একেবারে নিচের দিকে থেকে অভিযান শেষ করতে হয় লখনউকে। ফলে মরশুম শেষে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত আগেই মিলছিল। পন্থের পাশাপাশি এখন আরেক ভারতীয় তারকার ভবিষ্যৎ নিয়েও জোর জল্পনা শুরু হয়েছে-হার্দিক পাণ্ডিয়া। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই তাঁকে ঘিরে বিতর্কের শেষ নেই। নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার পর দলের পারফরম্যান্স আশানুরূপ হয়নি। একইসঙ্গে ব্যাটিং ও বোলিং-দুই বিভাগেই হার্দিক নিজের সেরা ছন্দে ছিলেন না। ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, আগামী মরশুমেও কি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হার্দিককে কেন্দ্র করেই দল গড়বে? নাকি দুই পক্ষের পথ আলাদা হয়ে যেতে পারে? যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তবুও আইপিএল মহলে এই সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। যদি হার্দিক সত্যিই মুম্বই ছাড়েন, তাহলে দলবদলের বাজার আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। কারণ ভারতের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারকে দলে নিতে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ঝাঁপাবে, তা বলাই যায়।

কানাডা ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিষ নিঃশ্বাস!

কানাডা, ৩০ মে আরও গুরুতর অভিযোগে বিদ্ধ কানাডা ক্রিকেট। এক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনের দাবি, ক্রিকেট কানাডার সঙ্গে পাকিস্তানি গোয়েন্দা ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী, স্ট্রিট গ্যাং এবং ম্যাচ ফিক্সিং চক্রের একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রের মতে, পরিকল্পিতভাবে ক্রিকেট কানাডার প্রশাসনিক কাঠামো ‘গঠন করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, কানাডা ক্রিকেট বোর্ডের আয় করা টাকা গোপনে ঘুরপথে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেই টাকা নাকি ভারতবিরোধী কাজ, বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপ এবং বিদেশে বসবাসকারী কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠীকে সাহায্য করতে ব্যবহার করা হচ্ছে। সূত্রের দাবি, বিলাল চিমা নামে এক লবিস্ট, যিনি পাকিস্তানের আইএসআই-এর ঘনিষ্ঠ, তিনি নেপথ্যে থেকে তার কাকা আমজাদ বাজওয়াকে কানাডা ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি করতে সাহায্য করেন। অভিযোগ, এই নিয়োগের মাধ্যমে বোর্ডের ভেতরে অবৈধ অর্থ লেনদেনের রাস্তা তৈরি হয়। এদিকে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চিমা বর্তমানে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার সারে শহরে চলতি বছরের অক্টোবরের পুরসভা নির্বাচনে ‘ ফার্স্ট’ দলের হয়ে কাউন্সিলর পদে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, বিলাল চিমা নামে এক লবিস্ট, যিনি পাকিস্তানের আইএসআই-এর ঘনিষ্ঠ, তিনি নেপথ্যে থেকে তার কাকা আমজাদ বাজওয়াকে কানাডা ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি করতে সাহায্য করেন। সূত্রের দাবি, কানাডার ক্রিকেট প্রশাসনের ভেতরে আইএসআই-সমর্থিত একটি বড় চক্র সক্রিয়। যারা বিভিন্ন প্রশাসনিক ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে অর্থ সরিয়ে নিচ্ছে। যদিও জানা গিয়েছে, উগ্রপন্থা বা খলিস্তানি ফান্ডিংয়ের সঙ্গে ক্রিকেট প্রশাসনের সরাসরি যোগ নেই। তবুও ক্রিকেটের অর্থই এই নেটওয়ার্কের অর্থের উৎস হিসাবে কাজ করছে। তদন্তে পাকিস্তানভিত্তিক গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টির নাম উঠে এসেছে। যাকে এই বড়সড় আর্থিক জালিয়াতির মূল হোতা বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতে বিশ্বকাপ সম্প্রচারের জন্য বড়সড় ছাড় ফিফার

মুম্বই, ৩০ মে ঃ ভারতে ফুটবল বিশ্বকাপ সম্প্রচার নিয়ে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা অবশেষে কাটতে চলেছে। আন্তর্জাতিক ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরকে ঘিরে ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে যেমন উন্মাদনা রয়েছে, তেমনই সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে চলছিল জোরদার টানাপোড়েন। তবে এবার সেই জট খুলতে শুরু করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রের খবর, ভারতে ২০২৬ এবং ২০৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ সম্প্রচারের দৌড়ে বর্তমানে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে। তবে এই চুক্তি সম্পন্ন করতে গিয়ে বড়সড় আর্থিক সমঝোতা করতে হয়েছে ফিফাকে। প্রথমে যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার তুলনায় অনেক কম অর্থে ভারতীয় বাজারে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করতে হচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থাকে। আগামী ১১ জুন শুরু হতে চলেছে ফুটবল বিশ্বকাপ। এবার বিশ্বের অন্যতম বৃহ ক্রীড়া আসরের আয়োজন করবে তিন দেশ-আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকো। উত্তর আমেরিকায় আয়োজিত হওয়ার কারণে ভারতীয় সময় অনুযায়ী অধিকাংশ ম্যাচই গভীর রাতে অনুষ্ঠিত হবে। এই সময়সূচি সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ রাতের ম্যাচে দর্শকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্যিক আয়ের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ফিফা ভারতীয় বাজারে ২০২৬ এবং ২০৩০ বিশ্বকাপ সম্প্রচারের স্বত্ব বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে ফিফা যে মূল্য নির্ধারণ করেছিল, তা ছিল প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা। কিন্তু এত বিপুল অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহ দেখায়নি দেশের শীর্ষ সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলি। বিশেষ করে ডিজিটাল ও টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ব। ভূমিকা পালনকারী সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম জিও হটস্টার এবং সোনি স্পোর্টস এই দরকে অত্যন্ত বেশি বলে মনে করে। ফলে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এতে ফিফার সামনে নতুন করে আলোচনার পথ খোলা ছা।। আর কোনও উপায় ছিল না। এই সুযোগেই সামনে আসে জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ।

সম্প্রতি ‘ স্পোর্টস’ নামে একটি নতুন ক্রীড়া উদ্যোগের সূচনা করেছে সংস্থাটি। সেই অনুষ্ঠানে জি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, ফিফার সঙ্গে সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নতুন ক্রীড়া সম্প্রচার কাঠামোও তৈরি করা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইউনাইট ৮ স্পোর্টসের অধীনে চারটি নতুন স্পোর্টস চ্যানেল চালু করা হবে। এর মধ্যে দুটি চ্যানেল ইংরেজি ভাষায় এবং বাকি দুটি হিন্দি ভাষায় সম্প্রচার করবে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে আরও সহজে বিশ্বকাপের ম্যাচ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ফিফা শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাথমিক দাবির তুলনায় অনেক কম দামে চুক্তি করতে রাজি হয়েছে। সূত্রের খবর, ৩০ থেকে ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে জি-র সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রথমে যে ১০০ মিলিয়ন ডলার দাবি করা হয়েছিল, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে চুক্তি হতে চলেছে। আর্থিক দিক থেকে দেখলে এটি নিঃসংদেহে ফিফার জন্য বড় ধরনের ছাড়। তবে দীর্ঘ আলোচনার পর ভারতীয় বাজারে উপস্থিতি বজায় রাখতে এবং বিশ্বকাপের সম্প্রচার নিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, জিও হটস্টারও নাকি শেষ পর্যায়ে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবের তুলনায় অনেক বেশি অর্থের বিনিময়ে জি-র সঙ্গে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে সম্প্রচার স্বত্ব পাওয়ার লড়াইয়ে আপাতত জি-ই সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

ভারত বিশ্বকাপে নিয়মিত অংশগ্রহণ না করলেও এদেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবল, বিশ্বকাপ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলিকে কেঃদ্র করে কোটি কোটি দর্শক টেলিভিশন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চোখ রাখেন। তাই ভারতীয় বাজার এখনও বিশ্ব ফুটবলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা। যদি সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোয়, তাহলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে ২০২৬ ও ২০৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ ভারতীয় দর্শকরা কোন প্ল্যাটফর্মে দেখতে পাবেন। আর সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হবে বহুদিনের জল্পনা, অনিশ্চয়তা এবং সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে টানাপোড়েন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্য দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com